বঙ্গভঙ্গ

মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত

বঙ্গভঙ্গ

মুনতাসীর মামুন
সম্পাদিত

CSS
সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ। মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত। প্রকাশক: পরিচালক, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, রুম নং ১১০৭, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-২। প্রচ্ছদ: সৈয়দ লুৎফুল হক। মুদ্রণে: জাকির আর্ট প্রেস, ৪৮ জিন্দাবাহার প্রথম গলি, ঢাকা-১। মূল্য: পনের টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

ভূমিকা

সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিয়মিত সিরিজ প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতিহাসের যে কোন একটি ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে সাধারণ পাঠকদের অবহিত করা এবং একটি বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত সংকলন করাই হবে এর উদ্দেশ্য। আমরা মনে করি বর্তমানে এ ধরণের সংকলন প্রয়োজন, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা এখন বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করছেন কিন্তু বাংলা রেফারেন্স বইয়ের অভাবে অহরহ তারা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। আশা করি, সামান্যভাবে হলেও এধরণের সংকলন এ অভাব মোচনে সহায়তা করবে। ইতিহাস সিরিজের প্রথম বই 'বঙ্গ-ভঙ্গ'। এই সংকলনে সংকলিত হলো মোট ছ'টি প্রবন্ধ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে, ১৯০৫ সনের বঙ্গ-ভঙ্গ বা বাংলা বিভাগ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বৃটিশ সরকার কেন বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? এ সম্পর্কে সাধারণত দু' ধরণের যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। এক, প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে, দুই, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে। বর্তমান সংকলনে দু'ধরনের যুক্তি সম্পর্কেই বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে প্রথম দু'টি প্রবন্ধে। প্রবন্ধ দু'টি লিখেছেন যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ কে. এম. মোহসীন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ এমাজ উদ্দিন আহমদ। প্রবন্ধকার আসহাবুর রহমান আলোচনা করেছেন বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে ভদ্রলোক শ্রেণীর ভূমিকা নিয়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পশ্চিম বঙ্গের জন প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। বর্তমান নিবন্ধকার আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন শুধু পূর্ববঙ্গের জন প্রতিক্রিয়ার ভেতর। বঙ্গভঙ্গের দু'টি কম আলোচিত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। প্রবন্ধ দু'টি লিখতে গিয়ে তিনি নতুন অনালোচিত অনেক তথ্য উপস্থাপন

www.pathagar.com

করেছেন। দু'টি প্রবন্ধের মধ্যে যোগসূত্র আছে। তাই পাঠকদের প্রথমে, প্রথম প্রবন্ধটি পড়ে নেয়ার অনুরোধ করবো। বর্তমান সংকলনে আলোচনা শুধু ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ এবং তার রদের ওপর সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

সবশেষে আবার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, নির্দিষ্ট কোন বক্তব্য রাখার জন্যে এ সংকলন করা হয় নি। একটি সমস্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। এবং তাই, এ গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে লেখকরা একই বিষয়ে হয়ত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন কিন্তু ঐ সব মতের সমন্বয় সাধনের কোন চেষ্টা করা হয়নি। পাঠকরা যদি এ গ্রন্থ পড়ে বিন্দুমাত্র উপকৃত হন বা এ গ্রন্থ যদি ইতিহাসের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহী করে তোলে তা'হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

এ গ্রন্থ সংকলনে লেখকরা বিশেষ করে ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন সব সময় আমাদের সহায়তা করেছেন। সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের আগ্রহ না থাকলে এ সংকলন প্রকাশ সম্ভব হত না। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুনতাসীর মামুন

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বঙ্গভঙ্গ	কে. এম. মোহসীন	১
১৯০৫ সালের		
বঙ্গ বিভাগ : একটি		
গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ	এমাজ উদ্দিন আহমদ	১৩
বঙ্গভঙ্গ ও ভদ্রলোক শ্রেণী	আসহাবুর রহমান	৪২
বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গে প্রতিক্রিয়া	মুনতাসীর মামুন	৬২
বঙ্গভঙ্গ রদের প্রক্রিয়া	সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	৭৬
বঙ্গভঙ্গ রদের প্রক্রিয়া :		
শাসনতান্ত্রিক বিশ্লেষণ	সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	৯৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ

কে, এম, মোহসীন

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জন অবিভক্ত বাংলার ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং মালদা জেলাকে চীফ কমিশনার শাসিত আসামের সাথে সংযুক্ত করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করেন।[১] তৎকালীন বাংলার শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন এবং কোন এক ব্যক্তির পক্ষে শাসন পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। ১৮৭৪ পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম 'বেংগল প্রেসেডেন্সীর' অন্তর্ভূক্ত ছিল। এ বৎসর আসামকে চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ হিসাবে পৃথক করা হয় এবং বাংলা ভাষাভাষি সিলেট জেলাকেও আসামের সাথে যুক্ত করা হয়। এর পর ১৮৯৭ সালে দক্ষিণ লুসাই পার্বত্য অঞ্চলও আসামের নিকট হস্তান্তর করা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যাতায়াত সমস্যা এবং প্রদেশের অন্তর্গত প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকা দীর্ঘ দিন যাবত অবহেলিত ছিল। পূর্ব বাংলা ও আসামের জনগণের সাধারণ কল্যাণ সাধনের জন্য মূলত প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে এ নূতন প্রদেশ সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হয়।[২]

বস্তুতঃপক্ষে বাংলায় পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলির এ পশ্চাৎমুখীতা শুরু হয় মুর্শীদ কুলি খানের সময় থেকে। তিনি ১৭০০ থেকে ১৭২৭

---

১. বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন S. Ahmad : *Muslim Community in Bengal* 1884-1912, পৃষ্ঠা ২২৮-৩০৪ ও S. Sarkar : *The Swadeshi Movement in Bengal* 1903-1908, পৃষ্ঠা ৯-৩০।

২. K. K. Aziz : *Britain and Muslim India,* ৩৯ পৃষ্ঠা ও N, Ahmad : *An Economic Geography of East Pakistan,* পৃষ্ঠা ৬।

www.pathagar.com

পর্যন্ত প্রথমে বাংলার দেওয়ান ও পরে দেওয়ান ও সুবাদার ছিলেন এবং ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন। ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তরের কারণ সমূহের মধ্যে একটি ছিল—প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য মুর্শিদাবাদের সঙ্গে তুলনায় ঢাকা কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল না এবং মগ ও পর্তুগীজ জল দস্যুদের অত্যাচার কমে যাওয়ায় প্রশাসনিক ও সামরিক দিক থেকে ঢাকার গুরুত্ব অনেক কমে যায়।[৩] মুর্শিদ কুলি খান তাঁর সাথে ঢাকা থেকে সমস্ত উচ্চ পদস্থ রাজস্ব কর্মচারী এবং সম্পদশালী ব্যবসায়ী ও ব্যাংকার-দের নিয়ে যান এবং তাঁরা মুর্শিদাবাদে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। বহু সংখ্যক প্রশাসনিক কর্মচারী, অফিসার, কেরানী, পিয়ন ও অন্যান্য সহকারীসহ সেক্রেটারিয়েট স্থানান্তর পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রাজধানী পরিবর্তন ভূম্যধিকারী, ব্যবসায়ী ও রাজধানীর উপর নির্ভরশীল সব শ্রেণীকে এ অঞ্চল থেকে মুর্শিদাবাদ মুখী করে তোলে। ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে কলকাতায় রাজধানী স্থাপন ও পরবর্তীকালে কলকাতা কেন্দ্রিক অগ্রগতি হওয়ায় বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলি অধিকতর অবহেলিত হতে থাকে।[৪]

পূর্ব বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল দুর্বল, অদক্ষ এবং স্বাভাবিকভাবেই কার্যকর ও সক্রিয় ছিলনা। জন কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্যে যে অর্থ এ এলাকায় ব্যয় করা হতো তা ছিল বাস্তব প্রয়োজন অপেক্ষা নিতান্তই অপ্রতুল। এমনকি এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান সমস্যাকেও উপেক্ষা করা হতো—শিক্ষা ছিল অবহেলিত ; যোগাযোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থা অনুন্নত। কৃষকরা সাধারণতঃ কলকাতায় বসবাসকারী জমিদারদের এজেন্ট ও কর্মচারীদের হাতে অত্যাচারিত হত। ব্যবসায় বাণিজ্যের দিক থেকেও এ অঞ্চল দারুনভাবে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম বন্দরের কোন

---

৩. A. Karim ; *Dacca the Mughal Capital.*

৪. K. M. Mohsin : *A Bengal District in Transition : Murshidabad* 1765-93.

www.pathagar.com

উন্নতি না হওয়ার ফলে পূর্ব-বংলার বড় বড় নদীগুলোকে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের জন্য যথাযথ ব্যবহার করা হয়নি। অথচ গঙ্গা অববাহিকার সঙ্গে উত্তর ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য এবং কলকাতার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমের পশ্চাদভূমির যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।[৫] অচিরেই বৃহত্তর কলকাতা ওয়ারেণ হেস্টিংসের প্রত্যাশা অনুযায়ী উপ-মহাদেশে বৃটিশ সংস্কৃতি, আর্থিক ও সামাজিক প্রভাব বিস্তারের জন্য একটি অগ্রভূমিতে পরিণত হয়।[৬] নূতন প্রশাসন ব্যবস্থায় যারা সবচেয়ে বেশী লাভবান হন তাঁরা হচ্ছেন কলকাতার ব্যবসায়ী মহল এবং অধিকাংশই ইংরেজ কোম্পানীর সমর্থনপুষ্ট। বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের শুরু থেকেই এরা নতুন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং যাবতীয় সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে তাঁদেরকে একটি অধিক প্রভাবশালী গ্রুপ হিসাবে গণ্য করা হয়।[৭]

একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সৃষ্টি করে ক্রমবর্দ্ধমান হিন্দু প্রভাব ক্ষুন্ন করার প্রচেষ্টা সরকারের প্রাথমিক পরিকল্পনায় না থাকলেও এরূপ মনোভাব কেউ কেউ ব্যক্ত করেছেন এতে সন্দেহ নাই।[৮] ভাইসরয় নিজেও বাংলা, আসাম ও সেন্ট্রাল প্রদেশ সমূহের সীমাকে প্রাচীন, অযৌক্তিক এবং অদক্ষতাপ্রসূত বলে মনে করতেন এবং প্রাদেশিক এবং সীমানা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে নিজেকে বেশ কিছুদিন ব্যস্ত রাখেন। ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে তিনি জর্জ হ্যামিলটনের নিকট লিখেন

---

৫. পূর্ব-বাংলা অঞ্চলের অবহেলা সম্পর্কে A. R. Mallick : "The Muslim and the Partition of Bengal". *History of Freedom Movement*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ১১-১২।

৬. *Committee of Circuit Proceedings* (১৭৭৩) পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫।

৭. J. Long : *Adam's Report on Vernacular Education in Bengal, Behar* (1835 ; 1836 and 1838), পৃষ্ঠা ৯২।

৮. S. Sarkar : *The Swadeshi Movement in Bengal*, 1903-1908 পৃষ্ঠা ১৪-১৮।

www.pathagar.com

যে, চট্টগ্রামকে কি বাংলার সাথে যুক্ত রাখা উচিত না আমরা আসামকে সমুদ্রের সাথে যোগাযোগের একটি উপায় করে দেব? উড়িষ্যার প্রশাসন কি কলকাতা থেকেই পরিচালনা করা উত্তম? গাঞ্জাম কি মাদ্রাজের সঙ্গেই থাকবে?[৯] এ সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে লর্ড কার্জন প্রদেশ গুলোর সীমা সংক্রান্ত সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে চেয়েছিলেন।

১৮৯৬ সালে আসামের চীফ কমিশনার উইলিয়ম ওয়ার্ড ময়মনসিংহ ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলা সমূহকে আসামের নিকট হস্তান্তর করার পরামর্শ দেন।[১০] তিনি যুক্তি দেখান যে এ ব্যবস্থা আসামে একটি পুর্নাঙ্গ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং নূতন সরকার অবহেলিত এলাকা সমূহের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরী হেনরী কটন এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করেন। ফলে ১৮৯৭ সালে সাময়িকভাবে দক্ষিণ লুসাই পার্বত্য অঞ্চল আসামের সাথে জুড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[১১]

ঢাকা ও চট্টগ্রামের জনসাধারণ একটি অপেক্ষাকৃত উন্নত এলাকা পশ্চাদপদ আসামের নিকট হস্তান্তরের প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। কারণ তাঁরা অনুভব করেন, এ ব্যবস্থার ফলে তাঁরা কলকতার প্রশাসন ব্যবস্থা, রাজস্ববোর্ড ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।[১২] জন সাধারণের বিরোধীতার জন্যে সরকারী সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু ১৯০১ সালে সরকার যখন উড়িষ্যাবাসী জনগণকে একটি প্রশাসন ব্যবস্থার অধীন একত্র করার বিষয়টি চিন্তা করেন তখন চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার পুরোনো প্রস্তাবটি সরকারের সমর্থন লাভ করে।

---

৯. উদ্ধৃতি S. Ahmad : *Muslim Community in Bengal* 1884-1912, পৃষ্ঠা ২৩২।

১০. S. Sarkar : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯।

১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০।

১২. A. R, Mallick : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮।

www.pathagar.com

বাংলা বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাঞ্চলীয় জেলা সমূহের জনসাধারন একে সারা বাংলার উন্নয়নের পক্ষে এবং তাঁরা যে সব গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ও সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন তার জন্যে 'মারাত্মক ক্ষতিকর' বলে ভাইসরয়ের নিকট এক স্মারকলিপিতে এ প্রস্তাবের নিন্দা করেন।[১৩] ঢাকা ও চট্টগ্রামের অধিবাসীগণ যুক্তি পেশ করে যে প্রস্তাবিত প্রশাসনিক কাঠামো তাদেরকে একটি উন্নত সমাজ ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একে বাংলার ঐক্য দুর্বল করার একটি প্রতারনামূলক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করে।

১৯০৪ সালের প্রথম দিকে লর্ড কার্জন পূর্ব বাংলার জেলা সমূহের এলাকা পরিবর্তন সংক্রান্ত পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক আলোচনা এবং সম্ভবতঃ এর পক্ষে জন সমর্থন আদায় করার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলা পরিদর্শনে আসেন। বিভিন্ন জায়গায় প্রদত্ত স্মারকলিপিতে উল্লিখিত জন সাধারনের আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী লর্ড কার্জন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে ঘোষণা করেন যে একজন লেফটেনেন্ট গভর্ণরের অধীনে পূর্ব বাংলাকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশে পরিণত করাই সরকারের ইচ্ছা।[১৪] তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার জনসাধারনের সমর্থন প্রয়োজন ছিল এবং এজন্য নূতন ব্যবস্থাধীনে তাঁদের উন্নততর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তুলে ধরেন।[১৫] এরপর এক বৎসরের মধ্যেই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয় এবং ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তা কার্যকর করা হয়। তিন কোটি দশ লক্ষ জন সংখ্যা এবং ১,৮৬, ৫৪০ বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। বাংলা, তার হিন্দী ভাষী পাঁচটি রাজ্য সেন্ট্রাল প্রদেশের নিকট হস্তান্তর করে এবং উড়িয়া ভাষী পাঁচটি

---

১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩।

১৪. S. Sarkar : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১।

১৫. P. Mukhejee : *All About Partition* (1905), পৃষ্ঠা ৪৯।

www.pathagar.com

রাজ্য ও সম্বলপুর লাভ করে—পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ জন সংখ্যার মধ্যে শতকরা আঠাত্তর জন হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত।[১৬]

নূতন ব্যবস্থাধীনে পশ্চাৎপদ এলাকা সমূহ উন্নত পশ্চিম বাংলা হতে পৃথক করা হয় এবং আশা করা হয় যে এখন থেকে এ এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এ এলাকা যখন মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশ আকারে চূড়ান্তরূপ লাভ করে তখন মুসলমান জনসাধারন স্বাভাবিক ভাবেই একে সমর্থন করে। তাঁরা মনে করেন এ ব্যবস্থায় নূতন প্রদেশের মুসলমানরা অধিকতর সুযোগ সুবিধা এবং প্রশাসনে বৃহত্তর অংশ লাভ করবে। অবশ্য কয়েকজন মুসলমান নেতা ও সমাজকর্মী বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতা করেন কিন্তু সাধারন ভাবে মুসলমানরা একে স্বাগত জানায়। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্রভাবশালী নেতা ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ মন্তব্য করেন যে, এ বিভাগ মুসলমানদের নিষ্ক্রিয় অবস্থা থেকে জাগিয়ে তুলেছে, "সংগ্রাম ও কাজের" দিকে তাদের শক্তিকে গতিশীল করেছে এবং বাংলার ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনাকারীরূপে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশকে তিনি অভিনন্দন জানান।[১৭] পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ সৃষ্টির প্রতি কলকাতার মুসলমানদের সমর্থন তৎপর্যপূর্ণ। এ সমর্থন পূর্ব-বাংলা ও আসামের পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁদের আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ। তাই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রাজনৈতিক সভা ও আন্দোলন তাঁরা পরিহার করে চলে এবং এতে সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রকাশ পায়। মুসলমানদের এ ভূমিকার প্রতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুসলিম সংস্থা কলিকাতা মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটিও ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন সমর্থন দান করে। 'মোসলেম ক্রনিকল' পত্রিকা এক বৎসর পূর্বে এ বিভাগের বিরোধিতা করে থাকলেও

---

১৬ ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য A. R. Mallick : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬।

www.pathagar.com

পরিশেষে স্বাগত জানায়।[১৮] অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নওয়াব সলিমুল্লাহর ভাই আতিকুল্লাহ ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। ১৯০৬ সালে কলকাতার কংগ্রেস সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা করেন এবং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তবে সম্ভবতঃ তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর প্রতিবাদের তীব্রতা কমে আসে। প্রথমদিকে তাঁর এরূপ বিরোধীতার কারন খুজে পাওয়া কঠিন নয়– পারিবারিক বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভাই সলিমুল্লাহর সাথে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত বিরোধ ও কলহ এবং এ জন্যে সলিমুল্লাহকে সমর্থন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।[১৯]

অপর পক্ষে বাংলার হিন্দু নেতাদের সমর্থন পেয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গ এবং মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃত্ব করবে এমন একটি প্রদেশ গঠনের বিরোধীতা করে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রাসবিহারী ঘোষ এবং অম্বিকাচরন মজুমদার প্রমুখ খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন এবং বিভাগের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন। কংগ্রেসের এ আন্দোলন বাংলার হিন্দু জন সাধারন সমর্থন করেন – করেনি একমাত্র তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসী (scheduled caste), যাদের ছিল বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে তীব্র আর্থিক ও সামাজিক ক্ষোভ। হিন্দু মনোভাব স্বাভাবিক ভাবেই মুসলমানদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। সরকারের পক্ষ থেকে এ বিভাগকে যখন একটি 'মীমাংসিত বিষয়' (settled fact) বলে ঘোষনা করা হয় তখন নূতন প্রদেশের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধীতা স্বভাবতঃই মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষে পরিণত হয়।

পক্ষান্তরে, নূতন প্রদেশ মুসলমানদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে। মুঘল রাজধানী ঢাকা, এর লুপ্ত গৌরব ফিরে পায় এবং দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। প্রতিক্ষেত্রেই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়

---

১৮. *The Moslem Chronicle*, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৫, পৃষ্ঠা ৩৬১।

১৯. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা জন্য S. Ahmad : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৬।

www.pathagar.com

বিশেষ করে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[২০] এ প্রদেশের প্রথম লেফটেনেন্ট গভর্ণর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার সচেতন ছিলেন যে মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর এবং সরকারী চাকুরীতে তাদের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। অতএব নূতন প্রদেশের উন্নয়নের প্রতি তিনি বিশেষ যত্নবান হন। তদনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন ও আভ্যন্তরীন নৌপথ ও সড়ক পথের উন্নতি সাধনের জন্য এক বৎসরের মধ্যে বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রদেশের সামুদ্রিক বানিজ্যের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি সাধন করা হয়। আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বানিজ্যের উন্নতিসাধন স্থানীয় বনিক ও বানিজ্যিক পন্যের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নৌ পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। গ্রামের সংগে শহর এবং বানিজ্য কেন্দ্রের সংযোগের জন্য পুরাতন রাস্তা সমূহের সংস্কার এবং নূতন নূতন রাস্তা নির্মানের পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়।[২১]

মুসলমানদের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং সর্বক্ষেত্রেই সংস্কার সাধণ করা হয়। মুসলমান ছাত্রদের জন্য সরকারের মঞ্জুরীকৃত বৃত্তির পরিমাণ বাড়ানো হয়—এতে অল্পকালের মধ্যেই স্কুল কলেজের ছাত্র সংখ্যা বেড়ে যায় এবং বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টির জন্যও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য অতিরিক্ত পদক্ষেপ হিসাবে বেশী সংখ্যক মুসলমান শিক্ষক ও স্কুল পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়।[২২] আশা করা হয় এরা নিজ স্বার্থেই সরকারী নীতি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবে এবং এদেশ ব্যাপী সকলকে শিক্ষার প্রতি অনুরাগী হতে

---

২০. Bradley Birt: *Romance of an Eastern Capital*, পৃষ্ঠা ২১-২২ ও A. H. Dani : *Dacca* (1956), ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা।

২১. নূতন প্রদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে S. Ahmad : পূর্বোক্ত, ৩৯৯-৪১০ পৃষ্ঠা।

২২. উদ্ধৃতি S. Ahmad পূর্বোক্ত, ৩৯৯ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

উৎসাহিত করবেন। এ দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারনে মুসলমানরাই বেশী সুবিধা ভোগ করে এবং তাঁদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনাসমূহও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তাই ১৯১২ সালে লর্ড কার্জন তাঁর এ অবদানের জন্য গর্ব অনুভব করেন যে "নূতন প্রদেশ শিক্ষা, প্রশাসন এবং উন্নতির প্রতি-ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সাধন করেছে।"

মাত্র ছয় বৎসর অসম্ভব কিছু সাধন করার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ সময় নয় কিন্তু এ অল্প সময়েই যা কিছু করা সম্ভব এবং যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এতেই নূতন প্রদেশ সৃষ্টির যৌক্তিকতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।[২৩] তাছাড়া এটা এ ইংগিতও বহণ করে যে একটা পশ্চাৎপদ অঞ্চলে সরকারী উদ্যোগে কতখানী উন্নয়ন সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে আরো অগ্রগতি সম্ভব হত যদি এ বিভাগ বিলুপ্তির জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা না হতো।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলা বিভাগে হিন্দু সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলন শুরু করে যা অচিরেই 'বয়কট' আন্দোলনে রূপ লাভ করে। প্রাচীন শিল্প কারখানা ও হস্তচালিত শিল্প সমূহ পুণপ্রচলন করার উদ্দেশ্যে একটি অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও স্বদেশী আন্দোলন বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক রূপ ধারন করে। স্বদেশী আন্দোলন ও বৃটিশ পণ্যবর্জন সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে মুসলমানদের জন্য কোন আন্তরিক অনুভূতির ফলশ্রুতি ছিলনা বা তা তাদের স্বার্থ মুক্তও নয়। এ বিভাগের ফলে কলকাতার পেশাগত ও শিক্ষিত শ্রেণীর যে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল এবং বিরোধীতার ক্ষেত্রে তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে প্রতিবাদ

---

২৩. M. K. Molla তার PhD. thesis এ—*New Province of East Bengal and Assam* (University of London 1966) নূতন প্রদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

www.pathagar.com

মুখর। বাংলা বিভাগের প্রথমবর্ষ পূর্তি দিবসকে তাঁরা 'জাতীয় শোক দিবস' হিসাবে পালন করেন।[২৪]

অপর দিকে ফুলার হিন্দু নেতাদের তীব্রতম আক্রমনের শিকার হলেন। সরকারী সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রমানের জন্য তাঁদের দৃঢ় প্রচেষ্টার জন্য তিনি তাঁদের চক্ষুশুলে পরিণত হন। এরূপ প্রতিকুল অবস্থার মুখে ফুলারকে পদত্যাগ করতে হয়। আন্দোলনের সংকটাপন্ন মুহূর্তে তাঁর পদত্যাগের অর্থ ছিল আন্দোলনকারীদের জয় এবং সরকারের নতি স্বীকার। ফুলারের পদত্যাগের সরকারী সিদ্ধান্তে মুসলমানরা বিস্মিত হন এবং একে রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব-প্রসূত বলে অভিহিত করেন। মুসলমানরাও একই ভাবে বাংলা বিভাগকে সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং তাঁরা বঙ্গভঙ্গের দিনটি বিরাট উৎসব ও আনন্দের সাথে উদযাপণ করেন। তবুও ফুলারের পদত্যাগ এবং হিন্দুদের ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে উপমহাদেশের মুসলমানগণ সতর্ক হয়ে যান এবং বাংলা বিভাগের প্রতি কংগ্রেসের হুমকি মোকাবেলা করার জন্য ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁদের নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—নিখিল ভারত মুসলিমলীগ গঠন করেন। মুসলিমলীগ গঠনের আরো গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু বাংলা বিভাগের প্রতি এর সমর্থন ছিল প্রত্যক্ষ এবং সুদৃঢ়। এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ঘোষনা করা হয় "এই বিভাগ নূতন প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনসাধারনের পক্ষে অবশ্যই উপকারী প্রমাণিত হবে এবং আন্দোলনের সমস্ত পন্থা যথা 'বয়কট' কঠোরভাবে নিন্দা ও দমন করতে হবে।[২৫]

জন মর্লে ভারত সচিব নিয়োজিত হওয়ায় কংগ্রেস নেতাগণ আশা করেছিলেন যে বাংলা বিভাগ রদ করা হবে। কিন্তু তাঁদের চরম হতাশার মুখে ঘোষনা করা হয় এ বিভাগ একটি 'মীমাংসিত' বিষয়। সুতরাং হিন্দু নেতাগণ তাঁদের আন্দোলন পুনরায় শুরু করেন এবং একে

---

২৪. N. C. Chaudhuri : *An Autobiography of an Unknown Indian*, পৃষ্ঠা ২১৯।

২৫. উদ্ধৃতি S. Ahmad : পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৮৩।

www.pathagar.com

তীব্রতম রূপদান করেন। বাংলা বিভাগ বাতিল ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এতে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে এবং পূর্ব বাংলার কয়েকটি জেলায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শুরু হয়। পাঁচ বৎসরের সংগ্রাম অবশেষে বাঞ্ছিত ফল লাভ করে। ভারত সরকার আন্দোলনের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন এবং নতুন প্রদেশের বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লীর দরবার সম্রাট পঞ্চম জর্জ বাংলা বিভাগের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।

পূর্ব বাংলা আসাম প্রদেশ বাতিল করা হয়। এতে হিন্দু-মুসলমান, এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের কারণ দৃঢ়তর হয়। সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও বাংলা বিভাগ ও নূতন প্রদেশের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও শ্রেণী প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বলে মুসলমানগণ অভিযোগ করেন। আম্বেদকর বলেন ; "সারা বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম এবং এমন কি যুক্ত প্রদেশ পর্যন্ত ছিল বাংলার হিন্দুদের চারণভূমি। এ সবগুলো প্রদেশের সিভিল সার্ভিসই তাঁরা দখল করে নিয়েছিল। বাংলা বিভাগের অর্থ ছিল এ চারনভূমি হ্রাস করণ। বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে হিন্দুদের এই বিরোধীতার মুখ্য কারণ হচ্ছে পূর্ব বাংলার বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে তাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণে বাধা দেয়া।"[২৬] এন, সি, চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন ; "বাংলা বিভাগ হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে একটি স্থায়ী বিরোধের কারণ রেখে যায় এবং মুসলমানদের প্রতি একটি চরম ঘৃণা আমাদের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করে ; ফলে বন্ধুত্বের সর্বপ্রকার অন্তরঙ্গতা দূরীভূত হয়। স্কুল, রাস্তাঘাট এবং হাট বাজারের সর্বত্রই এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে, কিন্তু সর্বোপরি মানুষের মনের মধ্যে তা স্থায়ী চিত্র রেখে যায়।"[২৭]

---

২৬. B. R. Ambedker : *Pakistan or Partition of India*, পৃষ্ঠা ১১।

২৭. N. C. Chowdhuri : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯।

www.pathagar.com

এমনকি বঙ্গভঙ্গ রদ করার পরে লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক প্রতিশ্রুত পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও বিরোধীতা করেন কলকাতায় বসবাসকারী হিন্দু অধিবাসীগণ। আশা করা হয়েছিল নূতন প্রদেশে ছয় বৎসরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় এ অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখবে। কলকাতার হিন্দু নেতাগণ ভাইসরয়কে বুঝানোর চেষ্টা করেছিলেন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়টি মুসলমান কৃষক-কুলের কোন কাজে আসবে না।[২৮] অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কোন ক্রমেই একটি নূতন প্রদেশের বিকল্প ব্যবস্থার সমতুল্য ছিল না। মুসলমানগণ তাঁদের স্বার্থের প্রতি সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধীতার কথা ভুলতে পারেনি। তাঁরা বুঝতে সক্ষম হন যে একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় এবং অপরদিকে বিদেশী শাসকশ্রেণী—এ দুই শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের ন্যায় সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ কেবলমাত্র তীব্র সংগ্রামের মাধ্যমেই সম্ভব। আস্তে আস্তে সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়—পরিশেষে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভাগ ও দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাময়িকভাবে এর পরিসমাপ্ত ঘটে।

---

২৮. S. Ahmed, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা, ৩৩১-২।

www.pathagar.com

১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ ঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ

এমাজউদ্দীন আহমদ

১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগের মূল উদ্দেশ্য বিভিন্নভাবে নির্দেশিত হয়েছে আর এর গুরুত্ব সম্পর্কেও ভিন্নমুখী ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কারো মতে বঙ্গ বিভাগ ছিল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের "গভীর প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি স্বরূপ"। কেউ বা বলেন, ভারতে ওটাই ছিল কার্জনের সবচেয়ে ত্রুটিপূর্ণ পদক্ষেপ। কেউ কেউ বলেছেন, ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ এ অঞ্চলে জাতীয়তাবাদকে উজ্জীবিত করতে সহায়তা করেছে সর্বাধিক। কারো মতে, বঙ্গ বিভাগই ভারতে জাতীয়তাবাদের সরল পথটি রুদ্ধ ক'রে দ্বিজাতি তথা বহু-জাতি তত্ত্বের পথ প্রশস্ত করেছে। কেউ বা বলেছেন, বঙ্গ বিভাগ ছিল নিছক এক প্রশাসনিক পদক্ষেপ। কেউ বা বলেন, ওটা ছিল বৃটিশ রাজের "বিভাগ ক'রে শাসন করার" সুপরিকল্পিত ফন্দি মাত্র। ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগের মৌল উদ্দেশ্য, বিশ্লেষণের কিছু কিছু সার্থক প্রচেষ্টা হয়েছে বটে,[১] কিন্তু এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে আজও তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা হয়নি। সাম্প্রতিক কালে তদানীন্তন ভারত সরকারের গোপন দলিল পত্র ও লর্ড কার্জনের ব্যক্তিগত কাগজ পত্র গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। ফলে বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে। এসব কাগজ পত্রের উপর

১. এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হ'ল—Richard Paul Cronin, *British Policy and Administration in Bengal* 1905-1912 (Calcutta, Firma KLM LTD, 1977); Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal* 1903-1908 (New Delhi : 1973) ; Z. A. Zaidi, The Political Motive in the Partition of Bengal", *Journal of the Pakistan Historical Society*, XII (April 1964) pp 113-149.

www.pathagar.com

ভিত্তি ক'রে ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এ প্রবন্ধে উপস্থাপিত হ'ল। এ প্রবন্ধের মৌল বক্তব্য বঙ্গ বিভাগের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক।[২]

প্রশাসনিক পদক্ষেপ ?

১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগকে প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে চিত্রিত করার প্রচেষ্টা বহুদিনের। লর্ড কার্জনের বহু পূর্বেই বাংলার বিরাট আয়তন ও বিশাল জন সমষ্টি প্রশাসকদের নিকট এক জটিল সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল আর অনেকেই এর সমাধান কল্পে এ প্রদেশের সীমানা পুনর্নিধারনের প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৪-১৯০৪ সালের মধ্যে এবিষয়ে কম পক্ষে সাতবার এ ধরনের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ১৮৫৪ সালে বাংলায় গভর্ণরের (লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরের) পদ সৃষ্টি করার সময় এ আশা পোষণ করা হয় যে, এর ফলে বাংলার প্রশাসন আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষের পর ১৮৬৭ সালে তদন্ত কমিসন যে রিপোর্ট প্রনয়ন করে তাতেও বাংলার বৃহত্তর আয়তন দুর্ভিক্ষ তথা প্রশাসনিক দুর্বলতার অন্যতম কারন হিসেবে চিত্রিত হয়।[৩] বাংলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার উইলিয়াম গ্রে লরেন্সের নিকট লিখিত এক চিঠিতে বলেন:" বর্তমান বাংলা সরকারের মত এমন অস্বাভাবিক ব্যবস্থা

---

২. এ প্রবন্ধ লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে এ বিষয়ে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ। ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগের ফলে পূর্ব বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানরা লাভ করে এক নতুন চেতণা ও অনুভূতি যা ১৯৪৭ সালের বঙ্গ বিভাগকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। অনেকের ধারণা গত শতকের সমাপ্তিপর্বে বৃটিশ রাজ মুসলমানদের মধ্যে অনুগ্রহ বিতরণের এক মনোভাব গ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগকেও তারা এ আলোকে দেখার প্রয়াস পান। এর বাস্তব ভিত্তি কতটুকু সুদৃঢ় ? আসলে বৃটিশ রাজ কি এমন মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন ? এ সব বিষয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

৩. Yule's Minute, July 18, 1867, No. 1, Paras II and III ; Freres Minute. December 2, 1867. Cited in Z. H. Zaidi *op. cit.* P115.

www.pathagar.com

ভারতে আর আছে ব'লে আমি জানি না। ভারতে আয়তনের দিক থেকে বৃহত্তম প্রশাসনিক ব্যবস্থা আর গুরুত্বের দিক থেকে সর্বপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও বাংলা সরকারের কর্মক্ষমতা বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকার অপেক্ষা অনেক কম ও শ্লথ"।[৪]

বাংলার প্রশাসনকে সুদৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে তথ্যসংগ্রহের জন্য ভারত সচিব নর্থকোট ১৮৬৭ সালে ইংলণ্ডে এক বিশেষ কমিটি গঠন করেন ও ভারত সরকারের নিকট থেকে সুপারিশ চেয়ে পাঠান।[৫] এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ আসাম একটি চীফ্ কমিশনারের নিয়ন্ত্রনাধীন প্রদেশে পরিণত হয়। নর্থব্রুকের সুপারিশে ১৮৭৪ সালে শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলা গুলোও আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৬] লুসাই উপজাতীয়দের আক্রমনের মাত্রা তীব্রতর হয়ে উঠলে পূর্ব ভারতে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রন সুদৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে ১৮৯২ সালে আবার বাংলার সীমানা পুনর্নির্ধারনের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গভর্ণর জেনারেল ল্যান্সডাউন লুসাই সমস্যা মোকাবেলার জন্য ১৮৯২ সালে চীন লুসাই অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন আর এ অধিবেশনের সুপারিশক্রমে চট্টগ্রাম জিলা সহ লুসাই অঞ্চলকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৭] এ সিদ্ধান্ত অবশ্য কার্যকরী হয়নি তখন।

---

৪. Grey to Lawrence, July 1867 (John Lawrence Collection, vol. 4913).

৫. Northcote to Lawrence, August 3,1867 (John Lawrence Collection, vol. 28) ; Cranborne to Lawrence January 18, 1867, *Ibid*, Secretary of State to Governor General, January 18,1868, No. 10 P. D, 1868, vol. 11.

৬. Government of India to Government of Bengal, July 30, 1873, No 2494 (India Home Public Proceedings), vol. 815.

৭. The Proceedings of the Government of India in the Foreign Department 1383-E of July 25,1892 ; See also Lansdowne to Cross, January 6, 1892. (The Cross Collection, Eur. E. 243, vol. 32-I.O.L.).

www.pathagar.com

১৮৯৬ সালের জানুয়ারী মাসেও ভারত সরকার ল্যান্সডাউন প্রস্তাবকে বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করেন।[৮] চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ওল্ড-হ্যাম ঐ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে আরও সুপারিশ করেন যে আসাম সহ চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের অংশ বিশেষ নিয়ে পূর্ববাংলা নামে এক নতুন প্রদেশ গঠিত হওয়া দরকার। তাঁর মতে নতুন প্রদেশের রাজধানী হওয়ায় উচিত চট্টগ্রাম অথবা ঢাকা।[৯] ১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাসে আসামের চীফ্ কমিশনার স্যার উইলিয়াম ওয়ার্ড আসামের সাথে চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার সংযুক্তিকরনের প্রস্তাব দেন।[১০] ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রিল লুসাই অঞ্চল আসামের সাথে সংযুক্ত হয়।[১১] সুতরাং প্রশাসনিক পদক্ষেপের পক্ষে বলা যায়, বাংলার সীমানা পুনর্নির্ধারনের ব্যাপারটি ১৮৬৭ সালের পর থেকে বিভিন্ন ভাবে আলোচিত ও বিবেচিত হয়ে এসেছে।

তাছাড়া, যেসব বৃটিশ প্রশাসক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগের সাথে জড়িত ছিলেন তারাও এ পরিকল্পনাকে প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। স্যার হেনরী কটন ১৯০৫ সালের ১১ই জানুয়ারী বলেছিলেন, বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনাটি "রোমানদের বৃহস্পতির ললাট থেকে যেভাবে মিনার্ভার জন্ম হয়েছিল" তেমন কোন অকস্মাৎ গজিয়ে ওঠা ব্যাপার ছিল না আর তা কার্জনের খেয়াল খুশীমত বাস্তবায়িতও হয়নি। তার মতে, ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ ছিল বহু দিনের আলোচনা-পর্যালোচনার ফলশ্রুতি স্বরূপ। সদ্য অধিকৃত বেরার

---

৮. Government of India to Government of Bengal, January 18, 1896, Nos 85-86 (India Home Public Proceedings, vol. 4958).

৯. Commissioner of Chittagong Division to Government of Bengal, February 7, 1896, No 722 P. L 1897, vol. 24.

১০. Chief Commissioner of Assam to Government of India, November 25, 1896, No 583, Paras 17-19.

১১. Governor General to Secretary of State, September 21, 18-99, No 178, Para I.

www.pathagar.com

প্রদেশের সংযুক্তিকরনকে কেন্দ্র ক'রেই কার্জন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন।[১২] লোভাট ফ্রেজার আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, মূলতঃ বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা কার্জনের সৃষ্টিই নয়। সম্বলপুরের সরকারী ভাষা হিন্দির পরিবর্তে উড়িয়া হওয়া উচিত—মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার এন্‌ড্রু ফ্রেজারের ঐ সুপারিশের পরিনতিই হল বঙ্গ বিভাগ।[১৩] ১৮৯৫ সালের সম্বলপুরে সরকারী ভাষারূপে হিন্দি স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় অনেক জটিলতা। ফ্রেজার এ অঞ্চলে উড়িয়া ভাষা পুনঃ প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। তিনি আরও বলেন, এ জেলাটি উড়িষ্যার সাথে সংযুক্ত হওয়ার দরকার অথবা উড়িষ্যা বিভাগটি মধ্য প্রদেশের সাথে সংযুক্ত হওয়া দরকার।[১৪] কার্যত ফ্রেজারের এ সুপারিশের ফলেই সম্বলপুরে সরকারী ভাষারূপে উড়িয়া পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ফ্রেজারের এ প্রস্তাবই পরবর্তী ১৪ মাস ধ'রে রিভাজ, ফুলার, হিউয়েট, ইবেৎসন ও ফিনলে প্রমুখ বৃটিশ প্রশাসকরা আলোচনা করেছেন।[১৫] নথিপত্রে এসব কর্মকর্তাদের প্রতিবেদন দেখেই ১৯০২ সালের ২৪শে মে কার্জন বিভাগীয় দীর্ঘসূত্রিতা সম্পর্কে তার বহুল উদ্ধৃত মন্তব্যটি লিপিবদ্ধ করেন। তিনি লিখেছিলেন: "দীর্ঘ চৌদ্দ মাসের মধ্যে বিভাগের কোন একজন কর্মকর্তাও এ বিষয়টি [আমার নিকট] উল্লেখ করেননি বা উল্লেখ করা যে প্রয়োজন তা কেউ বলেননি। ফাইলটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধীরস্থির

১২. *Sir Henry Cotton's Speech*, January 11, 1905 Tract No. 1037, Appendix B, P 12, India Office Libray.

১৩. Lovat Fraser, *India Under Curzon and After* (London : 1911), P 377.

১৪. *Fraser's Note*, October 5, 1901, No. 9701 (India Home Proceedings vol. 6355, p 245 of July 19 2).

১৫. রিভাজ ছিলেন পাঞ্জাবের গভর্ণর আর ফুলার ছিলেন কৃষি রাজস্ব বিভাগের সচিব। হিউয়েট ছিলেন স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব ও ফিন্‌লে ছিলেন অর্থ ও বাণিজ্য বিভাগীয় সচিব। ল' ও ইবেৎসন ছিলেন গভর্ণর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদের সদস্য।

www.pathagar.com

অথচ নিশ্চিত গতিতে পৃথিবীর আহ্নিক গতির মত পরিভ্রমণ করেছে। যথাসময়ে কক্ষপথে তার ভ্রমণ শেষ হয়েছে আর সমাপ্তি পর্বে আনুষ্ঠানিক ভাবে এর সমাপ্তি ঘোষনার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।"[১৬]

১৯০৩ সালের ১লা জুনের প্রতিবেদনে কার্জন মধ্য প্রদেশ ও মাদ্রাজের উড়িষ্যা ভাষাভাষি অঞ্চলগুলোর সংযুক্তিকরনের প্রস্তাব করেন।[১৭] তবে তিনি এটাও উল্লেখ করেন যে, বাংলা থেকে শুধু ছোট নাগপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগকে বিছিন্ন করলেই চলবে না। এতে বাংলার জন্যও তেমন কোন সুবিধা হবে না, অন্যদিকে আসামেও স্বতন্ত্র প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুবিধা হবে না।[১৮] তাই তিনি ফ্রেজার ও ইবেৎসনের সুপারিশ গ্রহণ করেন আর চট্টগ্রাম সহ ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলাকেও আসামের সাথে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১৯] অরুণ্ডেল ছাড়া নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যই এ প্রস্তাবের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯০৩ সালের ১০ই জুলাই কার্জনের এ পরিকল্পনা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় আর প্রাদেশিক সরকার ও ভারত সচিবের নিকট এ পরিকল্পনার কাঠামো প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর খসড়া তৈরী করেন রিজলী। কার্জন এ খসড়া দেখার পর ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভারত সরকার ও বাংলা সরকারের নিকট তা প্রেরণ করেন। ১৯০৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তা ভারতীয় গেজেটে প্রকাশিত হয়।[২০] এ পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট এলাকা সহ সম্বলপুর, গাঞ্জাম ও ভিজাগাপত্তম এজেন্সি বাংলার সাথে, চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলা আসামের সাথে ও ছোট নাগপুর মধ্যে প্রদেশের সাথে সংযুক্ত হবার কথা ছিল।

---

১৬. *Curzon's Minute*, May 24, 1902 (N. T. C. I., Curzon Papers, vol. 247, pp 3-4).

১৭. Curzon's Minute, June 1, 1903, Para 47.

১৮. *Ibid*, Para 36.

১৯. *Ibid*, Para 47-47.

২০. Government of India to Government of Bengal, December 8, 1903, No. 3678, P. L. 1903, vol. 31, Para 28.

www.pathagar.com

বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সংঘসমিতি এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠে আর সমগ্র দেশে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। বিভিন্ন স্তরে যখন প্রতিবাদ চরম হয়ে ওঠে তখনও ইবেৎসন বলেন, বিভিন্ন সংস্থা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা প্রশাসনিক স্বার্থ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।[২১] সর্ব প্রকার প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে তিনি এ পরিকল্পনায় কার্জনকে অটল থাকার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি বলেন ঃ "বাংলার [প্রশাসনিক] স্বার্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর আসামের জন্য তা আরও গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হয়, প্রশাসনিক প্রয়োজনে [সকল স্তরের] বিরোধিতা সত্ত্বেও এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়া উচিত।"[২২] এর পূর্বে ব্রডরিকও কার্জনের নিকট বঙ্গ বিভাগ সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দান করেন।[২৩] ব্রডরিকের লিপির উত্তরে কার্জন যা বলেন তাতেও প্রশাসনিক স্বার্থ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কার্জন তার ১৭ই ফেব্রুয়ারীর লিপিতে লেখেন ঃ "যে কোন ব্যক্তির [প্রশাসকের] পক্ষে বাংলার [প্রশাসন পরিচালনা] এক অসম্ভব ব্যাপার। [এ অবস্থায়] প্রশাসন যে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার তা অনুধাবনের জন্য শুধু তাকে জেলায় যেতে হবে।"[২৪]

এ পরিকল্পনার পর যখন কার্জন পূর্ব বাংলার "গণ সংযোগ" পরিভ্রমণে বের হন তখন তিনি অনুভব করেন যে পরিকল্পনা অনুযায়ী বঙ্গ বিভাগ সম্পন্ন হ'লে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তেমন সুবিধা হবে না। তাই তিনি আরও ব্যাপক ভাবে বঙ্গ বিভাগের কথা ভাবার অবকাশ পান। তবে ১৯০৪ সালের এপ্রিলে ইংলণ্ড যাত্রার পূর্বে প্রাদেশিক সরকারগুলোর নিকট থেকে এ বিষয়ে বিস্তৃত রিপোর্ট লাভ না করায়

---

২১. Ibetson's Note, February 7, 1904 (Public-A Proceeding's, C. P vol. 47, Para 1-3).

২২. *Ibid* Para 7.

২৩. Broderick to Curzon, January 29, 1904, (Curzon Papers vol. 163.)

২৪. Curzon to Broderick, Febrary 17, 1904, *Ibid.*

www.pathagar.com

তিনি তার অনুপস্থিতিতেই এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হবে ব'লে আশা করেছিলেন।[২৫]

এ সময়ে ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার স্যাভেজও লিখেছিলেন যে, বাংলা বিভাগ করে পূর্বে বাংলা প্রদেশ এমন ভাবে সংগঠণ করা উচিত যাতে এ প্রদেশে একটা ব্যবস্থাপক পরিষদ গঠন করা সম্ভব হয়।[২৬] তাছাড়া, শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা আর ময়মনসিংহ জেলা আসামের সাথে সংযুক্ত না করে সমগ্র চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ আসামের সাথে সংযুক্ত হ'লে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বাংলা সরকার কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ দেন।[২৭] এ প্রেক্ষিতে ফ্রেজার এপ্রিলে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাও উল্লেখযোগ্য। তিনিও সমগ্র চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ সংযুক্ত করার পরামর্শ দেন।[২৮] কার্জন অবশ্য তাতেও খুশী হননি। তিনি ঐ দু'বিভাগের সাথে পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলাও যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত, বাংলা সরকার সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করেন ১৯০৪ সালের ২২শে এপ্রিল।[২৯] এ প্রস্তাবও তৈরী হয়েছিল তথাকথিত প্রশাসনিক স্বার্থে।

কার্জন ৩০শে এপ্রিল ইংলণ্ডে গমন করেন আর গভর্ণর জেনারেল হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন অ্যাম্পট্‌হিল। অ্যাম্পট্‌হিলের আমলেই বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা চূড়ান্তরূপ গ্রহণ করে। ১৯০৪ সালের এপ্রিল ও ১৯০৫ সালের জানুয়ারীর মধ্যে এ পরিকল্পনা আবার বিশদভাবে আলোচিত হয়। অ্যাম্পট্‌হিল রিজলীর পরামর্শ গ্রহণ করেন। রিজলী বলেন, ফ্রেজারের প্রস্তাব মূল প্রস্তাব থেকে উন্নততর, তবে বাংলার প্রশাসনিক স্বার্থে শুধু চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ নয়, বরং দার্জিলিং

---

২৫. Curzon's Note, March 13, 1904.

২৬. Savage's Letter, Februay 1, 1 04, Para II.

২৭. Government of Bengal to Government of India, April 22,, 1904 No. 2556 J.

২৮. Fraser to Curzon, April 16, 1904.

২৯. Government of Bengal to Government of India, *op. cit.*

www.pathagar.com

ব্যতীত সমগ্র রাজশাহী বিভাগ ও মালদা জেলা আসামের সাথে সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন।[৩০] এ পরিকল্পনা সম্পর্কে বাংলা সরকার, আসাম সরকার ও অ্যাম্পট্‌হিল ঐক্যমতে উপনীত হন।[৩১] অবশেষে রিজলী ১৯০৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর বঙ্গ বিভাগের সমাপনী প্রতিবেদন তৈরী করেন আর প্রতিবেদনে বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনার প্রশাসনিক দিকই প্রাধান্য লাভ করে। ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কার্জন ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে রিজলীর প্রস্তাব গ্রহণ করেন আর ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সচিবের নিকট তা প্রেরণ করেন এবং সেদিনই তিনি ব্রডরিকের নিকট এ সম্পর্কে লেখেন। এ লিপিতেও প্রশাসনিক স্বার্থের "নিশ্চিত" দিকটি তুলে ধরেন। এ পরিকল্পনার পাঁচটি যুক্তির চারটিই ছিল প্রশাসনিক।[৩২] ইণ্ডিয়া অফিসের স্থায়ী সচিব গডলের নিকট ১৯০৫ সালের ৫ই জানুয়ারীতে লেখা চিঠিতেও তিনি বঙ্গ বিভাগকে "প্রথম শ্রেণীর এক প্রশাসনিক সংস্কার" বলে দাবী করেন।[৩৩]

ইংলণ্ডে এক বিশেষ কমিটি এ পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করে দেখেন আর কমিটির ক'য়কজন সদস্যও এর প্রশাসনিক দিকটির প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। লি-ওয়ার্ণার বাংলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরের দায়িত্ব কিছুটা কমাবার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান আর "সিন্ধুর মত [এ ক্ষেত্রেও] বিকেন্দ্রনের" প্রশংসা করেন।[৩৪] ষ্টুয়ার্ট বেইলীও এ পরিকল্পনাকে

---

৩০. Riseley's Note, September 1, 1904 (Public-A Proceedings, February 1905, Nos 155-167).

৩১. Government of Bengal to Government of India, September 26, 1904, No 2789, Chief Commissioner of Assam to Government of India, September 24, 1904, enclosed 10 (Public Letters 1905).

৩২. Curzon to Brodrick, February 2, 1905 (C. P. vol. 164).

৩৩. Curzon to Godley, January 5, 1905 (Godley Papers) Mss. Eur. F. 102 vol. 102.

৩৪. Lee-Warner's Note, April 12, 1905 (J & P Department, File No 413, vol. 709 of 1905).

www.pathagar.com

"সর্বাপেক্ষা উত্তম" সমাধান বলে চিহ্নিত করেন।[৩৫] ১৯০৫ সালের ৯ই জুন ইণ্ডিয়া অফিস বাংলা বিভাগকে অনুমোদন দান করেন। এর ফলে আসাম, চট্টগ্রাম, ঢাকা, দার্জিলিং ব্যতিত রাজশাহী বিভাগ ও পার্বত্য ত্রিপুরা সমন্বয়ে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়। বাংলার সাথে সংযুক্ত হয় সম্বলপুর উড়িষ্যার পাঁচটি এলাকা আর পাঁচটি হিন্দি ভাষা-ভাষি এলাকা বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মধ্যপ্রদেশের সাথে সংযুক্ত হয়। পূর্ববাংলা ও আসামের জনসংখ্যা হয় প্রায় ৩কোটি ১০ লক্ষ। তার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৮০ লক্ষ আর হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ। বাংলার জনসংখ্যা অবশিষ্ট থাকে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ। তার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ ও হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষ। এ পরিকল্পনা কার্যকরী হয় ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর থেকে।

বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনা পর্যায়েই প্রশাসনিক স্বার্থ শুধু যে বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরা হয়েছিল তাই নয়, ১৯১২ সালের ১লা এপ্রিল বঙ্গ বিভাগ রদ হবার পরও বিভিন্ন মহল তাকে প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ডসভায় বক্তৃতা দান কালে লর্ড কার্জন নিজেই এর উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, বঙ্গ বিভাগের মূল পরিকল্পনা তিনি প্রনয়ন করেন নি। বরং তার বিশ বছর পূর্ব থেকেই এ বিষয়ে আলোচনা চলে আসছিল।[৩৬] ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড শ্যাণ্ডারসন হার্ডিঞ্জের নিকট লিখিত এক লিপিতে বলছেন, 'নতুন ব্যবস্থাটি [বঙ্গ বিভাগ রদ] কার্জন নীতির বিপরীত ছিল না। তাছিল বরং এক বিকল্প, কেননা রাজধানী কলকাতায় থাকা অবস্থায় বাংলার বৃহৎ আয়তন সম্পর্কিত সমস্যার

৩৫. Bayley's Note, March 9, 1906.

৩৬. খালিদ বিন সাইয়িদের মত বিশ্লেষকও ১৯০৫ সালের বঙ্গ-বিভাগকে প্রাশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। Khalid Bin Sayeed, *Pakistan : The Formative Phase* (London : Oxford University, Press, 1968), pp 24-32.

www.pathagar.com

সমাধান কখনই সম্ভব হত না"।[৩৭] লর্ড সভায় কার্জনের বক্তৃতা শুনে কার্জনের নিকট লেখা এক চিঠিতে লর্ড হার্ডিঞ্জ বলেছিলেন : "লর্ড সভায় প্রদত্ত আপনার বক্তৃতা পাঠ করে আমি বিস্মিত হয়েছি এজন্য যে, আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেননি। বঙ্গ বিভাগ পরিবর্তীত হয়নি। [বাংলা] বিভাগ ছিল একটা বিরাট প্রশাসনিক সংস্কার, প্রয়োজনীয় ও যুক্তিসংগত আর এরজন্য কৃতিত্বের একমাত্র দাবীদার আপনিই। ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ এখনও বিদ্যমান। অভিজ্ঞতার আলোকে আমি ও আমার সরকার এর সীমানার কিছুটা পরিবর্তন করেছি মাত্র"।[৩৮] লর্ড স্যাওহার্ষ্টকে লিখিত এক পত্রেও হার্ডিঞ্জ বলেছিলেন : "তিনি [লর্ড কার্জন] ছিলেন বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনাকারী। সে পরিকল্পনা পরিবর্তীত হয়নি, বরং অভিজ্ঞতার আলোকে এর রূপরেখায় কিছুটা পরিবর্তন সাধন হয়েছে মাত্র"।[৩৯] লর্ড কার্জনের নিকট লেখা আর এক লিপিতে লর্ড অ্যাম্পটহিল ১৯১৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী লিখেছিলেন : "দিল্লী ঘোষনার পর সবচেয়ে যা বিস্ময়কর মনে হয়েছে তা হ'ল এ ঘোষনাকে লর্ড কার্জনের নীতির বিপরীত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আসলে ওটা তেমন কিছু নয়। সহজ কথাকে সরল ভাবে বলতে কি, আপনি যে কারণে বাংলাকে দ্বিধা বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন ঠিক সে কারণেই বিভাগ করণের নীতিকে আরও একটু প্রসারিত ক'রে তিনটি প্রদেশ গঠণ করা হয়েছে।[বঙ্গ বিভাগ রদ] শব্দটির জন্য লর্ড ল্যান্সডাউনই দায়ী"।[৪০]

---

৩৭. Lord Sanderson to Lord Hardinge, February 2, 1912 Hardinge Papers, Vol. 12).

৩৮. Hardinge to Curzon, April 21, 1912 (Hardinge Papers, vol. 92).

৩৯. Hardinge to Lord Sandhurst, January 20, 1912 (H. P-vol. 92).

৪০. Ampthill to Lord Curzon, January 15, 1912 (Mss. Eur, III/4344 Curzon Mss)

www.pathagar.com

এ পর্যালোচনা থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগকে একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা অত্যন্ত সহজ আর বিভিন্ন পর্যোলোচকবৃন্দ এভাবেই সমস্যাটিকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আসলে কি তাই? এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি কম গুরুত্বপূর্ণ? ঔপনিবেশিক ভারতে প্রশাসনিক পদক্ষেপের লক্ষ্য কি ছিল? বিংশ শতকের প্রারম্ভে এমন প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবার প্রয়োজন কেন হয়েছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হ'লে বৃটিশ ভারতে প্রশাসনের লক্ষ্য কি ছিল তা অনুধাবণ করা প্রয়োজন আর বিংশ শতকের প্রথম দিকে সে লক্ষ্য অর্জনের পথে কোন ধরণের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়েছিল তাও অনুধাবণ করা প্রয়োজন।

বিশ শতকের প্রথম দিকে বৃটিশ ভারত

কার্জনের শাসনামলেই উনিশশতক সমাপ্ত হয় আর সমাপ্ত হয় ভিক্টোরিয়ার আমল। একটা শতাব্দীর শুরু বা সমাপ্তি মহা কালের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ নাও হ'তে পারে, কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে বিংশ শতকের প্রারম্ভ ছিল বিভিন্ন দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।[৪১] বৃটিশ ভারতের বিংশ শতক শুরু হয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে। এ সম্ভাবনায় ভারতের অধিবাসীবৃন্দ যত না সচকিত হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন ভারতের বৃটিশ প্রশাসক বৃন্দ। এ সম্ভাবনাকে বৃটেনের নেতৃবৃন্দও অত্যন্ত "অশুভ" ব'লে চিহ্নিত করেন। আশু বিপ্লবের পদধ্বনি ব'লে তারা একে মনে রেন-নি সত্য, কিন্তু ভারত সাম্রাজ্য সম্পর্কে আঠার শতক ও উনিশ শতকে যে নিশ্চিন্ততার ভাব তাদের মধ্যে ছিল, বিশ শতকের শুরুতে তা আর রইল না। এ সময়ে ১৮৫৭ সালের "জাতীয় বিপ্লবের" চেয়েও ভয়ংকর কিছুর আশংকা তারা করছিলেন। ১৮৫৭ সালের "জাতীয় বিপ্লব" ব্যর্থ হয়ে ছিল কেননা তার ভিত্তি মূলে ছিল জোরের যুক্তি।

---

৪১. M. N. Das, *India Under Morely and Minto* (London : George Allen & Unwin, 1964 P 13).

www.pathagar.com

এ সময়ে তারা যে বিপ্লবের আশংকা করছিলেন তার ভিত্তিমূলে ছিল যুক্তির জোর আর এটাই তাদের নিকট ভীষণ মারাত্মক মনে হ'ত। ১৮৯৯ সালে ভারত সচিব ফ্রান্সিস হ্যামিল্টন কার্জনের নিকট লেখা এক লিপিতে বলেন : "আমার মনে হয় আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর ভারতে আমাদের শাসনের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হয়ে যা দেখা দেবে তাহ'ল পাশ্চাত্যের ঢং এ আন্দোলন সংগঠণের পর্যায় ক্রমিক অথবা ব্যাপক বিস্তার। আমরা যদি শিক্ষিত হিন্দুদের ভিন্ন-মুখী ভাবধারার দু'টি দলে বিভক্ত করতে পারি তবে উত্তরোত্তর উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের ফলে আমাদের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যে সুক্ষ্ম অক্রমণ আসছে তা প্রতিহত করতে পারব"।[৪২]

এ সময়ে ভারতীয়দের নিকট ভারত সাম্রাজ্যের গতানুগতিক প্রশাসন ও পরিচালনা শুধু যে অযৌক্তিক মনে হ'ত তা নয়, তাছিল অহেতুক। উনিশ শতকের শেষ দিকে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার, রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ, সর্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ন্যায় জাতীয় সংগঠণের জন্ম, পাশ্চাত্যের অনুকরণে দেশের বিভিন্ন স্থানে হাজারো সভা সমিতি অনুষ্ঠান, সর্বোপরি প্রচুর সংখ্যক পত্রপত্রিকার প্রকাশ ও এ সকল পত্রপত্রিকায় সাম্য ও স্বাধীণতার বিভিন্ন দিকের উপর পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এ সময়কে এক নতুন বৈশিষ্ট্য দান করে।[৪৩]

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর ভারতের শাসন রাণীর হাতে হস্তান্তরিত হ'লে ভারতবাসীরা খুশী হল, কেননা ভাল হোক মন্দ হোক কোম্পানীর রাজত্ব ছিল একটা কোম্পানীর রাজত্ব মাত্র। দীর্ঘ চার দশক ধ'রে রাণীর প্রতি ভারতবাসীর আবেগময় আনুগত্য একদিকে প্রশাসনের পশ্চাতে যুগিয়েছে শক্তি আর অন্যদিকে তা পাশ্চাত্যের মূল্যবোধকে ভারতবাসীর নিকট করে তুলেছিল গ্রহণ যোগ্য। উনিশ শতকের শেষ দিকে রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ভারতের প্রশাসন ক্ষেত্রেও এক

৪২. Hamilton to Curzon, September 20, 1899 (Curzon Papers, vol I).

৪৩. M. N. Das *op cit.*

www.pathagar.com

গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করে। কার্জন সত্যই বলেছিলেন, "রাণীর কোন উত্তরাধিকারী তা তিনি যতই সদয়, কৌশলী বা জনপ্রিয় হোন না কেন, ভারতীয় জনগণের নিকট থেকে তেমন ব্যক্তিগত আনুগত্য লাভে আর সক্ষম হবেন না।"[৪৪] তাছাড়া, ভারতের বাইরেও এ সময় এমন সব ঘটনা ঘটছিল যা ভারতীয় নেতৃবর্গকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ফ্রেজারের মতে, জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় ভারতে এক গভীর প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি করে। ভারতের নেতৃবৃন্দ এসব ঘটনা বৈচিত্রে নতুনভাবে আশাবাদী হয়ে ওঠেন।[৪৫]

এ সময়ে ভারতবাসীরা শুধু যে আশাবাদী হয়ে ওঠেন তাই নয়, বক্তব্য স্থাপনেও তারা দৃঢ় হয়ে ওঠেন। মৃদুভাবে হ'লেও বৃটিশ কর্মকর্তাদের ভৎর্সনা করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করতেন না, বিশেষ করে ভারতের স্বার্থে কথা বলার সময় আবেগ বিজড়িত হয়ে পাশ্চাত্যের ভাবে ও ভাষায় কঠোর হয়ে উঠতেন তারা। ১৯০১ সালে দাদাভাই নওরোজি হ্যামিলটনের নিকট যে চিঠি লিখেছিলেন তা এর পরিচয় বহন করে। তিনি লিখেছিলেন: "মহাত্মন" আপনাদের নিকট দু'টি পথ খোলা রয়েছে। আপনারা বিশ্বের এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ অসহায় ও পদদলিত ও ধ্বংসের মুখেমুখি জন সাধারনের প্রতি বৃটিশ জাতি, বৃটিশ পার্লামেণ্ট ও সার্বভৌম প্রদত্ত মহান প্রতিশ্রুতি সসম্মানে সততার সাথে পালন করতে পারেন। অন্যথায়, গত শতকে যে ভাবে অত্যন্ত অসম্মানজনক ও লজ্জাকর পদ্ধতিতে আপনাদের দেয়া পবিত্র অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন তাও করতে পারেন।"[৪৬]

এ সময়ে কিছু ভারতীয় পত্র পত্রিকার সম্পাদকীয়র প্রতি দৃষ্টি দিলেও ভারতে বৃটিশ প্রশাসন ও প্রশাসক সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টিভংগীর

৪৪. Curzon to Hamilton, January 24, 1901 (C. R. vol. XIX).

৪৫. Lovat Fraser : *India Under Curzon and After* (London : 1911), 461-62.

৪৬. Extract from a letter from Dadabhai Naoroji to Lord George Hamilton, February 26, 1901.

www.pathagar.com

কিছুটা ধারনা মেলে। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত চারু মিহির পত্রিকায় ভারত বৃটেন সম্পর্কে বলা হয়ঃ "ইংলণ্ড ভারতের মধ্যে যে স্বার্থ-দ্বন্দ্ব তা অবশ্যম্ভাবী আর তা চিরস্থায়ী। বনিক হিসেবে ইংরেজরা এদেশে পদার্পন করে আর বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরও বনিক-জাতি হিসেবে তাদের চরিত্রে কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ভারতের সম্পদ নিয়েই বৃটেন আজ সমৃদ্ধ।"[৪৭] ১৮৯৮ সালের ১লা জানুয়ারীতে লেখা বঙ্গবাণীর সম্পাদকীয়তে ছিল, "ভারত ও ইংলণ্ডের স্বার্থ হল সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। ফলে কোন প্রভাবশালী ইংরেজ ভারতের স্বার্থে কাজ করবেন না।"[৪৮] ১৮৯০ সালে পাইওনিয়ার পত্রিকার সম্পাদক বিশ্লেষণ করে দেখান যে, "ভারতে বৃটিশ শাসনের ভিত্তি হ'ল বল, সম্মতি নয়।"[৪৯]

ভারতবাসীর মানসিক জগতে যে পরিবর্তন সাধিত হয় সে সম্পর্কে বৃটিশ কর্মকর্তারা সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাই প্রতি মুহূর্তে শঙ্কিত হতেন। এ আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশাসক ও রাজনৈতিক নেতার বক্তব্যে। ভ্যালেন্টিন চিরোল লর্ড মিণ্টোর নিকট যে প্রতিবেদন প্রেরণ করেন তাতে ভারতীয়দের নতুন চেতনার কথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেন : "এটা নিসন্দেহ যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে 'অসন্তোষ' দানা বেঁধেছে তা প্রধানতঃ কৃত্রিম, কিন্তু যা মূলতঃ আমাকে ভীতসন্ত্রস্ত করে আর যা আমার নিকট অত্যন্ত অশুভ মনে হয় তা হ'ল পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রতিপত্তি, বিশেষ করে এর আত্মিক ও নৈতিক, পার্থিব ও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও সর্বাত্মক বিপ্লবের আন্দোলন। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী বিজয় নিঃসন্দেহে এ আন্দোলনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু এর মূল প্রোথিত রয়েছে আরও গভীরে।

---

৪৭. *Charu Mihir* (Mymensingh) December 17, 1898.

৪৮. *Bangabasi* (Calcutta), January, 1818.

৪৯. The Pioneer (Calcutta), September 26, 1973.

www.pathagar.com

এ আন্দোলন এশিয়াব্যাপী প্রাচ্যের নব জাগরনের কোন ভারতীয় অভিব্যক্তি নয়, বরং এ আন্দোলন হ'ল প্রধানতঃ হিন্দু [পুর্ণজাগরনের] আন্দোলন। ত্রিশ বছর পূর্বে যখন আমি ভারতে এসেছিলাম তখন লক্ষ্য করেছিলাম, নতুন আশায় উদ্বেল নতুন ভারত বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে হ'তে চেয়েছিল ইংরেজদের চেয়েও ইংরেজ মনোভাবাপন্ন। পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও নীতিশাস্ত্র তথা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও শাসন ব্যবস্থাকে তখন বিনাদ্বিধায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানো হয়েছিল। স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের আগ্রহ কমে আসায় আটের দশকে ঘড়ির দোলক যেন পেছনে ফিরেছে আর নয়ের দশকে তা হিন্দু পুর্ণজাগরনের এক আন্দোলনে রূপলাভ করেছে যার ফলে বেদ অনুশীলন, বাণী পূজা, গনপতিমেলা অনুষ্ঠান ও শিবাজী মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ যেন প্রাচীন স্বর্ণযুগে প্রত্যার্বতন যখন 'দুষ্কৃতকারী' ইংরেজদের আগমণের পূর্বে অগ্রগতি ও উন্নতি সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। বর্তমানে আমরা বাংলা, দাক্ষিনাত্য ও পাঞ্জাবের মত তিনটি ঝটিকা কেন্দ্রে এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি।"[৫০]

বিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতের জনমনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়ে ছিল সে প্রেক্ষিতে ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগের মূল উদ্দেশ্যর বিশ্লষণ হ'তে হবে। এবং আমাদের মনে হয়, এ প্রেক্ষিতে বঙ্গ বিভাগকে পর্যালোচনা করলে তার রাজনৈতিক লক্ষ্যই প্রধান হয়ে উঠবে। বঙ্গবিভাগকে প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করলে তারও লক্ষ্য উদঘাটন করা দরকার। কোন সমাজে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গৃহীত হ'লে, হয় তার মূলে থাকে জনস্বার্থ না হয় থাকে প্রশাসন ক্ষেত্রে দক্ষতা আর সে দক্ষতারও চূড়ান্ত বিচার হয় জনস্বার্থের মৌল মাণদণ্ডে। বৃটিশ ভারতে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার লক্ষ্য কোন কালেই জনস্বার্থ ছিল না। বৃটিশ ভারতে অত্যন্ত সীমিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্ম হয়।

---

৫০. Valentine Chirol to Minto, May 23, 1910 (MTP Correspondenec, vol, II, No 175).

www.pathagar.com

বৃটিশ ভারতে প্রশাসনিক লক্ষ্য ঃ

বৃটিশ শাসনের বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংগঠিত হয় আর এ প্রয়োজন ছিল দু'রকমের ঃ (ক) ঔপনিবেশিক শাসনকে চিরস্থায়ী করণ ও (খ) বিজিত জনপদের প্রশাসন। ভারতে বিশৃংখলা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ বিশৃংখলা যে কোন মূহুর্তে দেখা দিত আর তা অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করত। সরকারকে প্রথম সুযোগেই এর প্রতিরোধ করতে হত আর প্রয়োজন বোধে দমন করতে হত। বিশৃংখলা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন ছিল সকল প্রকার বিরোধের মীমাংসা। তাই বৃটিশাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে গড়ে উঠেছিল জেলা পর্যায়ে প্রাশাসনিক ব্যবস্থা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত আর প্রত্যেকটি এককের শীর্ষে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন বৃটিশ। বিজিত জনপদের প্রশাসনের মৌল কার্যকলাপ ছিল ত্রিবিধ ঃ (ক) আইন শৃংখলা রক্ষা, (খ) বিরোধের মীমাংসা ও (গ) রাজস্ব আদায়।[৫১]

আইন শৃংখলা রক্ষার সীমিত কার্যকলাপের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল ভারতে বৃটিশ শাসনের আর একটি লক্ষ্য। তা ছিল প্রশাসন পর্যায়ের সর্বস্তরে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হ'লে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ সকল অফিসে বৃটিশ কর্মকর্তা থাকতে হত ও অন্যান্য অধস্তন অফিসে তাদের তাদারকি বজায় রাখতে হত। শাসন ক্ষেত্রে প্রশাসকরা শাসিতদের নিকট কোন ভাবে দায়ী ছিলেন না, অথবা শাসিতদের দাবী ও ইচ্ছার প্রতি এতটুকু সংবেদনশীলও ছিলেন না। বৃটিশ ভারতের প্রশাসকরা এমন এক শ্রেণীর শাসক ছিলেন যারা জনসাধারণ বা জনপ্রতিনিধিদের প্রতি বিন্দুমাত্র দায়িত্বশীলতা অনুভব করতেন না। তারা "নিজেদের নিকট ছিলেন দায়ী আর এ দায়িত্বই মুখ্য।"[৫২] পণ্ডিত নেহেরুর কথায়, তারা "এদেশে

---

৫১. এমাজউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন, গোল্ডেন বুক, (ঢাকা ১৯৮০), পৃষ্ঠা ১২২—১২৫।

৫২. David C. Patter "Bureaucratic Change in India", in Ralph Braibanti. ed, *Asian Bureaucratic Systems Emergent from the British Imperial Tradition* (Durham, N C : 1966), pp 140—144

www.pathagar.com

শ্বেতকায় ব্রাহ্মণ" (White Brahmins)। বৃটিশ কর্মকর্তাদের ছিল নিজেদের সম্পর্কে এক উঁচু ধারনা। কুলগত পার্থক্যের ভিত্তিতে কালক্রমে তা হয়ে ওঠে অনেকটা জাতি বিশেষ। বাংলা সরকারের সচিব সেটন কার বলেছিলেন, [ভারতে বৃটিশ শাসনের ভিত্তিমূলে] "এ বিশ্বাস কাজ করেছে আর সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সকল ইংরেজ এ বিশ্বাসে বলীয়ান ছিল যে, তারা এমন জাতির মানুষ ঈশ্বর যাদেরকে শাসন করার জন্য মনোনীত করেছেন।"[৫৩] লর্ড রবার্টস্-এর কথায়ও এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তিনি লিখেছিলেন, "ইউরোপীয়দের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্বের চেতনাই আমাদের জন্য ভারত বিজয় সম্ভব করেছে।"[৫৪]

বিশ শতকের প্রারম্ভে বৃটিশ কর্মকর্তাদের নিকট ভারত বিজয় প্রধানতম লক্ষ্য ছিল না, বিজিত ভারতে তাদের প্রভুত্ব ও আধিপত্যের চিরস্থায়ী করণই ছিল প্রধানতম লক্ষ্য আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বৃটিশ প্রশাসকরা বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ লাভ করতেন। এ লক্ষ্য অর্জনের পথে যে সব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হত বৃটিশ কর্মকর্তারা অত্যন্ত ধীরস্থির ভাবে তা নির্মূল করতে সচেষ্ঠ থাকতেন। প্রশাসন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল এ লক্ষ্য অর্জনের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। বিশ শতকের প্রারম্ভে বৃটিশ কর্মকর্তারা ভারতের দু'প্রান্ত থেকে সদ্যজাগ্রত ও ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদের মৃদুগুঞ্জন শুনতে পান। পূর্ব প্রান্তে বাঙ্গালী "ভদ্রলোকদের" অভূতপূর্ব প্রভাব আর দক্ষিণে মারাঠা ব্রাহ্মনদের যুদ্ধংদেহী মনোভাব বৃটিশ কর্মকর্তাদের ভয়ঙ্কর ভাবে শঙ্কিত করে তোলে।[৫৫] প্রদেশের সীমানা পুণর্নির্ধারনের মাধ্যমে তারা চেয়েছিলেন বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের প্রভাবকে নির্মূল করতে আর মারাঠা ব্রাহ্মনদের আধিপত্য হ্রাস করতে।

---

৫৩. Quoted in Sir Percival Griffiths, *The British Impact on India* (London : 1952), p 202.

৫৪. *Ibid.*

৫৫. বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন John H. Broomfield, *Elite Conflict in a Plural Society* (Berkeley : 1968).

www.pathagar.com

বঙ্গ বিভাগের রাজনৈতিক দিক :

ভারতে বৃটিশ স্বার্থরক্ষার জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল লর্ড কার্জন গভর্ণর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে তা পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন। ইটন ও অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন কালেই তিনি ভারতের গভর্ণর জেনারেল হবার স্বপ্ন দেখতেন। ভারতের বাইরে ও ভেতরে যে সব সমস্যা বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপদজনক বলে মনে হত সে সম্পর্কে তিনি অবহিত হন।[৫৬] তাঁর লেখা Russia in Central Asia (1881) গ্রন্থের প্রতি ছত্রে রয়েছে তাঁর এ ধরনের চিন্তাভাবনার পরিষ্কার ছাপ। তিনি ছিলেন বৃটিশ অভিজাতদের শীর্ষস্থানীয় আর খোদ বৃটেনে ছিল তার বিপুল প্রভাব। সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি ছিলেন কৃতসংকল্প। তিনি বিশ্বাস করতেন তিনি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বৃটিশ সরকার তা কখনও অগ্রাহ্য করবেন না।

১৮৯৫ সালে সম্বলপুরে হিন্দির পরিবর্তে উড়িয়া প্রবর্তনের আলোচনা শুরু হবার সময় বাংলার সীমানা পুনর্নিধারনের প্রশ্নটি নতুন আলোকে দেখা দেয় আর কার্জনের উদ্যোগে বৃটিশ ভারতে বেরার প্রদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রেক্ষিতে তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ সময়েই কার্জন ভারত সচিব হ্যামিল্টনের নিকট লিখেছিলেন, "বাংলা যে কোন এক জনের [প্রশাসকের] পক্ষে এক বিরাট এলাকা বটে।" তাই তিনি চটগ্রাম ও উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় কিনা এ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। উড়িষ্যায়, বেরার ও মাদ্রাজের গাঞ্জাম জেলা মধ্য প্রদেশের সাথে সংযুক্ত করে মধ্য প্রদেশকে লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর শাসিত এক প্রদেশে উন্নীত করার কথাও কার্জন এ সময় ভাবছিলেন।[৫৭]

প্রথম থেকেই কিন্তু তাঁর সকল ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাজনৈতিক স্বার্থ। পূর্ব ভারতে তিনি এমন কিছু করতে চেয়েছিলেন যা বাঙ্গালী

---

৫৬. Philip Woodruff, *The Men who Ruled India : The Guardians* (Newyork : 1964), pp 193-198.

৫৭. Curzon to Hamilton, April 30, 1902 (Curzon Paper vol. 6. No 31).

www.pathagar.com

ভদ্রলোকদের ক্ষমতা ও প্রভাব হ্রাস করবে আর পশ্চিম ভারতে মারাঠাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে এমন কিছু না করতে তিনি ছিলেন কৃতসংকল্প। ইবেৎসন যখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে সিন্ধুকে বিচ্ছিন্ন ক'রে পাঞ্জাবের সাথে তা সংযুক্ত করার ও বেরারকে বোম্বাই এর সাথে সংযুক্ত করার প্রস্তাব দেন তখন কার্জন বলেছিলেন; "মারাঠাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে বা তাদের সংহতি বৃদ্ধি করতে পারে এমন কিছুর প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি চিন্তা করতে কষ্ট পান। বেরারের মারাঠারা, তাদের মতে, ছিলেন নমনীয় ও রাজনৈতিক দিক থেকে অসংহত।[৫৮] তাই কার্জন বলেন: "বেরারকে পুণ্যের সাথে সংযুক্ত ক'রে তাদের [মারাঠাদের] রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা আর যারা [বেরারের অধিবাসিরা] এতদিন পর্যন্ত ছিল অনুগত ও শান্তশিষ্ট তাদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বপন তথা আমাদের শত্রুদের শক্তিবৃদ্ধি করার মধ্যে কোন যুক্তি নেই।"[৫৯] পূর্ব ভারত সম্পর্কেও কার্জনের চিন্তাধারা ছিল অনুরূপ। পশ্চিমে তিনি যেমন চেয়েছিলেন পুনা ও নাগপুরকে স্বতন্ত্র রাখতে, পূর্বাঞ্চলেও তেমন চেয়েছিলেন ঢাকা ও কলিকাতাকে বিচ্ছিন্ন রাখতে।

বাংলা সমস্যার উপর আলোকপাতের দায়িত্ব কার্জন প্রথমে ফ্রেজারের উপর দিয়েছিলেন। ফ্রেজার তখন ছিলেন পুলিশ কমিশনের চেয়ারম্যান। ১৯০৩ সালে ফ্রেজার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিভাগই নয়, বরং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলাও আসামের সাথে সংযুক্ত হওয়ার দরকার, কেননা, তার মতে, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের সাথে সংযুক্ত হ'লে আসামের "শক্তিশালী ব্যক্তিগত শাসনের নিগড়ে ময়মনসিংহ ও ঢাকা আমাদের জন্য কম সমস্যার সৃষ্টি করবে"। তিনি বলেন, "তাহ'লে বাংলা প্রশাসনে পূর্ব বাংলা কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে না"।[৬০]

---

৫৮. Curzon's Note, March 6, 1903 (Home Public A, December 1903, Nos 149—160).

৫৯. *Ibid.*

৬০. A. H. L. Fraser's Note, March 28, 1903 (Home Public-A December, 1903, Nos 149—160).

www.pathagar.com

ফ্রেজারের প্রস্তাবের সাথে কার্জন ঐক্যমত পোষন করেন। বাংলায় একটি নির্বাহী পরিষদ গঠন ক'রে গভর্ণরের কাজকে সহজ করার বিকল্প তিনি নাকচ করেন। প্রশাসনে ভারতীয়দের অংশ গ্রহনের গুরুত্বও তিনি অস্বীকার করেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি আইন ও শিক্ষা আইন তার পরিচায়ক। আসাম ও মধ্যপ্রদেশে আইন পরিষদসহ লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণরের পদ সৃষ্টি করার বিপক্ষেও তিনি মত প্রকাশ করেন।[৬১]

প্রশাসনিক স্বার্থে বাংলাকে বিভক্ত করাই যদি প্রশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ত তাহ'লে তিনি উড়িষ্যাকে স্বতন্ত্র প্রদেশে রূপান্তরিত করতে পারতেন বা উড়িষ্যাকে মধ্য প্রদেশের সাথে সংযুক্ত করতে পারতেন। তা না করে বরং কার্জন মত প্রকাশ করেনঃ "উড়িষ্যার সাথে বাংলার রয়েছে দীর্ঘ যোগাযোগ। মধ্যপ্রদেশের সাথে উড়িষ্যা সংযুক্ত হ'লে উড়িষ্যা আরও অবহেলিত হবে।[৬২] অন্যদিকে, বাংলার সাথে চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা ও ময়মনসিংহের যে দীর্ঘতর যোগাযোগ ছিল এ বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলেন নি। বরং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা ও চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সাথে সংযুক্ত করার প্রস্তাবকে আরও জোরদার করার জন্য তিনি প্রস্তাবের পক্ষে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক যুক্তির অবতারণা করেন। বাংলা থেকে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা ও চট্টগ্রাম বিভাগকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদের সূত্রপাত হবে তা তিনি অনুমাণ করেন, কিন্তু তিনি মনে করতেন, যে "প্রতিবাদ থেমে যাবে ও অচিরে তা দূর হবে।"[৬৩]

১৯০৩ সালের ১০ই জুলাই কার্জনের সীমানা পুণর্নির্ধারণের পরিকল্পনাটি গর্ভনর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

---

৬১. Richard Paul Cronin, *British Policy and Administration in Bengal* 1905—1912 (Calcutta : 1977), pp 12-35

৬২. *Minute by Curzon on Territorial Redistribution in India*, Part II, Paras 26-29 (Home Public-A, December 1903, No 149 160)

৬৩. *Ibid*, Para 48 (Home Public-A, December 1903, No 149 160)

www.pathagar.com

১৯০৩ সালের নভেম্বর মাসে রিজলী বাংলা সরকারের নিকট যে খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন তাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বিবরণ ছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট উল্লেখে কার্জন আপত্তি করেন। কার্জন বলেন: "এর ফলে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে আর আমাদের মূল উদ্দেশ্যটি ব্যাহত হবে...পরিষদ চেম্বারের অভ্যন্তরে একা একা যে কথা বলা যায় তা কোন ক্রমেই ঘরের ছাদ থেকে ঘোষণা করা যায় না।"[৬৪] এরপরে তিনি চিঠিটি পুরোপুরি পাল্টিয়ে ফেলেন আর তাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কোন উল্লেখ থাকেনি। পরে অবশ্য রিজলীর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বরের ইণ্ডিয়া গেজেটে। এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হ'লে ময়মনসিংহের চারুমিহির পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছাপা হয়। বলা হয়: 'হে লর্ড কার্জন, তুমি আমাদের পেছনে থেকে আমাদের ভাগ্যের দড়ি টানছ। তুমি কি করছ তা আমরা জানি না। তাই আমাদের দুশ্চিন্তারও সীমা নেই।"[৬৫] পত্রিকায় আরও বলা হয়: "বাংলায় শিক্ষা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে ঢাকা ও ময়মনসিংহ হ'ল দিশারী স্বরূপ আর তা প্রদেশের অন্যান্য জেলার সাথে ধর্ম, ভাষা ও প্রথার অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু সরকার সে সব বন্ধন ছিন্ন করতে আজ উদ্যত।"[৬৬]

বাংলার সচেতন জননেতারা এ পরিকল্পনার প্রশাসনিক সুবিধার কথায় ভোলেন নি। তারা নতুন ভাবে প্রশ্ন তুলেছিলেন: বাংলা যদি একজন লেফটেন্যান্ট গর্ভনরের পক্ষে সত্যই [শাসনের জন্য] এক বৃহত্তর অঞ্চল হয়ে থাকে, তবে মাদ্রাজ ও বোম্বাই এর ন্যায় এখানেও কেন নির্বাহী পরিষদ সহ একজন গর্ভনরের পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে না?"[৬৭] পাইওনিয়ার পত্রিকা আরও এক ধাপ এগিয়ে দিয়ে মন্তব্য করে:

---

৬৪. Curzon's Note, November 10, 1903 (GI, Home Public-A, December 1903, No 149-160)

৬৫. *Charu Mihir*, December 15, 1903

৬৬. *Ibid.*

৬৭. *Ibid.*

www.pathagar.com

শুধু বাংলা কেন, একজন গভর্নর জেনারেলের জন্য ভারত সাম্রাজ্যও বৃহত্তর এলাকা, কিন্তু ভারতের জন্য একাধিক গভর্নর জেনারেল সৃষ্টির তো কোন পরিকল্পনা নেই।"[৬৮]

মোট কথা লর্ড কার্জনের প্রশাসনিক যুক্তির অন্তঃসারশূন্যতা সকলের চোখে ধরা পড়ে। তাই বাংলার পত্র পত্রিকা ও বিভিন্ন সংঘ ও সমিতি কার্জন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। কার্জন সম্ভবত এতটা আশঙ্কা করেন নি। তাই তিনি নতুন ভারত সচিব ব্রডরিকের নিকট লেখেন ঃ [পরিকল্পনাটি পেশ করার পর] "মুহূর্তেই বাংলায় তুমুল হৈচৈ শুরু হয়।"[৬৯] এর পর তিনি বঙ্গবাসীদের প্রতিবাদে যথাযথ উত্তর তৈরী করার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন আর পূর্বনির্ধারিত ঢাকা ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম সফরে তিনি নিজেই তাঁর পরিকল্পনার পক্ষে যুক্তি দেখাতে উদ্যত হন। রিজলী বঙ্গবাসীদের প্রতিবাদের উত্তরে বলেন ঃ "এ আন্দোলনের নেতৃত্বদান করছে [বাংলার তুলনামূলক ভাবে] ক্ষুদ্রতর শিক্ষিত শ্রেণী।"[৭০] তিনি বিক্রমপুরকেই এ আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি ব'লে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে বিক্রমপুর পরগনাই বাংলার সরকারী কার্যালয়ে প্রায় এক তৃতীয়াংশ অধীনস্থ কর্মচারীর যোগান দেয়। তিনি বলেন ঃ "বঙ্গবিভাগ সম্পন্ন হ'লে বাবুশ্রেণীর লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।" তবে তিনি এ আশ্বাস দেন যে, বঙ্গবিভাগ সম্পন্ন হ'লে পূর্বাঞ্চল থেকে অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগের সম্ভবনা বৃদ্ধি পাবে।[৭১] তারপর তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনার রাজনৈতিক দিকটির উন্মোচন করেন। তিনি বলেন ঃ "অবিভক্ত বাংলা একটা শক্তি। বাংলা বিভক্ত হ'লে তা বিভিন্ন

---

৬৮. *The Pioneer*, January, 1904.

৬৯. Curzon to St. John Brodrick, December 31, 1903 (*Curzon Papers*, vol. 7, No. 96).

৭০. Riseley's Note, February 2, 1904 (GI, Home Public February 1905, 155-167A).

৭১. *Ibid.*

www.pathagar.com

ধারায় প্রবাহিত হবে। এটা সত্য আর এ পরিকল্পনায় সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হ'ল এই। স্বরাষ্ট্র সচিব (বঙ্গবাসীদের প্রতিবাদের) আর বেশী কিছু বলতে অক্ষম, তবে সততার সীমা লংঘণ ক'রেও এটা বলব বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনা ঘণবসতিপূর্ণ পূর্ব বাংলাকে আসামের দিকে প্রসারিত হবার সুযোগ দান করবে। ফলে বাঙ্গালী জাতির জন্য অধিকতর সুযোগ নিশ্চিত হবে।"[৭২]

বঙ্গবিভাগের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইবেৎসন যা লিখেছিলেন তাও এখানে উল্লেখ যোগ্য। তিনি লিখেছিলেন: "আমি মনে করি আন্দোলনকারীরা এটা সুস্পষ্ট ভাবে অনুধাবণ করেছে যে, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজনীতিতে তাদের যে বিরাট প্রভাব বিদ্যমান তা ক্ষুন্ন হবে। তবে এ প্রভাব অশুভ। আর একে নির্মূল করা বাঞ্ছনীয়। যে যুক্তির ভিত্তিতে পুনা ও নাগপুরকে এক সরকারের নিয়ন্ত্রনে আনা ঠিক নয়, সে একই যুক্তিতে ঢাকা ও কলকাতাকে এক সরকারের নিয়ন্ত্রনে রাখা ঠিক নয়।"[৭৩] তিনি আরও বলেন বাঙ্গালীদের মতে আদর্শ সরকারে থাকবে দুর্বল এক নির্বাহী বিভাগ আর থাকবে ব্যক্তিগত শাসনের অনুপস্থিতি। এ সরকারে প্রশাসকের পরিবর্তে প্রাধান্য লাভ করবে বিচারক। বঙ্গবিভাগের ফলে কিন্তু পূর্ব বাংলা ব্যক্তিগত শাসনের নিয়ন্ত্রনে আসবে। জনগণের জন্য এ ব্যবস্থা অতি উত্তম হ'লেও নেতারা তা পছন্দ করবেন না।[৭৪]

তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ তুলে ধরা ও মুসলমানদের নিকট তাঁর পরিকল্পনাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য কার্জন পূর্ব বাংলা সফরে বের হন। ঢাকায় নবাবদের অতিথি হিসেবে তিনি বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে "হিন্দুদের" বিরোধিতাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার প্রমান পান। কার্জন বলেন: [নতুন প্রদেশটি] পূর্ব বাংলার

---

৭২. *Ibid.*

৭৩. Ibbetson's Note, February 8,1905 GI, Home Public, February (1905. 155-167, A).

৭৪. *Ibid.*

www.pathagar.com

মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করবে [এমন ধরনের] সংহতি ও ঐক্যবোধ যা অতীতের মুসলমান সুবেদার ও বাদশাহদের পর তারা আর কোনদিন উপভোগ করেননি। [বঙ্গ বিভাগের] ফলে স্থানীয় স্বার্থ গড়ে উঠবে আর গড়ে উঠবে স্থানীয় পর্যায়ে বানিজ্য যা [কলিকাতা নিয়ন্ত্রিত প্রদেশে] অসম্ভব।"[৭৫] ঢাকায় কার্জন আরও ইঙ্গিত দেন যে, পূর্ব বাংলার বৃহত্তর অংশও আসামের সাথে সংযুক্ত হ'তে পারে। ময়মনসিংহে তিনি বলেন, নতুন প্রদেশে হাই কোর্টের নিয়ন্ত্রন বলবৎ থাকবে। মুসলমান নেতৃবর্গের নিকট তিনি আরও আশ্বাস দেন যে, বঙ্গ বিভাগের ফলে এ অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, ঢাকা কলেজের সম্প্রসারন ঘটবে ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো সমৃদ্ধ হবে। এর ফলে, তাঁর মতে, মুসলমানদের জন্য সৃষ্টি হবে চাকুরীর বিরাট সম্ভবনা।[৭৬] সফরের শেষ পর্যায়ে তিনি অত্যন্ত সন্তোষের সাথে অনুভব করেন যে, মুসলমান সম্প্রদায় সংঘবদ্ধভাবে তাঁর পেছনে রয়েছে।

পূর্ব বাংলা সফরের পর কার্জনের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তিনি মনে করেন, বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি যথেষ্ট সমর্থন লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই তিনি ১৯০৪ সালের ৩রা মার্চ লিখেন ঃ "নতুন সমর্থনের ভিত্তিতে নতুন প্ল্যাটফরম তৈরী করতে হবে।"[৭৭] তিনি মনে করতেন, কংগ্রেস ছাড়াও অন্য রাজনৈতিক ফ্রন্ট হওয়া উচিত। এ পথ ধরেই সম্ভবত বাংলায় মুসলিম লীগের পত্তন হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কার্জনের পূর্বাঞ্চল সফর ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত আর তাঁর এ সফর পূর্ণরূপে সফল হয়েছিল। মুসলমানদের জন্য প্রচুর সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি তাঁর এ সফরকে সফল ক'রে তুলেছিল, যদিও বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানদের জন্য সুযোগ সুবিধার কোন ইঙ্গিত ছিল না।

---

৭৫. Despatch to Secretary of State, No. 3 (Public), February 2, 1905, (G1, Home Public, February 1905, 155-167 A).

৭৬. *Ibid.*

৭৭. Curzon's Note, March 3. 1904 (G1 Home Public, February 1905, 155, 167 A).

www.pathagar.com

কার্জন স্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন যে তাঁর বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্য ছিল অগ্রহণযোগ্য। পূর্ব বাংলার নেতৃবর্গের অনেকেই বঙ্গবিভাগের বিপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের সভাপতি সামসুল হুদা বাংলা ভূমি মালিক সমিতির অধিবেশনে ঘোষণা করেন, বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাতে হিন্দুদের সাথে সমভাবে মুসলমানরাও অংশ গ্রহণ করছে।[৭৮] বহু জনসভায় হিন্দুদের মত মুসলমান নেতৃবর্গও বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। ময়মনসিংহের এক জনসভায় মীর মোহাম্মদ ঘোষণা করেন যে বঙ্গ বিভাগ রদ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর সাদা টুপি পরিধান করবেন না।[৭৯] সৈয়দ গোলাম মোস্তফা আলী হোসেনও এমনি এক জনসভায় সভাপতির ভাষনে বলেন, বঙ্গ বিভাগ মুসলমানদের নিকট গ্রহণ যোগ্য নয়।[৮০] অবশ্য ঢাকার নবাব সহ কিছু কিছু নেতা বঙ্গ বিভাগ সম্পর্কে কোন বিরুপ মন্তব্য করেননি।[৮১] মোট কথা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লর্ড কার্জন পূর্বাঞ্চল সফরে বের হন আর বিভিন্ন জনসভা ও অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য নতুন সুযোগ সুবিধার আশ্বাস দিয়ে বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনার স্বপক্ষে তাদের সমর্থন আদায় করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সাম্প্রদায়িক বিভেদকে পূর্ণরূপে কাজে লাগান আর প্রভাবশালী মুসলমান নেতাদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন।

নতুন প্রদেশের রাজধানী হবে ঢাকা। ঢাকার প্রশংসা করতে গিয়ে ফ্রেজার বলেন: "ঢাকা এমন এক স্থান যেখানে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্য—এক সক্ষম ও বুদ্ধিমান জন সমষ্টি। তাছাড়া, "ঢাকায় রয়েছে সরকারের সাথে ঐতিহাসিক যোগসূত্র"। তিনি আরও বলেন: "ঢাকায় রয়েছে নতুন প্রদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী নাগরিক বৃন্দ।"[৮২]

---

৭৮. *The Bengalee* February 5, 1904.
৭৯. *The Sanjivans*, February 4 1904.
৮০. *Dacca Prokash*, February 7, 1904.
৮১. K. K. Aziz., *Britain and Muslims of India* (London: 1963).
৮২. Government of Bengal to Government of India, April 6, 1904.

www.pathagar.com

বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত তা অনেক বৃটিশ কর্মকর্তাদের লেখায়ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রিজলীর সহকারী ষ্টোকস্ লিখেছিলেন : "এ পরিকল্পনা এদিক থেকেও আপত্তিকর এজন্য যে পূর্বাঞ্চলে বাংলার কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে, আবার পশ্চিমাঞ্চলের কিছু অংশ বাংলার সাথে সংযুক্ত হচ্ছে। একদিকে উড়িয়া জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করা হচ্ছে অন্যদিকে আবার বাংলায় জাতীয়তাবাদের দাবী অগ্রাহ্য করা হচ্ছে।"[৮৩]

১৯০৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর রিজলী তার প্রতিবেদন সমাপ্ত করেন। ফলে বৃহত্তর বাংলা বিভাগের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয় ও বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের ক্ষমতা দ্বিধাবিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। "জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে"—এ যুক্তির উত্তরে রিজলী ১৯০৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর বলেছিলেন : "বাঙ্গালী ভদ্রলোকরা সব সময় পূর্ব বাংলার মুসলমানদের উপর প্রভুত্ব করতে চেয়েছে। পূর্ব বাংলার প্রভাবশালী মুসলমানদেরকে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনয়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এতদিন পর্যন্ত ঢাকার নবাবদের প্রভাবের দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে। [পূর্বাঞ্চলে] মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠণ করার ফলে কংগ্রেস কর্তৃক মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করার প্রচেষ্টা ব্যহত হবে। যদি ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী হয় তাহলে সে সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হবে"।[৮৪]

বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনার প্রশাসনিক যুক্তির পক্ষে বলা হয়েছে (আর কার্জন নিজেও তা বলেছেন), ২০ বছর আগে থেকেই এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়। এ প্রসংগে এটা উল্লেখ্য যে, অতীতে একই ভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রশাসনিক পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা সুপারিশ করা হত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৮৯২ সালে লুসাই পার্বত্য

---

৮৩. H. G. Stokes, Note, August 18, 1904.

৮৪. Riseley's Note, December 6, 1904 (GI, Home Public, February 1935, Nos 155-167 A.)

www.pathagar.com

অঞ্চলের অধিবাসীদের বৈরীভাব যখন বৃদ্ধি পায় আর যখন তাদের লুটতরাজ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠে তখন পূর্বাঞ্চলে উপজাতীয়দের উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির জন্য গভর্ণর জেনারেল ল্যান্সডাউন লুসাই অঞ্চল ও চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সাথে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আসাম ছিল একটি নন্‌রেগুলেশন প্রদেশ। এ প্রদেশের সাথে লুসাই অঞ্চল ও চট্টগ্রাম সংযুক্ত হ'লে ব্যক্তিগত শাসনের নিগড়ে সেখানে সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার হবে। পরে যখন ঐ অঞ্চলে লুসাই উপজাতীয়দের আক্রমনের মাত্রা ক'মে আসে তখন সংযুক্তিকরনের সিদ্ধান্ত আর কার্যকরী হয়নি।

পূর্ব বাংলায়, বিশেষ ক'রে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য ত্রিপুরায় হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ওল্ডহ্যাম চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা বিভাগের একাংশকে আসামের সাথে সংযুক্ত ক'রে পূর্ব বাংলা প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করেন।[৮৫] এ প্রস্তাবে তিনি ইঙ্গিত দেন যে, এ অঞ্চলের হিন্দুদেরকে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে রাজনৈতিক তৎপরতার মাত্রা হ্রাস পাবে। এভাবে দেখা যায়, ঔপনিবেশিক ভারতে প্রশাসনিক পদক্ষেপের পশ্চাতে রয়েছে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনই ছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মূল লক্ষ্য।

সংক্ষেপে, ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা ছিল মূলত রাজনৈতিক। বিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলার হিন্দু ভদ্রলোকদের রাজনৈতিক তৎপরতা, বিশেষ ক'রে পাশ্চাত্যের ঢং এ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন ও পাশ্চাত্যের ভাবে ও ভাষায় নিজেদের দাবী আদায়ের প্রচেষ্টা, বৃটিশ কর্মকর্তাদের শঙ্কিত ক'রে তোলে। কার্জনের মত ধীশক্তি সম্পন্ন, কর্মচঞ্চল ও তরুণ গভর্ণর জেনারেল এ সমস্যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে অনুধাবণ করেন আর স্থায়ীভাবে তার সমাধান আনয়নে সচেষ্ট হন। বঙ্গ

---

৮৫. Oldham to Government of Bengal, Februay 7, 1896, No. 722 G (P.L. 1897, vol. 24, parts 1-5).

www.pathagar.com

বিভাগ পরিকল্পনা ছিল এরই অভিব্যক্তি। অতীতের আলাপ অলোচনার সুযোগ নিয়ে প্রথমে তিনি এ পরিকল্পনাকে প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে চালাতে চান। ভারতে এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে আর বৃটেনে এ সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সে প্রেক্ষিতে কার্জন বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনার রাজনৈতিক দিকটির উন্মোচন করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যায়ে এ পরিকল্পনার পক্ষে মুসলমানদের সমর্থন আদায়ের জন্য তিনি এতে সাম্প্রদায়িক রং এর ছোপ লাগান। তবে আগাগোড়া ব্যাপারটি যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ ও ভদ্রলোক শ্রেণী

আসহাবুর রহমান

১৯০৫ সালের প্রথম বাঙলাবিভাগ বাঙলাদেশের সমকালীন ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা যা বাঙলার সমাজকাঠামোর শ্রেণীবিন্যাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ক্ষীন বহিরাবরণের আচ্ছাদান থেকে হঠাৎ করে বিস্মিত দেশবাসীর সম্মুখে প্রকাশ করেছিল। পুরো উনিশ শতকের পিতৃত্বমূলক ইংরেজশাসন বাঙলাদেশ ও বাঙালীকে যে শান্তিশৃঙ্খলা, আলোকোদয় ও প্রগতির আবহাওয়ায় লালন করেছিল ও বাঙালী সমাজের অন্তর্গত চিরায়ত জাতিবর্ণজাত ও ধর্মীয় বিভক্তিকে য়ুরোপীয় বিশ্বদৃষ্টির মোহন আবরণে ঢেকেছিল তা বঙ্গবিভাগের ঘোষণায় উত্তাল, উত্তেজনাপূর্ণ ও হিংস্র হয়ে এতদিনকার সৌহার্দ্য ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার কৃত্রিম বাঁধনকে দীর্ন করেছিল প্রচণ্ড শক্তিতে। দেখা গেল প্রাচ্য স্বৈরাচারের যে পরিত্যক্ত সিংহাসনে বসে সদাশয় বৃটিশ বুর্জোআ ইতিহাসের অচেতন শক্তি হয়ে মধ্যযুগীয় বর্বরতা থেকে বাঙালীকে মুক্ত করেছিল আসলে তা মোটেই বাঙালী সমাজ কাঠামোর রুপদী বিভেদকে বুর্জোআ উদারনীতিবাদ, হিতবাদ, মানবতাবাদ ও সভ্যতার বাণী দিয়ে মেলাতে পারেনি। গোত্র, গোষ্ঠী, বর্ণ, সম্প্রদায়গুলোর মাঝে প্রকৃত সেতু বাঁধতে পারেনি, সত্যিকার প্রগতির পথে নিতে পারেনি; বাঙালীকে আধুনিক বা বুর্জোআ সংজ্ঞায় জাতি হিশেবে গড়ে তুলতে পারেনি।

বঙ্গভঙ্গের সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া বুঝতে হলে প্রাকবৃটিশ বাঙালী সমাজের বিভিন্ন জাতিবর্ণ ও ধর্মসম্প্রদায়ের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস ও মর্যাদা ভোগের বৈশিষ্ট্যটি মনে রাখা দরকার। কারণ পরবর্তীকালে বাঙালী-জাতির নিয়তি নির্দেশ করেছে মধ্যযুগের বাঙলাদেশের সমাজ কাঠামোর ঐ সামাজিক নেতৃত্ব ও মর্যাদাভোগের ব্যবস্থাটি সবচেয়ে বেশী। পুরো

www.pathagar.com

উনিশ শতক ধরে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের নানান অভিঘাত ও প্রক্রিয়ায় বাঙলার ঐতিহ্যাশ্রয়ী সমাজ ব্যবস্থায় যে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল তার ফলে কিন্তু চিরায়ত সামাজিক বিভক্তি নেতৃত্ব ও মর্যাদাভোগের কাঠামোটি মোটেই অপসৃত হয়নি। বরং নানান্ কারনে ও ঘটনায় তা যেন আরো কেলাসিত হয়েছিল। উচ্চবর্ণ-ভুক্ত তিনটি জাতিবর্ণের মধ্যে পুরনো বর্ণগত বিধিনিষেধ অনেকাংশে শিথিল হয়ে তাদের ঐক্য আরো সংহত হলো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী বাঙলায় উৎপাদন উপায়ের মালিকানা কিছু নিম্নবর্ণের হিন্দুর হাতে গেলেও তাঁরা বিত্তের কল্যাণে সমাজে উঁচুবর্ণের স্থান লাভ করেছিলেন।[১] তবে উনিশ শতকে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে উচ্চবর্ণভুক্ত হিন্দুরা তাঁদের সামাজিক নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার প্রকৃত সুযোগ পেয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে পুরো উনিশ শতকেই উচ্চবর্ণভুক্ত কোলকাতাবাসী বাঙলী হিন্দুকে ইংরেজ প্রবর্তিত প্রাতিষ্ঠানিক য়ুরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে তাদের একচেটিয়া দখলে রাখতে দেখা যায়। ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তারের সাথে সাথে বুর্জোআ সভ্যতার প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপ্তীর কালে ইংরেজী শিক্ষিত "বাবু"দের সংখ্যাও আনুপাতিক হারে বাড়ল। প্রশাসন ও বণিক অফিসের কেরানীর চাকুরী, আইন ব্যবসা ও শিক্ষা ব্যবস্থা এঁদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ল।[২]

এসব কারণ ছাড়াও ইংরেজ প্রাচ্যবিদ্ ও শাসকদের প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির আবিষ্কার, সংস্কৃত ভাষা ও জাতিবর্ণব্যবস্থার বিস্ময়কর রূপ-চরিত্র উন্মোচন, এবং হিন্দুধর্ম ও দর্শনের অতুলনীয় সম্পদ উদ্ধার প্রভৃতি উচ্চবর্ণভুক্ত হিন্দুদের পুরনো সামাজিক অবস্থান আরো মজবুত করেছিল। তাই ১৮১৭

---

১. Sirajul Islam, *The Permanent Settlement in Bengal* Dacca, 1979.

২. ক : বিনয় ঘোষ, বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, কলিকাতা, ১৯৬৬
খ : N. K. Sinha (ed) *History of Bengal* (1757-1905) Calcutta 1966.

www.pathagar.com

সালে কোলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে পাশ্চাত্যের বুর্জোআ সভ্যতা-সংস্কৃতির যে অনুপ্রবেশ বাঙালী সমাজে হয়েছিল তা বাঙলাদেশের মধ্যযুগীয় সমাজকাঠামোর জাতিবর্ণগত বিভাগ কিন্তু অপসারণ করল না। সমাজপতি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ জাতিগুলো আশ্চর্য কুশলতায় নতুন পরিস্থিতিতে নিজেদের সমন্বিত করলেন নতুন অবস্থান নিয়ে, নতুন আদর্শবাদ ও সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে। রামমোহন রায় ছিলেন এই নতুন আদর্শবাদের প্রথম প্রবক্তা, সমন্বয়প্রচেষ্টার প্রথম পুরুষ। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শেষ।

তাই ঐতিহ্যাশ্রয়ী হিন্দুসমাজ তার সনাতন চরিত্র গুণগতভাবে পরিবর্তন না করেই সব আপাত আধুনিকতা ও প্রগতিশীল রূপ নিয়ে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের সামাজিক নেতৃত্ব ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। উদারনীতিবাদ, হিতবাদ, মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, জাতীয়তাবাদ, বৃটিশ বুর্জোআর এইসব সামন্তবাদ ও ঐতিহ্যাশ্রয়ী চিন্তাদর্শন বিধ্বংসী আদর্শবাদ সত্ত্বেও উচ্চবর্ণেরইংরেজী শিক্ষিত প্রগতিশীল ব্যানার্জী, সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত, লাহিড়ী, দত্ত, রায়, বসু ও ঘোষরা তাঁদের প্রাচীন কৌলীন্য ও দম্ভ সহ বাঙালী ও বাঙলার সামাজিক নেতৃত্ব নিয়ে বিরাজ করছিলেন। বৃটিশ বাঙলার নতুন সমাজে তাঁদের পরিচয় হলো "ভদ্রলোক" নামে। এবং সমাজের বাকী নিরক্ষর ও শ্রমজীবি হিন্দু-মুসলমান কৈবর্ত, নমশূদ্র, বাগদী, শেখ ও মিয়ারা হলো "ছোটোলোক"।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই "ভদ্রলোক" শ্রেণীর পরিচয় জে, এইচ, ব্রুমফিল্ড এভাবে দিয়েছেন, "a socially privileged and consciously superior group, economically dependent upon landed rents and professional and clerical employment ; keeping its distance from the masses by its acceptance of high-caste proscriptions and its command of education ; sharing a pride in its language, its literate culture, and its history ; and maintaining its communal integration through a fairly complex institutional structure that it had proved remarkably ready to adapt and augment to extend its social power and political opportunities"[৩]

৩. J. H. Broomfield, *Elite Conflict in a Plural Society*, University of California Press, 1968, পৃষ্ঠা ৫—৭।

www.pathagar.com

ক্রমফিল্ডের মতে ১৯০০ সালে বাংলাদেশে ভদ্রলোক শ্রেণী মোট জনসংখ্যার ৩ থেকে ৪ শতাংশ অর্থাৎ ১৩ থেকে ১৭ লক্ষ ছিল।

এখানে অবশ্য একটা কথা মনে রাখা রাখা দরকার। ভদ্রলোক শ্রেণী কিন্তু সি, রাইট মিলসের "পাওয়ার এলিট" ছিলেন না।[৪] তাঁরা শুধু বাঙালী সমাজের "এলিট" ছিলেন। বাংলাদেশে পাওয়ার এলিট ছিল ব্রিটিশরা। রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক শক্তি ছিল শুধুমাত্র তাদেরই। এছাড়া "ভদ্রলোক" শ্রেণী মার্ক্সীয় সমাজ বিজ্ঞান অনুযায়ী সামাজিক শ্রেণীর মতো কোন আর্থনীতিক বর্গ ছিলেন না। এই অর্থে মধ্য শ্রেণী বহির্ভূতরাও 'ভদ্রলোক" হতে পারতেন। ম্যাক্স ভেবারের "ষ্ট্যাটাস গ্রুপ" এর সংজ্ঞা দিয়ে "ভদ্রলোক" শ্রেণীকে চিহ্নিত করা সম্ভব।[৫] এই সংজ্ঞা অনুযায়ী "সামাজিক সম্মান" ভদ্রলোক শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্তের একমাত্র নির্ধারক। যদিও বিত্তের ব্যাপারটি অপ্রধান নয়।

পিতৃত্বমূলক বৃটিশ শাসনের কর্তৃত্বে কোলকাতা কেন্দ্রীক ভদ্রলোক শ্রেণী চরিত্রগতভাবে ইংরেজ উদারনীতিবাদের কল্যাণব্রতী দর্শণে অনুপ্রাণিত হয়ে নরমপন্থী নিয়মতন্ত্রী রাজনীতিতে দীক্ষিত হয়েছিলেন। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা কম ও ভারতীয়দের এসব স্থানীয় সরকার বা প্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণের অধিকার সীমিত হলেও ভদ্রলোকরা প্রবল উদ্দীপনায় এসব প্রতিষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইংরেজ শাসকদের কাছে ইংরেজী ভাষায় স্মারকলিপি প্রেরণ, আবেদন-নিবেদন, প্রার্থনা, ও বিদ্বজ্জনসভায় অভিমানাহত ক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্যেই তাঁদের নিয়মতন্ত্রী রাজনীতি সীমাবদ্ধ ছিল যদিও উনিশ শতকের শেষ দশকদুটো থেকে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের একটা প্রবল আলোড়ন ভদ্রলোক শ্রেণীকে ক্রমেই উদ্দীপ্ত করছিল। কিন্তু এই দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদ য়ুরোপের বুর্জোআ চিন্তাধারা ও দর্শনের অভিঘাতে সৃষ্টি হলেও তা সেকুলার জাতীয়তাবাদ ছিল না। ভদ্রলোক শ্রেণীর পৃথিবী যেমন

---

৪. C. Wright Mills, The Power Elite, London, 1976.

৫. H. H. Gerth and C. Wright Mills (eds), *From Max Weber : Essays in Sociology*, New York, 1958. পৃষ্ঠা, ৪০৩.

www.pathagar.com

শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ উচ্চবর্ণগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তেমনি তাঁদের দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদও ছিল সাম্প্রদায়িক যদিও তাঁরা মনে করতেন যে তা সেকুলার।

বৃটিশ লিবারেলইজমে বিশ্বাসী হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর অর্থাৎ বঙ্গ বিভাগের দিনটির অব্যবহিত আগে পর্যন্ত হুইগ নিয়মতন্ত্রী রাজনীতি অনুযায়ী সংবাদপত্রে ইংরেজী ভাষায় প্রবন্ধ, বিবৃতি, স্মারকলিপি, আবেদনপত্র, প্রতিবাদসভা ও প্রতিনিধিদল প্রেরণ প্রভৃতির মাধ্যমে মহানুভব বৃটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ বাস্তবায়ন থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজ হুইগদের আত্মশ্লাঘায় তাঁরাও অংশভাক হয়েছিলেন এই বিশ্বাসে যে ভারতে বৃটিশ শাসন কল্যাণব্রতী ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান গুলোর ক্রমবিকাশের মাধ্যমে নিয়মতন্ত্রী পদ্ধতিতে রাজনৈতিক প্রগতির পথে ভারত অগ্রসর হচ্ছে। বৃটিশ ভারতে পার্লামেণ্টারী পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য এবং এর মাধ্যমেই ভারত স্বরাজ লাভ করবে এবং তাঁরাই বৃটিশ শাসকের শূন্যস্থান ক্রমে ক্রমে পূরণ করবেন এ বিশ্বাস তাঁদের ছিল।[৬] কিন্তু এই হুইগ কিংবদন্তী যে কত অসার ও প্রতারনামূলক ছিল তা ভাইসরয় কার্জনের এই মন্তব্যে বোঝা যাবে, "The Bengalis, who like to think themselves a nation, and who dream of a future when the English will have been turned out, and a Bengali Babu will be installed in Government House, Calcutta, of course bitterly resent any disruption that will be likely to interfere with the realisation of this dream. If we are weak enough to yield to their clamour now. we shall not be able to dismember or reduce Bengal again ; and you will be cementing and solidifyeing, on the eastern flank of India, a force already formidabe, and certain to be a source of increasing trouble in the future.[৭] কার্জনের এই

---

৬. জে. এইচ. ব্রুমফিল্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা, ১৭।

৭. ১৯০৪ এর ১৭ই ফেব্রুআরী কার্জন চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাওয়ার সময় ট্রেনে ভারত-সচিব ব্রোডরিককে এ কথাগুলো লিখেছিলেন।

www.pathagar.com

উক্তি থেকে বাংলাকে বিভক্ত করার পেছনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভাইসরয় হয়ে ভারতে আসার পরই ১৮৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কার্জন কোলকাতা করপোরেশনের নির্বাচিত বাঙ্গালী সদস্যদের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিলেন। একই ভাবে ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট জারী করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্ণিং বডিতে সরকার মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল।

ভদ্রলোক শ্রেণী যেসব সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে ১৯০৩-১৯০৫ পূর্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তাঁদের নিয়মতন্ত্রী প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল সুরেন্দ্রনাথের "The Bengalee" ও মতিলাল ঘোষ সম্পাদিত "Amrita Bazar Patrika" এই দুটো দৈনিক। বাঙ্গালী পরিচালিত বাকী ইংরেজী পত্রিকাগুলো ছিল "Hindoo Patriot", "The Indian Mirror", "Indian Nation" ও বিপিনচন্দ্র পালের "The New India"। বাংলা দৈনিক ছিল পাঁচটি। এগুলোর মধ্যে মাত্র দুটি "দৈনিক হিতবাদী" ও "সন্ধ্যা" র রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল। সাপ্তাহিক গুলোর মধ্যে "বসুমতী", "সঞ্জীবনী" ও "বঙ্গবাসী" ছিল বিখ্যাত। ইংরেজ মালিকানা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পক্ষে ছিল "The Statesman", "Empire", "Englishman" ও "Indian Daily News"।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যানার্জী নামে বেশী পরিচিত ছিলেন, ১৮৪৮-১৯২৫) ১৮৭৬ সালের ২৬ জুলাই বাংলার মধ্য শ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুখ্যত ভদ্রলোক শ্রেণীর দাবীদাওয়া, অভিযোগ ও বিক্ষোভকে ব্রিটিশ লিবারেলইজমের নিয়মতন্ত্রী পদ্ধতিতে প্রকাশ করবার জন্য। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনকও ছিলেন তিনি। কোলকাতা কেন্দ্রীক ভদ্রলোক ও বাঙলাদেশের মধ্যশ্রেণীর জনমত গঠন ও তাদের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংগঠিত করার প্রধান দায়িত্ব ও নেতৃত্ব সুরেন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন।[৮] ভারত সরকারের সচিব এইচ. এইচ. রিজলীর ১৯০৩

৮. সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে দেখুন তাঁর নিজের লেখা *A Nation in the Making* Calcutta, 1925.

www.pathagar.com

সালের ১২ই ডিসেম্বরের বিখ্যাত চিঠিটিতে যখন প্রথম বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব বিশদভাবে প্রকাশিত হয়েছিল,[৯] বাংলার ভদ্রলোক শ্রেণীর অবিসংবাদিত নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী নরমপন্থীদের প্রতিষ্ঠিত নীতিতে তার নিজস্ব পত্রিকা দি বেঙ্গলীতে লিখেছিলেন, "We object to the proposed dismemberment of Bengal nnd we are sure the whole country will rise as one man to protest against it."[১০] বাংলার জমিদার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য ১৮৫১ সালেই গঠিত হয়েছিল "দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন।" রিজলীর বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ১৯০৪ সালের ১৮ই মার্চ কোলকাতা টাউন হলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত করলেন।[১১] উত্তর পাড়ার জমিদার, বেঙ্গল ও ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ও অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্যারীমোহন মুখার্জী সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। সভায় নাটোরের জমিদার সহ ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সীতানাথ রায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, লালমোহন ঘোষ ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখরা রিজলীর প্রস্তাবিত বাংলাবিভাগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ ও নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সভার পক্ষ থেকে ভারত সচিবের কাছে পাঠানো স্মারক পত্রে বলা হলো, "...the division of the Bengali nation into separate units and the disruption of its historical, social and linguistic ties will seriously interfere with the intellectual, social and material progress of the people.[১২] খুবই সত্য কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের নেতৃত্বে বাঙলাদেশ যে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারেনা এ সত্যটি উপলব্ধি করতে তাঁরা সে সময় সক্ষম হননি।

---

৯. *Papers Relating to the Reconstution of Bengal and Assam*, London, 190 .

১০. *The Bengalee*, 13 December, 1903.

১১. P. Mukherji, *All About Partition*, India Office Library Tract, London 1905, পৃষ্ঠা ৫৬-৭২।

১২. *Further Papers Relating to the Recanstiiution of Bengal.*

www.pathagar.com

এর আগে "বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের" অনারারী সেক্রেটারী সীতানাথ রায় বাহাদুর ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙলা সরকারের চীফ সেক্রেটারীর কাছে একটি স্মারকলিপিতে তাঁর সংগঠনের অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছিলেন, "The Committee now crave leave to point out the evil results that would follow from the linguistic and educational points of view. Bengali has been the mother-tongue, so to speak of all Muhammadans inhabiting Bengal Proper, and as such it is a language or dialect which is spoken by far a much larger number of people than any other tongue in India. Of all the vernacular language, Bengali is the most complete and perfect and has a literature of its own...From a common language, a common metropolis a common administration, a common university, common ties and commerce and religion and several other things in common between Eastern and Western Bengal, the inhabitants of both parts, men of culture, men of light and leading freely mix on a common platform in the metropolis...it would be nothing short of a calamity to dismember Bengal Proper, to forcibly disrupt immemorial ties and to divide Bengali-speaking race into two sections, absorbing and merging one section into backward race inhabiting Assam।[১৩] লক্ষ্যনীয় যে ১৮ই মার্চে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভায় সীতানাথ রায় বাহাদুর তাঁর বক্তৃতায় একই যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন "I say it is no light matter for 11 millions of people to be driven to a strange land, to uncongenial clime, to the land of kalajoar (কালাজ্বর) or black fever and to be forced to form allaince with strange people with whom we have nothing in common".[১৪] কিন্তু ১৮৭৬ সালে যখন আসামকে বাংলা থেকে পৃথক করে একজন চীফ কমিশনারের অধীনে দেয়া হয়েছিল তখন বাঙলার ভদ্রলোক শ্রেণী আসামকে স্বতন্ত্র করার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। আসামী ভাষা

১৩. P. Mukherji পূর্বোক্ত., পৃষ্ঠা, ৬৪।

১৪. Further Papers.....পূর্বোক্ত।

www.pathagar.com

বাংলারই একটি উপভাষা ও আসামীরা বাঙালীর জ্ঞাতিভাই এবং আসাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ এসব যুক্তি তখন তাঁরা দিয়েছিলেন। অবশ্য সীতানাথ রায়ের স্মারকলিপিটিতে সেকুলার জাতীয়তাবাদী চিন্তা ধারায় এক অবিভক্ত বাঙালী জাতীর কথা উল্লেখ করে বঙ্গ বিভাগের বিরোধিতা করা হয়েছে। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গবাসী মুসলমানরা যে বাঙালী এ স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

১৯ শে মার্চ বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারী ডব্লিউ. পার্সন্স বাঙলা সরকারের চীফ সেক্রেটারীকে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে একটি স্মারকলিপি পাঠালেন। স্মারকলিপির পরিশিষ্টে তিনি ক্যালকাটা বেলড জুট অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী তিনজনের তাঁর কাছে লেখা চিঠিও তিনি সংযোজন করেছিলেন।[১৫] স্মারকলিপিগুলোর প্রধান বক্তব্য ছিল যে বঙ্গভঙ্গর ফলে বাঙলার বানিজ্য ও শিল্পের ক্ষতি হবে। এই সবগুলো সংগঠনই ছিল শ্বেতাঙ্গদের অর্থাৎ ভারতের 'পাওয়ার এলিট'দের।

১৯ শে ফেব্রুআরী বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অনারারী সেক্রেটারী মহারাজ প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর বাঙলা সরকারের চীফ সেক্রেটারীর কাছে বঙ্গভঙ্গর বিরোধিতা করে স্মারকলিপি পাঠালেন।[১৬] বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের থেকে বেরিয়ে আসা সংগঠন বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডারস অ্যাসোসিয়েশনের অনারারী সেক্রেটারী ১লা মার্চ বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারীকে তাঁদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি পাঠালেন।[১৭] ৩০ শে মার্চ ডব্লিউ পার্সন্স বাঙলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী কাছে আরেকটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন।[১৮] এই চিঠির পরিশিষ্টে তিনি এবার ভারতের শ্বেতাঙ্গ চা ব্যবসায়ীদের শক্তিশালী সংগঠন ইণ্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর তাঁকে লেখা একটি চিঠি সংযোজন করেছিলেন।

১৫. ঐ
১৬. ঐ
১৭. ঐ
১৮. ঐ

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গের ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের নির্মাণ কোলকাতা কেন্দ্রীক বানিজ্য কোম্পানীগুলোকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করবে তাদের এই আশঙ্কা হয়েছিল।[১৯]

বাঙলার ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীভুক্ত আশরাফ মুসলমানদের সংগঠন "সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন" ১৮৭৬ সালে অবাঙ্গালী সৈয়দ আমীর আলী ও সৈয়দ আমীর হোসেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর আগে অবশ্য আবদুল লতীফ ১৮৬৩ সালে মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি গঠন করেছিলেন।[২০] ১৭ ই ফেব্রুআরী সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের অনারারী সেক্রেটারী সৈয়দ আমীর হোসেন বাঙলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী কাছে বঙ্গভঙ্গর বিরোধিতা করে একটি স্মারকলিপিতে লিখলেন, "... a readjustment of the territorial limits of Bengal, either on the smaller or the larger scale suggested...is neither necessary nor desirable... my Committee are of opinion that no portion of the Bengali speaking race should be separated from Bengal without the clearest necessity for such separation, and they think, in the present case, such necessity does not exist,... the people of Chittagong divsion, of Dacca and Mymensingh, have hitherto looked to Calcutta for inspiration and guidance. The best College and the best Madrassas are in Calcutta, and students from these quarters are flowing here in daily increasing numbers...Finally my Committee beg to suggest that should the Government be determined upon the proposed transfer, a determination that My Committee will very much deplore, the least it can compensate the people for their losses,

---

১৯. এ বিষয়ে দেখুন Shireen H. Osmany, The First Partition of Bengal and the Port of Chittagong, *The Dacca University Studies*, vol. XXXII, June, 1980.

২০. উনিশ শতকে বাঙলার মুসলমানদের বিষয়ে দেখুন, Sufia Ahmed, *Muslim Commuuity in Bengal* 1884-1912, Dacca, 1974.

www.pathagar.com

is to found a Lieutenant Governorship for the reconstituted provinces of Assam, with that of Bengal, and a Board of Revenue charged with the Revenue administration of the province.[২১]" লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে সীতানাথ রায় ও সৈয়দ আমীর হোসেনের স্মারকলিপির যুক্তিগুলো একই ধরনের। দুটো লিপিতেই বাঙলা ভাষী বাঙালী জাতীকে বিভক্ত করা অসমীচিন ও অপ্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চশ্রেণীভুক্ত মুসলমানদের প্রাথমিক পর্যায়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করার কারন হচ্ছে রিজলীর ৩রা ডিসেম্বরের প্রস্তাব অনুযায়ী চট্টগ্রাম বিভাগকে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাসহ চীফ কমিশনার শাসিত পশ্চাৎপদ আসামের সঙ্গে যোগ করলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা উপকৃত হবে না, এই বিশ্বাস। কারণ নতুন প্রদেশে লেফটেনাণ্ট গভর্ণর, লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, হাইকোর্ট, বোর্ড অব রেভিনিউ, বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসা প্রভৃতি না থাকলে এবং ভারত-সাম্রাজ্যের সবচেয়ে উন্নত ও অগ্রসর প্রদেশ ভাইসরয়ের আবাসস্থল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী কোলকাতার আওতাবহির্ভূত হয়ে অধস্তন চীফ কমিশনারের শাসনাধীন হলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের বৃটিশ শাসন প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার অবসান ও কোলকাতার উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের পেশা এবং নেতৃত্ব ক্ষতিগ্রস্থ হবে, এ রকম আশঙ্কা তাঁদের হয়েছিল। সেজন্য সৈয়দ আমীর হোসেন যেন অনেকটা নিমরাজী হয়েই বলছেন যে বঙ্গ বিভাগ যদি করতেই হয় তবে নতুন প্রদেশে যেন একজন লেফটেনাণ্ট গভর্ণর, লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ও বোর্ড অব রেভিনিউ দিয়ে বৃটিশ ক্ষতি পূরণ করে।[২২]

এভাবে রিজলীর বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা ১৯০৩ এর ৩রা ডিসেম্বর প্রকাশিত হবার পর প্রাথমিক পর্যায়ে উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোক ও আশরাফ মুসলমানরা একই ধারায় নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের কথা ভেবে বঙ্গভঙ্গর বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু ১৯০৫ এর ১৬ অক্টোবরের পর

২১. Further Papers.....পূর্বোক্ত।
২২. ঐ

www.pathagar.com

থেকে আশরাফ মুসলমানদের মনোভাব ও আচরণ দ্রুত পাল্টাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা বঙ্গ বিভাগের জঙ্গী সমর্থক হয়ে ওঠেন। কারণ চূড়ান্ত ঘোষনায় পার্বত্য ত্রিপুরা, রাজশাহী বিভাগ, মালদা জেলাও পূর্ববর্তী প্রস্তাবের চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার সাথে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এবং তাঁদের দাবী মোতাবেক লেফটেনাণ্ট গভর্ণর, লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, বোর্ড অব রেভিনিউসহ কোলকাতা হাইকোর্টের অধিকার ক্ষেত্র নতুন প্রদেশে অক্ষুন্ন থাকার ফলে তাঁদের সুযোগ-সুবিধাহানির যে আশঙ্কা ১৯০৩-১৯০৪ সালে তাঁরা করেছিলেন তা অপসৃত হয়েছিল। এ ছাড়া কার্জন, এণ্ড্রু ফ্রেজার (অবিভক্ত বাঙলার লেঃ গভর্ণর) ব্যামফিল্ড ফুলার (নব-গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেঃ গভর্ণর) ও এইচ, এইচ, রিজলী (ভারত সরকারের সচিব) প্রত্যেকেই উচ্চশ্রেণীর মুসলমান নেতা ও জনমতকে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আনবার জন্য ১৯০৩ সাল থেকেই চেষ্টা করেছিলেন। এ ব্যাপারে ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহকে তাঁরা কার্যকরী ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। নতুন প্রদেশে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫৪০ বর্গ মাইল আয়তনের মাঝে বসবাসকারী ৩ কোটি ১০ লক্ষ জনসংখ্যার সংখ্যা গরিষ্ঠ ১ কোটি ৮০ লক্ষ হলো মুসলমান ও ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু হলো সংখ্যালঘু অংশ।[২৩]

১৯০৫ এর ১০ই জানুয়ারী কোলকাতা টাউন হলে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ১৯০৪ সালের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি প্রাক্তন শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান সার হেনরী কটনের সভাপতিত্বে বাংলা বিভাগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলনে কোলকাতার বাইরে থেকে ৩০০ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছেলেন।[২৪] ভারত-সচিব (সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া) ৯ই জুন বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি

---

২৩. P. Mukherji, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭।

২৪. Haridas and Uma Mukherji, *India's Fight for Freedom or The Swadeshi Movement* 1905-1906, Calcutta, 1958. পৃষ্ঠা, ৩০-৩১।

www.pathagar.com

দেবার পর ৭ই জুলাই সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বেঙ্গলীতে 'A Grave National Disaster' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। প্রবন্ধে সুরেন্দ্রনাথ, "forwarn the Government of an impending national struggle of the greatest magnitude in case Government did not reverse their decision...But let not the Government lay the flattering unction to its soul that the country will acquiesce in these monstrous proceedings with a strenous and persistent struggle in which no expense or sacrifice will be grudged and in which the people will not fail to take the utmost advantage of the constitutional resources at their disposal. We are not guilty of the smallest exaggeration when we say that we are on the threshold of an agitation, which, for its intensity and its universibility, will be unrivalled in the annals of this province."[২৫] কোলকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। ৭ই আগষ্ট কোলকাতা টাউন হলে মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে এক বিশাল জনসভায় প্রথমবারের মতো বৃটিশ পণ্য বর্জন বা 'বয়কট' করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। কিন্তু তখনও বৃটিশ সরকারের মহানুভবতায় যে কোলকাতাবাসী ভদ্রলোক শ্রেণীর বিশ্বাস পুরো নষ্ট হয়ে যায়নি তার প্রমান পাওয়া যাবে সভাপতি মনীন্দ্র চন্দ্রের এই অদ্ভূত দাবীতে যে বৃটিশ সরকারকে পরামর্শ দেবার বংশগত অধিকার তাঁর আছে কারণ, "My house has been associated with the genesis of British rule. The founder of my family was a friend of Warren Hastings and on a critical occasion saved his life."[২৬] এবং বয়কট প্রস্তাব উত্থাপক নরেন্দ্রনাথ সেন এর এই বক্তৃতায়, "I sincerely wish that the occasion had not risen at all to formally move such a resolution ...I do not know whether and to what extent it will be effective ...our object is not retaliation but vindication of our rights,

২৫. Prithwischandra Ray, *The Case Against the Break-up of Bengal*, Calcutta, 1905, p. VI.

২৬. P. Mukherji' পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০১-২।

www.pathagar.com

our motto is 'Defence, not Defiance'. Let us hope, as we pray, there is yet statesmanship left in England."[২৭]

বস্তুতপক্ষে ১৯০৩-১৯০৫ পর্বে ভদ্রলোক শ্রেণীর রচিত পুস্তিকা, স্মারক-লিপি, প্রবন্ধ এবং বক্তৃতা, বিবৃতি ও প্রতিবাদ সভায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে যেসব যুক্তি দেখানো হয়েছে তা যেন আদালতে বিচারপতির সামনে উকীল কর্তৃক মামলার স্বপক্ষে উত্থাপিত সুশৃঙ্খল ও পুঙ্খানুপুঙ্খ যুক্তিমালার কথাই মনে করিয়ে দেয়। এভাবে ১৯০৫ এর ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ বিভাগ কার্যকর হবার মধ্যদিয়ে হুইগ দর্শনে বিশ্বাসী সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে মডারেট নিয়মতন্ত্রী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায় কোন ফল ছাড়াই শেষ হয়েছিল। প্রমাণিত হলো যে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের শক্তি, দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের অবতার লর্ড কার্জন ভদ্রলোক শ্রেণীকে আঘাত করতে ও তাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বৃটিশ লিবারেলইজম থেকে বঞ্চিত করতে মোটেই দ্বিধান্বিত নন্।

১৯০৫ সালের ৭ই অগাস্ট টাউন হলের সভায় বৃটিশ পণ্য বয়কটের প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যদিয়ে ভদ্রলোক শ্রেণীর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলো। ১৬ই অক্টোবর যখন প্রমাণিত হলো যে হুইগ বৃটিশের[২৮] মহানুভবতা ভারতে তাদের সমপক্ষীয়দের আবেদন-নিবেদন ও প্রতিবাদে বিচলিত নয়, তখন ভদ্রলোক শ্রেণী তাঁদের রণকৌশল পরি-বর্তন করলেন। জন্ম হলো "স্বদেশী" আন্দোলন। "স্বদেশী" আধুনিক বাঙলার ইতিহাস প্রথম ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন যা বাঙলার সমাজকাঠামোকে দীর্ণ করেছিল বিপুল ঘটনাবিস্তার ও অভূতপূর্ব হিংস্রতায়। আদর্শের জন্য রক্তাক্ত আত্মদান ও হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা "স্বদেশী" আন্দোলনের হিংস্রতা ও স্ববিরোধী চরিত্র প্রকাশ করেছে। বাঙলাদেশে পরবর্তীকালের বাঙলার সব রাজনৈতিক আন্দোলনের পূর্ব

২৭. ঐ

২৮. কার্জন অবশ্য টোরী ছিলেন।

www.pathagar.com

স্থরী ও পরিকৃত ছিল স্বদেশী।[২৯] বাঙালী জাতির ভবিষ্যতও নির্ধারণ করেছিল বঙ্গভঙ্গজাত স্বদেশী আন্দোলন। এ যুগে ভদ্রলোক শ্রেণীর নতুন নেতা হলেন "র‍্যাডিক্যাল" বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ ও বিখ্যাত চিত্তরঞ্জন দাশ। গুপ্ত সমিতি, রাজনৈতিক হত্যা ও সন্ত্রাসবাদ, ব্যক্তিগত বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মোৎসর্গ, অসহযোগ সত্যাগ্রহ, ধর্মঘট, বন্ধ, পিকেটিং, অনশন প্রভৃতি রাজনৈতিক রণকৌশল স্বদেশী যুগেরই অবদান। স্বদেশীর প্রতিক্রিয়া হিশেবেই বাংলায় জন্ম হয়েছিল মুসলিম স্বাতন্ত্রবাদ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা।[৩০]

স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের ও রণকৌশল সাধারণত নরমপন্থী (মডারেট) ও চরমপন্থী (এক্সট্রিমিস্ট) এই প্রধান দুই দলে ভাগ করা হয়েছে। এই বড় দুটো ধারার মাঝে আসলে কয়েকটি ভিন্নধর্মী উপধারাও ছিল। কিন্তু স্বদেশী যুগের প্রতিভাবান ও মনীষাসম্পন্ন নেতা ও কর্মীদের গভীর দেশপ্রেম ও অসাধারণ বীরত্ব সত্ত্বেও স্বদেশী আন্দোলনকে উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক শ্রেণী বাঙলার গ্রামবাসী কৃষক জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারেননি, তাদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাতে পারেননি। তাঁরা নিজেরাও এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী তাঁর "নব্যভারত" পত্রিকার ১৯০৬ সালের পৌষ সংখ্যায় লিখেছিলেন "নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ৯০ শতাংশরও বেশী মানুষ স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি নির্বিকার রহিয়াছে।"[৩১]

বাঙলার ভদ্রলোক শ্রেণীর ট্রাজেডী এইখানে। প্রথমত ভদ্রলোক শ্রেণী ছিল উচ্চবর্ণভুক্ত হিন্দু যাঁদের পক্ষে বাঙলার রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব কখনই নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান

---

২৯. স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো গবেষণাগ্রন্থ, Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement In Bengal* 1903-1908, Calcutta 1963.

৩০. J. H. Broomfield, পূর্বোক্ত, স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তী বাঙলার রাজনীতির সমাজতত্ত্ব, Chapters I থেকে VII.

৩১. দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, নব্যভারত পৌষ ১৩১৩ (ডিসেম্বর ১৯০৬-জানুয়ারী ১৯০৭)

www.pathagar.com

ছোটোলোকদের সাথে ভাগ করে নেয়া সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত যে য়ুরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ও বুর্জোআ আদর্শে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন ও বাংলাদেশে যেসব বৃটিশ প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠানকে নির্ভর করে তাঁদের সামাজিক নেতৃত্ব টিকে ছিল যেমন আমলাতন্ত্র, সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন ব্যবসা, আইন পরিষদ, প্রকাশনা শিল্প প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত ছিল। রীতিসিদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক ইংরেজী শিক্ষা ছিল ভদ্রলোক শ্রেণীতে প্রবেশের একমাত্র পথ, কিন্তু নিম্নবর্ণ ও মুসলমানদের এই শিক্ষা থেকে বিরত রাখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঐসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকদের নিরঙ্কুশ অধিকার ক্রমেই বিলীন হওয়া ছাড়া পথ ছিল না। তৃতীয়, তাঁদের সমাজপতির স্থানটি অক্ষুন্ন রাখতে হলে ক্রমপ্রসারমান পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার বিকাশ রোধ করা ছাড়া উপায় ছিল না, অথচ হুইগ আদর্শে বিশ্বাসী ভদ্রলোক শ্রেণীর পক্ষে এমন আচরণ করাও সম্ভব ছিল না। চতুর্থত, স্বদেশী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হিশেবে মুসলিম স্বাতন্ত্রবাদের জন্ম হয়েছিল যা বাঙলায় হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর অবিসংবাদিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর ছিল সবচেয়ে বড় আঘাত। বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার অংশগ্রহণ ছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পক্ষে যেখানে জাতিবর্ণে অনতিক্রম্য দেয়াল ডিঙিয়ে ছোটলোকদের সাথে একাত্ম হওয়া সম্ভব হয়নি সেখানে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরা খুব সহজেই বিশাল মুসলমান কৃষকশ্রেণীকে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ও স্বদেশীর বিপরীতে মুসলিম স্বাতন্ত্র বাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পঞ্চমত, উচ্চবর্ণভুক্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর নেতাদের দেশাত্মবোধক ও জাতীয়তাবাদী কল্পনা ও রচনায় হিন্দুধর্মের প্রভাব ও প্রতীক না এসে সম্ভব ছিল না। জাতি বলতে ভারতে চিরকাল বর্ণ ও স্বধর্ম বোঝায় তাই ভদ্রলোক শ্রেণীর জাতীয়তাবাদ সেকুলার আদর্শে গঠিত হওয়া সত্ত্বেও তা বর্ণ ও ধর্মকে অতিক্রম করে পুরো জাতীকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। ষষ্ঠত, আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা ভদ্রলোক শ্রেণীর একচেটিয়া হওয়ায় বাঙলার নিরক্ষর ও অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমান

www.pathagar.com

ছোটজাতগুলোর সাথে কার্যকরভাবে মানসিক যোগাযোগ সৃষ্টি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।[৩২]

উচ্চবর্ণভুক্ত হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও 'স্বদেশীর' ধর্মীয় চরিত্র আন্দোলনের ঘটনাগুলোর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের রণহুঙ্কারে পরিণত হয়েছিল। ভদ্রলোক শ্রেণীর শক্তি প্রতীক ব্যবহারের প্রতি অনুরাগ স্বদেশীকে হিংস্রতা অবলম্বনে সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। ১৯০৫ এর ২৮ শে সেপ্টেম্বর ছিল মহলয়া। ঐ দিনটিতে কালিঘাটের বিখ্যাত কালীমন্দিরে পূজা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৃটিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেয়া হয়েছিল।

২৪ ও ২০ শে সেপ্টেম্বরের দুটো সভায় সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ বিভাগ বাস্তবায়নের দিন ১৬ই অক্টোবর "রাখী বন্ধন" দিবস ঘোষণা করলেন।[৩৩] গেরুয়া সূতো জাতিবর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সব বাঙালীর হাতে বেঁধে কবির বাঙালী জাতির অখণ্ডতা ও অবিভাজ্যতা প্রমাণ করবার এই প্রচেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। এর আগে ২২ শে সেপ্টেম্বর কোলকাতার টাউন হলে বিখ্যাত বাগ্মী (ইংরেজী ভাষায়) লালমোহন ঘোষের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হলো।[৩৪] বঙ্গ বিভাগের পরে দুই বাঙলার ঐক্য ও সংহতি টিকিয়ে রাখার জন্য একটি 'ফেডারেশন' গঠন করবার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হলো। ৫ই অক্টোবর একটি ঘোষণায় বলা হলো এই উদ্দেশ্যে একটি মিলানায়তন নির্মাণ করা হবে এবং ১৬ই অক্টোবর তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার দিন ধার্য হলো। ১৬ই অক্টোবর চিৎপুর রোডে ৫০ হাজার লোকের উপস্থিতিতে "খণ্ডিত বঙ্গভূমির অবিচ্ছেদ্য বন্ধনকে চিহ্নিত ও অক্ষুণ্ণ রাখার" প্রতীক হিশেবে ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান আনন্দ মোহন বসুর সভাপতিত্বে শুরু হলো।

---

৩২. এ বিষয়ে ব্রুমফিল্ড ও সুমিত সেন এর বই দুটির উপসংহারএ অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করা হয়েছে।

৩৩. Bengalee 26 and 28 September, 1906.

৩৪. Haridas and Uma Mukherjee, *op. cit.* পৃষ্ঠা, ৭৩।

www.pathagar.com

সভায় এই ইংরেজী ঘোষনাটি পাঠ করা হয়েছিল, "whereas the Government has thought fit to effectuate the partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengalii Nation, we hereby pledge and proclaim that we, as a people, shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our province and to maintain the integrity of our race, So God help us."[৩৫] সভার পর সভায় যোগদানকারীরা সুরেন্দ্রনাথসহ নগ্নপদে দুমাইল দূরবর্তী বাগবাজারে পশুপতি বসুর গৃহে সমবেত হয়ে আরেকটি সভায় মিলিত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য ৭০ হাজার টাকা চাঁদা তোলেন।[৩৬]

মহান জাতীয় নেতা সুরেন্দ্রনাথের আচরনেও 'স্বদেশীর' হিন্দু চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেবমূর্তির সামনে স্বদেশী প্রতিজ্ঞা নেয়ার পরিকল্পনা একটি মন্দিরের সামনে স্বদেশী সভায় ভাষণ দেয়ার সময় কীভাবে তাঁর মাথায় এসেছিল সে সম্পর্কে আত্মজীবনীতে তিনি বলছেন, "As I spoke and had my eyes fixed upon the temple and the image, and my mind was full of the associations of the place, in a moment of sudden impulse I appealed to the audience to stand up and to take a solemn vow in the presence of the god of their worship. I administered the vow, and the whole audience, standing, repeated the words after me."[৩৭] বৈদ্যবাটির কালিমন্দিরেও একটি সভায় অনুরূপভাবে স্বদেশী আন্দোলন সফল করার শপথ নেয়া হয়েছিল।[৩৮] স্বদেশীর হিন্দু চরিত্রের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে বীরভূম থেকে প্রচারিত এই ইস্তাহারটি,

"Bande Mataram

Sir, you are the son of a Hindu, and are in the habit

---

৩৫. R.C. Majumdar, *History Of The Freedom Movement In India*, vol. II, পৃষ্ঠা ২৬-২৭।

৩৬. ঐ পৃষ্ঠা, ২৭।

৩৭. Surendranath Banerji, *op. cit.*, পৃষ্ঠা, ২২৮-২২৯।

৩৮. Haridas and Uma Mukherjee, *op. cit.*, পৃষ্ঠা, ৬০।

www.pathagar.com

of worshipping gods and Brahmins. Our humble request is that you should not use sugar and salt, refined with the blood and bones of cows and pigs, in worshipping gods and offering oblations to your forefathers. This is the injunction of the Shastras. We are sons of Hindus and should not disregard Shastras."[৩৯]

১৯০৩ এর ডিসেম্বরে রিজলীর বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের পর প্রাথমিক পর্যায়ে কলকাতাবাসী উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিত করেছিলেন। পরে কয়েকজন বিশিষ্ট বাংগালী মুসলমান নেতা স্বদেশীর সক্রিয় সমর্থক হয়েছিলেন।[৪০] এদের মধ্যে আবুল কাসেম, আবদুল হালিম গজনবী, আব্দুর রসুল, আবুল হুসেন, দিন মোহাম্মদ, দিদার বক্স, লিয়াকত হুসেন, আব্দুল গফুর এবং ইসমাইল হুসেন সিরাজী প্রমুখরা পূর্ব বাংলায় স্বদেশী নেতা হিসেবে বিশিষ্ট হয়েছিলেন। ১৯০৫ এর ২৩শে সেপ্টেম্বর কোলকাতার রাজাবাজারে আব্দুর রসুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে আব্দুর রসুল বলেছিলেন, "We both Hindus and Muhammadans here belong to the same mother country-Bengal." সভায় আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ় লক্ষ্যে এবার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, "(I) recording the protest of the Mahomedan community against the current report to the effect that they had no sympathy with the measure adopted by the Hindus for the amelioration of their country and offering their support to the Hindus; (ii) expressing their desire to join the Hindus not merely regarding the Partition but also other matters; (iii) and also expressing their strong support in favour of the use of Swadeshi goods."[৪১]

---

৩৯. ঐ পৃষ্ঠা, ২৭।

৪০. Sumit Sarkar, *op. cit.*, Chapter VIII.

৪১. Haridas and Uma Mukherjee, পৃষ্ঠা, ৬৯।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য মুসলমান স্বদেশী নেতাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী ৪২ বছর বাংলার রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতার দুটো যুধ্যমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

বাংলার প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন এভাবে দেশের জন্য মর্মান্তিক পরিণতি বয়ে এনেছিল চতুর্থ দশকের শেষে। স্বদেশী যুগের শেষ বিপ্লবী নেতা চিত্তরঞ্জণ দাশ সমন্বয়ের মাধ্যমে বাঙলার হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী ও মুসলিম স্বাতন্ত্রবাদীদের ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে একমাত্র তিনি ঐতিহ্যাশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গী ও জাতিবর্ণের বাধা ভেঙ্গে বাঙ্গালীকে মেলাতে চেয়েছিলেন।[৪২] কিন্তু তিনি ছিলেন একা এবং শেষ পর্যন্ত যে ভদ্রলোক শ্রেণী ১৯০৫ সালে বাঙলাকে বিভক্ত করার প্রতিবাদ এমন গৌরবময় স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন ১৯৩৭ এর পর বাংলার রাজনীতিতে মুসলমান মধ্যশ্রেণীর কাছে নেতৃত্ব হারানোর আতঙ্কে তাঁরাই শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে বাংলাকে দুভাগ করার পক্ষে রায় দিলেন। ব্রুমফিল্ডের ভাষায়, "The basic objective of British policies in Bengal throughout this half-century was to combat Hindu bhadrolak exclusiveness, but the tragic effect of those policies was to reinforce that very characterstic. By their actions the British gave encouragement to the separatists, and when they finally yielded power it could only be to the opposing government of a divided Bengal."[৪৩]

---

৪২. J. H. Broomfield, *op. cit.*, Chapters VI and VII.

৪৩. ঐ, পৃষ্ঠা, ৩৩১।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গে প্রতিক্রিয়া

মুনতাসীর মামুন

বঙ্গভঙ্গ সংক্রান্ত রিজলীর বিখ্যাত চিঠিটি ১২ ডিসেম্বর, ১৯০৩ সনে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড বাঙলা জুড়ে যে জন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, বৃটিশ সরকার বোধহয় তা আশা করেনি। অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয়তে, জনসভায়, স্মারকলিপি এবং প্রচার পুস্তিকায় এ কথাই বারবার তুলে ধরা হয় যে, ব্রিটিশ সরকার নীতি বহির্ভূত কাজ করেছেন। প্রথমদিকে পত্র-পত্রিকায় এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিনীতভাবে প্রতিবাদের আহ্বান জানানো হয় কিন্তু পরবর্তীকালে এ সুর পাল্টে যায় এবং ব্রিটিশ সরকার সরাসরি আক্রমনের শিকার হয়ে পড়েন।

বঙ্গভঙ্গের পক্ষে এবং বিপক্ষে পূর্ব বঙ্গে জোরালো আন্দোলন হয়েছিল। প্রথমদিকে আন্দোলনের ধারা ছিল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কিন্তু পরে বঙ্গভঙ্গের পক্ষেও জনমত গড়ে উঠেছিল।

ঢাকা যেহেতু ছিল পূর্ব বঙ্গের প্রধান নগর সেহেতু ঢাকাতে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছিল তীব্র। রিজলীর চিঠিটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা তথা পূর্ব বঙ্গের প্রধান বাঙলা পত্রিকা 'ঢাকা প্রকাশ' লিখলো প্রাচীনকাল থেকেই 'বঙ্গদেশ' অবিচ্ছিন্ন এবং মুসলমান সম্রাটরাও কখনো এর সীমানা সংকোচন করেন নি। কিন্তু বৃটিশ সরকার এখন এই প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করতে চান কারণ তারা 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতির সমর্থক। বাঙ্গালীদের কাছে পত্রিকাটি এই বলে আবেদন জানালো—"……ভাই বঙ্গবাসী, এই বিষম বিপ্লবকর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, বাঙ্গালী জাতির কি সর্বনাশ সংঘটিত হইবে একবার তাহা নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? ……অতএব স্বদেশের জন্যে স্বদেশীদের জন্যে, যে কোন বঙ্গ সন্তানের শ্রদ্ধা আছে

www.pathagar.com

তাহাদের প্রত্যেকের কর্তব্য, এই প্রলয়ঙ্কর প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জাতীয় অসন্তোষচিহ্ন ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট স্থাপন করেন।"[১] শুধু তাই নয়, সাধারণ লোকদের অনুপ্রানিত করে তোলার উদ্দেশ্যে পরের সপ্তাহেই পত্রিকাটি লিখলো— 'রাজ পুরুষের কুটিল কটাক্ষ দেখিয়া ভীত হইও না। পুরুষ পরম্পরাগত পৈত্রিক সম্পত্তি 'বাঙ্গালী' আখ্যা রক্ষার নিমিত্ত যদি আত্মোৎসর্গে বিমুখ হও, তবে ধরা পৃষ্ঠ হইতে যত শীঘ্র তোমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় ততই মঙ্গল।'[২]

ঢাকার প্রথম প্রতিবাদ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ধানকোরার জমিদার বাড়ীতে।[৩] সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধানত জমিদার, তালুকদার ও উকিলরা, এবং প্রতিবাদ, বিক্ষোভ জানাবার ও সংগঠিত করার জন্যে এ সভা একটি কমিটিও গঠন করেছিল। সভা শেষে কমিটির পক্ষ থেকে চীফ সেক্রেটারীর কাছে 'দৃঢ় কিন্তু শ্রদ্ধাবনত প্রতিবাদ' জানানো হয়।

পরবর্তীকালে এদের উদ্যোগেই দেশের বিভিন্ন অংশে জনসভা করে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি 'জনসাধারণ সভা' গঠন করা হয়।[৪] এ সভার পক্ষ থেকে ভারত সরকারের কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে সরকারের প্রস্তাবকে কার্যকর না করার আবেদন

১. ঢাকা প্রকাশ, ২০ ডিসেম্বর, ১৯০৩।
২. ঐ, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯০৩।
৩. ঐ। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ধানকোরার জমিদার হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, বক্তৃতা দেন রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর ও উকিল আনন্দ চন্দ্র রায়। শেষোক্ত দু'জন পূর্ববঙ্গে বাংলা বিভাগ প্রস্তাবের প্রতিবাদ আন্দোলনের অগ্রণী নেতা ছিলেন।
৪. ১৮৭৬ সালে শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগে ভারত সভা স্থাপিত হয়। পরে এর অনুকরণে এ ধরণের সভার উৎপত্তি হয় বিভিন্ন অঞ্চলে। "বরিশাল ও ঢাকার সভা "জনসাধারণ সভা" নামে অভিহিত হয়।।" উকিল শ্রেণী ছিলেন প্রধানত এ এসব সভার উদ্যোগী। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, আত্মকাহিনী, ১৯২২, পৃঃ ৯০।

www.pathagar.com

জানানো হয়। শুধু তাই নয় এ প্রসঙ্গে ঢাকা প্রকাশ মন্তব্য করলো, 'সমগ্র ভারতের রাজধানীতে উন্নীত হইয়াও যদি ঢাকা বঙ্গদেশ হইতে বিচ্যুত হয়' তথাপি ঢাকাবাসী [তথা পূর্ববঙ্গবাসী] তা' মেনে নেবে না কারণ 'আবহমান কাল হইতে আমরা বাঙ্গালী সন্তান : বাঙ্গালী আখ্যা আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি। পিতৃ প্রদত্ত অধিকার প্রানান্তেও পরিত্যাগ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। অধিবাসীবৃন্দের ন্যায্য আবেদন উপেক্ষিত হইলে, ইংরেজ রাজ্যের সমদর্শিতায় কলঙ্ক অর্জিত হইবে।'[৫]

বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করার জন্য এরপর জনসাধারণ সভা ২০ পৌষ ১৩১০ (১৯০৩)-এ বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে বাকল্যাণ্ড বাঁধের ওপর এক বিরাট জনসভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও জমিদার মৌলবী খলিলুর রহমান আবু জাইগম সাবির। চারটি মূল প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এ সভায়। প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়, যেহেতু এই অঞ্চলের সঙ্গে আসামের লোকদের শিক্ষা সংস্কৃতি সব কিছুতেই পার্থক্য আছে বা অন্যকথায় তারা অনগ্রসর সেহেতু আসামকে পূর্ব বঙ্গের সঙ্গে যোগ করা অন্যায়। দীনেশ চন্দ্র রায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করলে সমর্থন করেন রাজিউদ্দিন আহমদ।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হল, সরকারী প্রস্তাবের প্রতিবাদে মফস্বলে যে সব প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হবে সেখানে তা সংহত করে তোলার উদ্দেশ্যে এইখানে যে কমিটি নিয়োগ করা হবে সে কমিটি থেকে সদস্য প্রেরণ করা হবে। কাজিমুদ্দিন আহম্মদ সিদ্দিকী এই প্রস্তাব করেন এবং তা সমর্থন করেন রাধাবল্লভ দাস।

তৃতীয় প্রস্তাবে 'গভর্ণমেণ্টের উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ কার্য্যের ব্যয় নির্বাহার্থ অর্থসংগ্রহ এবং উক্ত বিষয়ে অন্যান্য আবশ্যক কার্য সম্পাদানার্থ' একটি কমিটি গঠন করা হয়। সবশেষে বাংলা বিভাগ প্রস্তাব কার্যকর করতে বাংলা গভর্ণমেণ্ট যেন তাড়াহুড়ো না করেন তার জন্যে আবেদন

৫. ঢাকা প্রকাশ, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯০৩।

www.pathagar.com

করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাব দুটো উত্থাপন করেন যথাক্রমে রাও সাহেব রতন মনি গুপ্ত এবং ডাঃ রাজকুমার চক্রবর্তী। সমর্থন করেন যথাক্রমে ডি মানুক এবং গোবিন্দলাল বসাক।

১৯০৪ সনের গোড়ার দিকে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ দৃশ্যে প্রবেশ করেন। ১১ জানুয়ারী (১৯০৪) বাংলা বিভাগ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার জন্যে স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে এক বৈঠকে তিনি আহ্বান জানান। আলোচনা চলাকালে নবাব এবং অন্যান্য সবাই সরকারী প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। অতপর নবাব নতুন এক প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটি ছিল— "আসাম, ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার ব্যতীত রাজশাহী বিভাগের অবশিষ্টাংশ এবং সম্ভবতঃ যশোহর ও খুলনা লইয়া, আসাম ভিন্ন অপর কোন উপযুক্ত নামকরণে, অপর কোন নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করিতে পারা যায় কিনা, যদি প্রস্তাবিত নূতন প্রদেশ কলিকাতা হাই কোর্টের এলাকার অধীন থাকে, এই নূতন প্রদেশের জন্যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল সহ একজন ছোট লাট শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং ঢাকাতে রাজধানী স্থাপিত হয়..." তা'হলে তারা সম্মত আছেন কিনা? উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ মতামত জ্ঞাপনের জন্যে দশদিন সময় নিয়ে ফিরে আসেন।[৬]

পরবর্তী কালে নবাব যদিও বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেছিলেন কিন্তু আমরা দেখছি, প্রস্তাবটি যখন সরকারী ভাবে কার্যকর হয়নি, অর্থাৎ প্রথম দিকে, তিনি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর নূতন প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ ধরণের একটি সিদ্ধান্তে হয়ত পৌঁছতে পারি যে, তিনি ঢাকাকে নতুন একটি প্রদেশের রাজধানী রূপে দেখতে চেয়েছিলেন। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন ঢাকার গৌরব বাড়লে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পাবে। এবং নতুন প্রদেশের জনমতও হয়ত তিনি বেশ কিছুটা নিজ নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারবেন।

নবাবের উপরোক্ত প্রস্তাব আলোচনার জন্য ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিক প্রভাবশালী আইনজীবী আনন্দচন্দ্র রায়ের বাসায় এক সভা আহ্বান

৬. ঐ. ১০ জানুয়ারী ১৯০৫।

www.pathagar.com

করা হয়। বিশিস্ট ব্যক্তি বর্গের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন হয় জমিদার তালুকদার নয় সরকারী কর্মচারী অথবা উকিল। দু'একজন মুসলমান উপস্থিত ছিলেন এ সভায়। এবং তাঁরা সবাই নবাবের প্রস্তাবে অসম্মতি জানান।

ঢাকায় আরেক জন প্রভাবশালী নাগরিক, বলিয়াদীর জমিদার কাজেম উদ্দিন আহমদ সিদ্দিকীর বাসায় 'মহম্মদীয়ান ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন এসোসিয়েশনের' এক সভা ডাকা হয় ১৯০৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী। সভায় প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়। তাদের একটি প্রধান যুক্তি ছিল-"—মহসীন ফণ্ডের উপকারীতা হইতে বঞ্চিত হইলে মুসলমান সম্প্রদায়ের অশেষ অনিষ্ট হইবে।"[৭]

পরের দিন নর্থব্রুক হলে একটি সভায় "মফস্বলবাসী জমিদার প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর ভূম্যধিকারীবর্গ, বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত' বাংলা বিভাগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই সভায় ন'টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঁচটি প্রস্তাব ছিল—এক ঃ এই বিভাজন বাংলা সাহিত্যের মান নীচু করবে এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে যে সামাজিক ঐক্য বিদ্যমাণ তা ছিন্ন করবে। দুই ঃ এই অঞ্চলের জনগণ বঞ্চিত হবে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সুবিধা থেকে এবং লোকাল বাজেট আলোচনার এবং লোকাল কাউন্সিলের একজন সদস্য নির্বাচনের সুযোগ হারাবে। তিন ঃ বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার জটিল আইন সমূহ, নতুন প্রদেশের নতুন কর্মচারীদের হাতে পড়ে আরো জটিল হয়ে উঠবে। চার ঃ উপযুক্ত বিদ্যায়তনের অভাবে এ অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার মানের অবনতি ঘটবে, এবং পাঁচ ঃ বাংলা বিভাগ প্রস্তাবের ফলে কলকাতায় থাকছে হাই কোর্ট অন্যদিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার কেন্দ্র থাকবে অন্য অঞ্চলে, ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারদের কর্মচারী নিয়োগ করার ব্যাপারে অসুবিধা হবে।[৮] মনে হয় শেষোক্ত কারণেই বিশেষ করে ভূম্যধিকারী শ্রেণী

৭. ঐ, ৩১ জানুয়ারী, ১৯০৪।
৮. ঐ।

www.pathagar.com

বাংলা বিভাগ মেনে নিতে পারছিলেন না। সরকারী এক চিঠিতে জানা যায় ঢাকা বিভাগের জমিদাররা স্বার্থগত কারণে এই বিভাগের বিরোধিতা করছিলেন।[৯]

এরপর দিন ঢাকার গ্র্যাজুয়েটরা নর্থব্রুক হলে বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করে চারটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। যার মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল ভিন্নতর। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে গ্র্যাজুয়েটরা আশংকা প্রকাশ করে বলে যে বাংলা বিভাগের ফলে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের চাকরি পাবার বেলায় প্রতিকূলতার সৃষ্টি হতে পারে।[১০]

ঐ একই দিনে, বিকেলে, একই 'জায়গায় ঢাকা জিলাস্থিত বিভিন্ন গ্রামের শতাধিক প্রতিবাদ সভা হইতে নির্বাচিত অন্যূন এক সহস্র প্রতিনিধি' এবং 'ঢাকার বিরাট সভা, জমিদার সভা, গ্র্যাজুয়েট সভা, এবং মুসলমান প্রতিনিধি সভায় নির্বাচিত' ডেলিগেটরা এক সভার আয়োজন করে বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করে। ঐ সভা মোট বারোটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল যা পূর্বোল্লিখিত প্রস্তাবগুলিরই রকমফের। এই সভা কলকাতার প্রতিবাদ সভায় প্রেরণের জন্য ৪৯ সদস্য বিশিষ্ট এক সাব-কমিটি গঠন করে যার মধ্যে হিন্দু সদস্য ছিল ৪৩ জন, মুসলমান ৫ জন এবং একজন ইংরেজ।[১১]

একই সময়ে ঢাকার ইমামগঞ্জের প্রসিদ্ধ বক্তা মাষ্টার হেদায়েত বক্সের উদ্যোগে ঢাকার মুসলমান সর্দারদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠীত হয়। হেদায়েত বক্স উর্দু ও বাংলাভাষায় প্রস্তাবটি বুঝিয়ে দিলে সবাই

---

৯. Letter from W. C. Mcpherson, officiating Chief Secretary to the Government of Bengal to the Secretary to the Government of India. Home Department 6. 4. 1904, *Further Papers Relating to the Reconstruction of the Provinces of Bengal and Assam*: London 1905 P. 6.0 [এরপর থেকে উল্লেখিত হবে FPRPBA নামে]

১০. ঢাক প্রকাশ, ৩১. ১. ১৯০৪।

১১. ঐ।

www.pathagar.com

এর তীব্র বিরোধিতা করে। হেদায়েত বক্স যে বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন তা'হল আসামে বিশুদ্ধ মুসলমানের একান্তই অভাব। ঢাকা ময়মনসিংহ যদি আসামের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে বাধ্য হয়ে বিবাহ বন্ধনে মিলিত হতে হবে যার ফলে মুসলমান সমাজে শোনিত দোষের উৎপত্তি হবে।[১২]

পূর্ববঙ্গে সরকারী বক্তব্যের সমর্থনে জনমত গড়ে তোলার জন্য লর্ড কার্জনের আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মিউনিসিপলিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে যে অভিনন্দন পত্র দেয়ার প্রস্তাব করা হয় সেখানেও জন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। 'অভিনন্দনে বঙ্গ বিভাগ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া অবশেষে নাকী লিখা হইয়াছে যে, যদি একান্তই বিভাগ করিতে হয় তবে বঙ্গের অপর কিয়দংশ লইয়া লেজিসলেটিভ কাউন্সিল সহ একজন লেপ্টেন্যান্ট গভর্ণর নিযুক্ত এবং ঢাকাতে রাজধানী স্থাপিত করা হউক।" কিন্তু শেষোক্ত এই প্রস্তাব নিয়েও দু'দিন জোর বিতর্ক চলেছে। এবং 'সাধারনের প্রতিনিধিত্রয় এক বাক্যে এই নূতন প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।' কিন্তু সরকার কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা বেশী হওয়ায় ঐ প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। 'জনসাধারনের অনভিপ্রেত মন্তব্য অভিনন্দনে সন্নিবেশিত' হওয়ায় বোর্ডের আটজন সদস্য পদত্যাগ করেন।[১৩]

ফেব্রুয়ারীর ৭ তারিখে (১৯০৪) জগন্নাথ কলেজে মুসলমানদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন 'ভারতের মোগল সম্রাট বর্গের পুরোহিত বংশসম্ভূত শতাধিক বর্ষীয় বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত সৈয়দ গোলাম মুস্তফা আল হোসেনি।' সভায় ঠিক করা হয় আসন্ন 'বিপদ বহ্নি' থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সবাই মসজিদে প্রার্থনা করবে এবং এ প্রস্তাবের পক্ষে কেউ বললে 'এই সভার উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী অতি দৃঢ়তার সহিত সসম্মানে তাহার প্রতিবাদ করিবেন।'[১৪]

---

১২. ঐ।
১৩. ঐ, ৭. ২. ১৯০৪।
১৪. ঐ, ১৪. ২. ১৯০৪।

www.pathagar.com

কিন্তু একই সময় লক্ষ্য করা যায় মুসলমান জনমতে খানিকটা ফাটল ধরেছে। নবাব সলিমুল্লাহ সরকারের পক্ষ সমর্থনের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন কিন্তু তখনও পুরোপুরি সরকার পক্ষে যাননি। ডিষ্ট্রিকট বোর্ডের অভিনন্দন পত্রে নতুন প্রস্তাব সংযোজিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেছিল—" নবাব বাহাদুর পরিচালিত মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিনন্দনেও এই নূতন প্রস্তাবের অনুমোদন প্রকটিত হইবে সুতরাং অতঃপর বঙ্গের প্রাচীন রাজধানীর পরিনাম কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।' বড় লাটকে দেয়া মুসলমান সভার অভিনন্দন পত্রে বলা হলো যে, বর্তমানে যে সব প্রতিবাদ আন্দোলন হচ্ছে তাতে তারা অংশ নিচ্ছেন না বটে কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছেন।[১৫]

মার্চ মাচে (১৯০৪) জন সাধারন সভার সভাপতি ও ঢাকা ল্যাণ্ড হোল্ডারস এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী, জমিদার ও উকিল আকুন্দ চন্দ্র রায় বাংলার লেঃ গভর্ণরকে এক দীর্ঘ স্মারক লিপি প্রেরন করেন যাতে বঙ্গ বিভাগের বিরোধিতা করে তিনি ষাটটি যুক্তির অবতারনা করেন।[১৬]

ঢাকা ব্যতীত পূর্ব বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে জনমত গড়ে তুলতে প্রধানতঃ সাহায্য করেন ঢাকার জনসাধারণ সভার নেতৃবৃন্দ। এ ছাড়া মফস্বলের জমিদার, তালুকদার এবং মধ্যবিত্ত সমাজ এর নেতৃত্ব দেন। ঢাকা প্রকাশে মফস্বলে অনুষ্ঠীত যে সব সভার বিবরণ পাওয়া গেছে তার সংখ্যা মোট ১৯৬। এইসব সভায় সভাপতিত্ব করেছেন জমিদার বা তালুকদার, প্রত্যন্ত গ্রামে স্কুলমাষ্টার বা ঐ অঞ্চলের পরিচিত ব্যক্তিবর্গ। প্রতিবাদ সভাগুলিতে সবাই একবাক্যে 'বঙ্গ বিভাগ' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

মফস্বলে, ঢাকার পর বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ময়মনসিংহে। "এই অধিবেশনে নগরে অন্যূন ৫০ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। ৩০/৩৫ হাজার লোক অধিবেশনে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। এই

---

১৫ ঐ

১৬. *FPRPBA* পৃঃ ৯৩—১০৪।

www.pathagar.com

মহাসভায় একশোজন বক্তৃতা দিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য বক্তারা ছিলেন, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি বাবু জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরী, সূর্য কান্ত আচার্য্য চৌধুরী, আনন্দ মোহন বসু, এবং সুসঙ্গের মহারাজ কুমুদ চন্দ্র সিংহ। আনন্দ মোহন বসু বলেন, "... এই আন্দোলন কৃত্রিম নহে, ইহা কাল্পনিক, কৃত্রিম, স্বার্থপর চিন্তা নহে। যদি কখনও যথার্থ আন্দোলন এ দেশে হইয়া থাকে তবে সে আন্দোলন এই "[১৭] এই সংবাদ যে অতিরঞ্জিত এতে কোন সন্দেহ নেই। অন্তত জনভায় উপস্থিত লোক-সংখ্যার হিসাব দেখে তাই মনে হয়। তবে শহরের লোক যে কিঞ্চিত আলোড়িত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। "মহম্মদ শিষ্যবৃন্দ একই সময়ে তেইশটি মসজিদে সমবেত হইয়া ভীতি বিহ্বল চিত্তে ভগবৎ কৃপা প্রার্থনা করিয়াছিল। জনসাধারনের সহিত বহু সংখ্যক মৌলবী, মুন্সী এবং মোল্লা উপস্থিত ছিলেন।"[১৮] মফস্বলে অনেকগুলি সভাতেই সভাপতিত্ব করেন ঐসব অঞ্চলের সুপরিচিত মুসলমান ব্যক্তিবর্গ। জানুয়ারী মাসে (১৯০৪) চট্টগ্রামেও এক জনসভা হয় সেখানে সভাপতিত্ব করেছিলেন আনওয়ার আলী খা। সভার প্রস্তাবাবলী পাঠানো হয় লর্ড কার্জনকে। বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রধান কয়েকটি যুক্তি ছিল [১৯]

ক. যদি প্রশাসনিক কারনেই বাংলা বিভাগ করতে হয় তা হলে উড়িষ্যাকে আলাদা করে নিলেইতো হয়

খ. চট্টগ্রাম বন্দরকে যদি 'promote' করার ইচ্ছা সরকারের থাকে তা হলে এর উন্নতি না হওয়ার কোন কারন থাকতে পারে না। বরং বন্দরের উন্নতির জন্যে বাংলার নিজস্ব সম্পদই যথেষ্ট। সুতরাং আসামের মত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ প্রদেশের অন্তর্গত হয়ে লাভ কি?

গ. শুধু তাই নয় আসাম সরকারের এতো অর্থ নেই যে তাদের শিক্ষায়তনগুলির জন্যে ভালো শিক্ষক নিয়োগ করবেন। সেক্ষেত্রে আসাম প্রদেশের শিক্ষার মান নীচু হয়ে যাবে।

---

১৭. ঢাকা প্রকাশ, ২৪. ১. ১৯০।

১৮. ঐ, ৩ মাঘ, ১৩০০।

১৯. *FPRPBA*, পৃঃ ১১৩-১১৭।

www.pathagar.com

সিলেট থেকে, সিলেট পৌরসভার চেয়ারম্যান সরকারকে এক নোটে জানিয়েছিলেন যে, ঢাকা এবং ময়মনসিংহের লোকেরা শিক্ষিত এবং নতুন প্রদেশ হলে সব তাদের একচেটিয়া থাকবে। শুধু তাই নয় এসব অঞ্চলের লোকেরা মেঘনার পূর্বদিকের লোকদের আদিম বলে মনে করে ফলে এদের সহবস্থান হতে পারে না। সুতরাং চট্টগ্রামকে আসামের সঙ্গে যোগ করা হোক (বন্দরের সুবিধার জন্যে)। ঢাকা ও ময়মনসিংকে বাদ দিয়ে আসাম ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে লেঃ গভর্ণরের অধীনে একটি নতুন প্রদেশ হতে পারে।[২০] ফেণীর জনগনের পক্ষ থেকে আবদুল মজিদ ও অন্যান্যরা বাংলা বিভাগের প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারকে স্মারকলিপি প্রেরণ করেন।[২১] বরিশালে আন্দোলন চালাবার জন্যে প্রবীন এবং যুবকরা দু'টি দল গঠন করে। প্রবীনদের দলের নাম হয় 'নেতৃসঙ্ঘ' এবং যুবকদের 'কর্মীসংঘ'। কর্মীসংঘের উদ্যোক্তা ছিলেন। বরিশাল শহরের রাজপথে বক্তৃতা দিয়ে এরা জনমত সংগঠিত করতেন।[২২]

১৯০৪ এর ফেব্রুয়ারীতে লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ সফর করেন সরকারী প্রস্তাবের পক্ষে তাঁর যুক্তি উপস্থাপনের জন্যে। কার্জনের প্রধান যুক্তি ছিল, প্রশাসনিক কারনে এ বিভাগ প্রয়োজন। এ ছাড়া, তাঁর মতে, দরিদ্র রায়ত, দোকানদার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকজন এখনও প্রস্তাবটি বুঝতে পারেনি এবং এই সুযোগে শিক্ষিত শ্রেণী তাদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে। সংবাদপত্রে এ পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হল 'বলিতে ঘৃনা ও লজ্জায় সরমে মরিয়া যাইতে হয়, পূর্ববঙ্গে রাজপ্রতিনিধির বাক্যজাল বিস্তার, সত্য সত্যই, এমনই হলাহল উদগীরণ করিয়া সভ্যতার শিরে দুরাপনেয় কলঙ্ক অর্জন করিয়াছে।'[২৩]

উপরোক্ত ঘটনাবলী দেখে মনে হয় বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে প্রথম দিকে আবেগই ছিল প্রধান। আন্দোলনকারীরা অনেক যুক্তি প্রদর্শন

---

২০. ঐ, পৃঃ ৪৪-৪৬।

২১. ঐ, পৃঃ ১১৮-১১৯।

২২. শরৎকুমার রায়, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, কলকাতা, ১৩৬৪, পৃঃ ১৬৯।

২৩. ঢাকা প্রকাশ, ২৮. ২. ১৯০৪।

www.pathagar.com

করেছেন তার হয়ত কিছু ঠিকই, তবে একথাও স্বীকার্য যে এই আবেগের পিছে আবার কাজ করেছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা শ্রেণীস্বার্থ। অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বার্থও। তবে প্রতিবাদ মিছিল বা জনসভা ইত্যাদি প্রধানত ছিল শহর কেন্দ্রিক এবং নেতৃত্বও দিয়েছিলেন শহরের (সে জেলা শহরও হতে পারে) মধ্যবিত্ত নাগরিকরা। পূর্ব বঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বা সাধারণ গ্রামের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে এই আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না।

প্রথমদিকে এ অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছে কিন্তু কার্জনের পূর্ব বঙ্গ সফরের পর মুসলমান নেতাদের সুর বদলে যায় এবং নবাব সলিমুল্লাহ সরকারী বক্তব্যের প্রধান সমর্থক হয়ে ওঠেন।[২৪] কিন্তু প্রথমদিকে, মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকই বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন। তার কারণ কি পারস্পরিক অস্বস্তিকর আঁতাত? তবে এটা ঠিক যে, পূর্ববঙ্গের প্রধান হিন্দু জমিদার ও ভদ্রলোক নেতারাই এখানকার প্রতিবাদ সভাগুলির আয়োজন করেছিলেন এবং কৌশলগত কারনে অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের সভাপতি করেছেন। এই কৌশল পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও ব্যবহৃত হয় এবং সংবাদপত্র সমূহও

২৪. বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করার কারণ জানিয়ে সলিমুল্লাহ, বৃটিশ পার্লামেন্টের নেতা কেয়ার হার্ডিকে ৩০ অক্টোবর ১৯০৭ সালে লিখেছিলেন "we support the partition because it is without the least doubt beneficial to our cause—it has limited the Muhammodans in one vast body and has in consequence brought us some prominence—under it, our interest will be more carefully looked after—it has given us an impetus to social and political advancements of the districts, departed and placed under a district administration, which failed under the old systems to attract the amount of attention to local needs, commensurate with their importance." M. K. U. Molla, Keir Hardie and the First Partition of Bengal, Appendix B, *Rajshahi University Studies*. Vol. III. January, 1970, p. 108.

www.pathagar.com

এতে সমর্থন যোগায়।[২৫] তবে মুসলমানদের অনেকে যে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন নি তার কারণ তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস। যেমন ইসমাইল হোসেন সিরাজী। পূর্ববঙ্গের দুই প্রধান সম্প্রদায় যখন দুরকম কথা বলছে তখন ঢাকায় মুসলমান সমিতির একটি অধিবেশন হয় যাতে সভাপতিত্ব করেন কালী প্রসন্ন ঘোষ। সিরাজী তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, '...ভারতের হিন্দু মুসলমান এক বৃন্তে দুটি ফুল বা একই দেহের অঙ্গান্তর মাত্র। এক দেহের উভয় অঙ্গ মধ্যে সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইবে না, বিদ্বেষপ্রণোদিত না হইলে কেমন করিয়া একথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ভারতের জীবনী শক্তি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুখ সম্পদ এই জাতির একপ্রাণতার উপরই নির্ভর করে।'[২৬] সিরাজী ছিলেন কংগ্রেসে এবং এ ধরণের ঘটণা ব্যতিক্রম মাত্র। এ ক্ষেত্রে সলিমুল্লাহর ভাই আতিকুল্লার কথাও উল্লেখ করা যায় যিনি পারিবারিক কলহের কারণে সলিমুল্লাহ বিরোধী বক্তব্য রেখেছিলেন।

পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতীর বিনাশ ঘটে ১৯০৪ এর নভেম্বরে ঢাকার দাঙ্গায়। দাঙ্গার কারণ সেই পুরনো—নবাবপুরের এক মসজিদের

২৫. Sumit Sarkar : *The Swadeshi Movement in Bengal*, New Delhi, 1973, p 425.

ঢাকার সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ' থেকে একটি উদাহরণ দেয়া যাক। পত্রিকাটি ছিল হিন্দু মালিকানাধীন এবং অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকও বটে। কিন্তু বিচারপতি আমীর আলী যখন পদত্যাগ করলেন তখন পত্রিকাটি লিখলো, তারা মনে করেছিল আমীর আলীর বদলে আরেকজন 'মুসলমান ভ্রাতা'কে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখবে। কিন্তু তা হল না। কারণ 'বড়ই পরিতাপের বিষয়, লর্ড কার্জনের আমলে এই বিগর্হিত নীতি অনুসৃত হইতেছে বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। আমরা এখনও বলি, গভর্ণমেণ্ট এই নীতি পরিত্যাগ করিয়া ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করুন ; ন্যায় নিশ্চয়ই ব্রিটিশ রাজত্বে গৌরব স্তম্ভ এবং এ নিমিত্তই ব্রিটিশ সম্রাট সর্বত্র পূজিত।' [৩. ৪. ১৯০৪] এখানে দেখা যাচ্ছে যদিও প্রথমে মুসলমানদের প্রতি ন্যায় বিচারের কথা বলা হয়েছে কিন্তু ক্ষোভটা প্রকাশিত হচ্ছে বাংলা বিভাগের প্রতি।

২৬. ঢাকা প্রকাশ, ২৮. ৮. ১৯০৪।

www.pathagar.com

সামনে দিয়ে পূজোর মিছিল যাচ্ছিল। কার্জনের আগমনের পর দুই সম্প্রদায়ে যে ফাটল ধরেছিল দাঙ্গা এবং অন্যান্য কারনে তা আরো দৃঢ় হয় এবং সেই ফাটল আর কখনও জোড়া লাগেনি। এর কিছু দিন পরই বাংলা বিভাগ কার্যকর হয়।

কিন্তু এই আন্দোলনের সময় জনমতের আরেকটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। অনুচ্চ এই স্বর, প্রতিবাদের ডামাডোলে ভেসে গিয়েছিল। বাংলা বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে এরা নিজেদের হিন্দু মুসলমান হিসেবে না দেখে দেখেছেন পূর্ব বঙ্গবাসী হিসেবে। এমনি একজন হলেন ভাই গিরীশ চন্দ্র। তিনি লিখেছিলেন, "আমি বঙ্গ বিভাগ নীতির বিপক্ষ নহি, বরং স্বপক্ষ। আমার বিশ্বাস এত দ্বারা পশ্চাৎপদ, অনুন্নত ও নানা অভাবগ্রস্ত পূর্ববঙ্গের বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হইবে। ঢাকা রাজধানী ও পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্ত্তী বঙ্গোপসাগরের অদূরস্থ চট্টগ্রাম নগর বিশেষ বানিজ্যস্থান হইতে চলিল, পূর্ব বঙ্গবাসীদিগের অর্থাগামের পথ মুক্ত হইল। সে দেশে রাজকীয় প্রধান প্রধান কার্য্যালয় সকল স্থাপিত ও বানিজ্যের প্রসার হইবে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, আসাম প্রদেশও পূর্ববঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে। ইহা ভাবিয়া আমার আহলাদ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কথা ছাড়িয়াদি, বাঙ্গালদিগের উন্নতিদর্শন অনেকের চক্ষুশূল হইতে পারে। কলিকাতা অঞ্চলে পূর্ব বঙ্গ নিবাসী কৃতবিদ্য লোকেরা কোন অফিসে তাঁহাদের কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া সহজে প্রবেশ করিতে পারেন না। এখানকার কেরানীগিরী প্রভৃতি কাজ এক প্রকার এখানকার লোকেরই একচেটিয়া হইয়া রহিয়াছে।"[২৭] গিরীশ চন্দ্র বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে 'বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখদের' প্রচারকে 'দুঃখব্রত' বলেছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন বাংলা বিভাগ অর্থনৈতিক দিক থেকে পূর্ববঙ্গের জন্যে কল্যাণকর।

২৭। গিরীশচন্দ্র সেন: আত্মজীবনী, পৃঃ ১৯৯-১২০। এখানে অবশ্য একটি কথা উল্লেখ্য। গিরীশচন্দ্র ছিলেন নববিধান সমাজের অন্তর্গত। এবং তাঁর মতে 'নববিধানের মূলমতের অন্তর্গত রাজভক্তি একটি মত।' রাজভক্তিকে ভিত্তি করে গিরিশচন্দ্র বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তা সত্বেও একজন পূর্ববঙ্গবাসী হিসেবে তিনি যে বিভাগকে মেনে নিয়েছেন তা স্পষ্ট।

www.pathagar.com

তিনি লিখেছেন—'আমার জন্মস্থান ঢাকা জিলায়, সে স্থানে আমার বাসগৃহ, আমি ঢাকা নিবাসী। ঢাকা রাজধানী হইল, ঢাকা অঞ্চলের অনেক বিষয়ে উন্নতি হইতে চলিল, ইহাতে আমার দুঃখ না হইয়া বরং আনন্দ হওয়াই স্বাভাবিক।'[২৮]

মূলতঃ এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল শহরে ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে। মফস্বলে বা গ্রামে জনসভা কিছু হয়েছিল বটে কিন্তু তাই বলে যদি আমরা ধরে নেই সাধারণ মানুষকে এ আন্দোলন আলোড়িত করেছিল তা'হলে ভুল হবে। আর ভদ্রলোকরা কিছু আলোড়িত হয়েছিলেন বটে কিন্তু তাদের স্বার্থে আঘাত না লাগলে তারা এতো বিক্ষুব্ধ হতেন কি না সন্দেহ।

---

২৮. ঐ, পৃঃ ১৩১.

www.pathagar.com

বঙ্গ-ভঙ্গ রদের প্রক্রিয়া

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ এক ঘোষণার মাধ্যমে কলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তর এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করেন। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ব্যবস্থার পরিবর্তে পঞ্চম জর্জ যে পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করলেন, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল তিনটি প্রদেশ গঠন করা। একজন গভর্ণরের অধীনে বাংলা, (Eastern & Central Bengal) একজন লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের অধীনে বিহার, ছোট নাগপুর এবং উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশকে একজন চীফ কমিশনারের অধীনে শাসন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো।[১]

এই ঘোষণা এবং প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের পরিকল্পনা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোপন রাখা হয়। কাজেই ভারতে এবং বৃটেনে এই ঘোষণা সবার জন্যই বিস্ময়কর ছিল। ভারতে যাঁরা কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গকে বাঙালী জাতীয়তাবাদকে বিভক্তকরনের একটি কূট-কৌশল বিবেচনা করে মর্মাহত হয়েছিলেন তাঁদের জন্যে দিল্লী দরবারের ঘোষণা ছিল একটি সুখবর। অপর পক্ষে, বৃটেনে যাঁরা কার্জনের পদক্ষেপকে একটি মারাত্মক ভুল হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন, তাঁরাও কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।[২] কিন্তু যাঁরা ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গকে "স্থায়ী ব্যবস্থা" (Settled fact)[৩] হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তাঁরাও

---

১. পার্লামেন্টারী পেপার, ইষ্ট ইণ্ডিয়া করোনেশণ দরবার cd ৫৯৭৯, ১৯১১।

২. লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতি লর্ড ক্রু (Crew)(তৎকালীন ভারত সচিব), ১১ আগস্ট ১৯১১, হার্ডিঞ্জ পেপার, ১১৩ [এরপর থেকে HP বলা হবে]।

৩. লর্ড সভায় মর্লের (Morley) ঘোষনা, ১৯০৮।

www.pathagar.com

বিস্মিত ও মর্মাহত হলেন। তাঁদের জন্য দিল্লী দরবারের ঘোষণা ছিল একটি "বিস্ময়কর-সংবাদ"। একজন মন্তব্য করলেন, এই ঘোষণার ফলে ভবিষ্যতে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় উঠবে ও সমস্যার সৃষ্টি হবে।[৪] বাস্তবেও কিন্তু এই ভবিষ্যত বাণী সত্য বলে প্রমানিত হলো। কারন, এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের পদ্ধতিগত প্রশ্ন ও কারচুপিকে কেন্দ্র করে ভারত ও বৃটেনে প্রচণ্ড বাদানুবাদ শুরু হয়।[৫] এই নিবন্ধে আমরা এই বাদানুবাদ ও যে পরিকল্পনার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি হিসেবে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনগুলি হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

১৯০৫—৬ সালের শীতকালে পঞ্চম জর্জ ভারত ভ্রমণ করেন। লণ্ডনে ফিরে গিয়ে তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গের ফলে ভারতীয়দের এক বিরাট অংশ বিশেষ করে হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হয়েছে। রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিক থেকে বিচার করলে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলো। পঞ্চম জর্জ যখন এমনই মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন যে তখন তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ওয়ালটার লরেন্সও একই ধরনের মত পোষণ করলেন। ফলে সম্রাট নিশ্চিত হলেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গ ব্যবস্থায় পরিবর্তন করা দরকার।[৬] ১৯১০ সালের ২৩ ডিসেম্বর সম্রাট ভারত সচিব লর্ড ক্রুর কাছে এই প্রসঙ্গে জোরালো বক্তব্য রাখলেন। এর পরপরই তিনি ভারতের ভাইসরয় হার্ডিঞ্জকে লিখলেন, "আমি আশা করি আপনি ভারতের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে সম্রাটের

---

৪. কার্জনের প্রতি জন মার্শাল, ১৩ ডিসেম্বর ১৯১১, কার্জণ পেপার [এরপর থেকে CP বলা হবে]. ১১১/৪৩৪।

৫. দিল্লী দরবারের ঘোষনার রাজনৈতিক বিবরনের জন্য দেখুন, জেড, এইচ, যায়েদি, দি পার্টিশন অব বেঙ্গল এ্যাণ্ড ইটস এনালমেণ্ট—এ সার্ভে অব দি স্কীম্‌স অব টেরিটোরিয়াল রিডিস্ট্রীবিউশন অব বেঙ্গল ১৯০২-১৯১১, লণ্ডণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, ১৯৬৪ এবং এফ, এ. ইউষ্টিস ও জেড-এইচ যায়েদি, কিং ভাইসরয় এ্যাণ্ড দি ক্যাবিনেটঃ দি মোডিফিকেশন অব দি পার্টিশন অব বেঙ্গল, ১৯১১, *History*, সংখ্যা, XLIX, ১৬৬, জুন, ১৯৬৬, পৃঃ ১৭১-৮৪।

৬. হার্ডিঞ্জের প্রতি ক্রু, ১১ আগস্ট ১৯১১, HP/১১৩।

www.pathagar.com

প্রথম ভারত সফরকে কিভাবে অবিস্মরনীয় করে রাখা যায় সে বিষয়ে সর্বাত্মক কর্মসূচী প্রনয়ন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে যত্নবান হবেন। বাংগালীদের সন্তুষ্ট করার জন্যে বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মত উভয় বাঙলাকে একত্র করা যায় কিনা সে বিষয়েও বিচার বিবেচনা করবেন। অবশ্য বিষয়টি আমি এখনও কারো কাছে প্রকাশ করিনি উপরন্তু বাঙলায় বিরাজমান অসন্তোষ, রাষ্ট্র বিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ উপশম এবং দেশের ক্রমবর্ধমান ব্যায়ভার লাঘবে এই পদক্ষেপ একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।[৮] ভারত সচিব এবং ভাইসরয় উভয়ের জন্যে বিষয়টি একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করল, কারন তাঁরা এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে, কার্জনের ব্যবস্থাকে কোনমতেই নস্যাৎ করে পূর্ববর্তী পরিস্থিতিতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।[৯] কিন্তু অপর দিকে ভাইসরয় ব্যক্তিগতভাবে সম্রাটকেও অসন্তুষ্ট করতে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত ছিলেন না।[১০] কাজেই তখন-কার মত বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে সম্রাটকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বিষয়টি ভেবে দেখবেন।[১১]

প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন কার্যকরী করার পথে মূল সমস্যা ছিল বাঙলার গভর্ণর ও ভাইসরয়ের একই শহরে অবস্থান। কারন দুই বাঙলাকে একত্র করলে নতুন গভর্ণরকেও কলকাতায় থাকতে হবে; এতে একটি শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হবে। ক্রু বিষয়টি অনুধাবন করে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাকে নিয়ে ভাই-সরয়ের অধীনে একটি 'Imperial enclave" গঠনের সুপারিশ করেন।

---

৭. হার্ডিঞ্জের প্রতি ক্রু, ২৭ জানুয়ারী ১৯১১ HP/১১৩।
৮. ভাইসরয়ের প্রতি সম্রাট, ১৬ ডিসেম্বর ১৯১০, HP/১০৪।
৯. হার্ডিঞ্জের প্রতি ক্রু, ২৭ জানুয়ারী ১৯১১, এবং ক্রুর প্রতি হার্ডিঞ্জ,২২ ফেব্রুয়ারী ১৯১১, HP/১১৩।
১০. হার্ডিঞ্জ, মাই ইণ্ডিয়ান ইয়ারস, (লণ্ডণ. ১৯৪৮), পৃ-৯।
১১. সম্রাটের প্রতি ভাইসরয়, ৫ জানুয়ারী ১৯১১, HP/১০৪।

www.pathagar.com

জেনকিন্স (হোম মেম্বার) এডওয়ার্ড বেকারের (বাংলা ও আসামের লে-গভর্ণর) সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে হার্ডিঞ্জ উল্লেখ করেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গ রদ সম্পর্কে সম্রাটের পরিকল্পনা অনভিপ্রেত এবং অবাস্তব। অধিকন্তু তিনি কলকাতার ক্রুর প্রস্তাবিত Imperial enclave গঠনের পরিকল্পনারও বিরোধিতা করেন। অন্যপক্ষে জেনকিন্স কলকাতা থেকে অন্যত্র ভারত বর্ষের রাজধানী স্থানান্তরের প্রস্তাব করেন। তিনি উল্লেখ করেন এর ফলে ভারত সরকার "উগ্র" বাংগালী জনমতের প্রভাব কাটিয়ে নিশ্চিন্ত-ভাবে শাসন পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। হার্ডিঞ্জ বেকারের সাথে একমত হন যে, ক্রুর প্রস্তাবিত কলকাতায় Imperial enclave' গঠনের ফলে তীব্র সংকট সৃষ্টি হবে। তাই তিনি "স্বার্থহীনভাবে" প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন।[১২]

ঘটনাচক্র যখন এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন ফেব্রুয়ারী মাসে অসুস্থতার জন্যে ক্রু সাময়িকভাবে ভারত সচিবের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং মর্লে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। মর্লের আগমন সম্রাটের পরিকল্পনার জন্যে এক অশুভ বার্তা বয়ে নিয়ে আসে; কারন তিনি কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গের সমর্থক ছিলেন। মর্লে হার্ডিঞ্জকে জানালেন যে, তৎকালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাটের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।[১৩] কাজেই দেখা গেল যে, প্রস্তাবটি নিয়ে সম্রাট বা ইণ্ডিয়া অফিস আর বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করছে না।[১৪]

---

১২. হার্ডিঞ্জের প্রতি ক্রু, ২৭ জানুয়ারী ১৯১১, বেকারের প্রতি হার্ডিঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯১১, হার্ডিঞ্জের প্রতি বেকার ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯১১, জেন্‌কিনসের প্রতি হার্ডিঞ্জ ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯১১, এবং ক্রুর প্রতি হার্ডিঞ্জ, ১৬ ও ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯১১ HP/১১৩।

১৩. হার্ডিঞ্জের প্রতি মর্লে, ২৪ মার্চ ১৯১১, HP/১১৩।

১৪. হার্ডিঞ্জের প্রতি স্যার আর্থার বিগে (সম্রাটের ব্যক্তিগত সচিব), ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯১১, HP/১০৪; এবং মর্লের প্রতি হার্ডিঞ্জ, ৪ মে ১৯১১ মর্লে পেপারস [এরপর MP বলা হবে] ২৬।

www.pathagar.com

আমরা দেখেছি যে, ফেব্রুয়ারী মাসে জেন্‌কিন্সের পরামর্শক্রমে হার্ডিঞ্জ প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেছিলেন ; কিন্তু জুন মাসে জেন্‌কিন্সের নতুন আর একটি পরামর্শ ঘটনাস্রোতে আকস্মিক পরিবর্তন আনে। জেনকিন্স সুচিন্তিত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন যার উদ্দেশ্য ছিল, বঙ্গ ভঙ্গের পরিবর্তন ও কলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারত সম্রাজ্যের রাজধানী সরিয়ে নেয়া। হার্ডিঞ্জ এই পরিকল্পনাকে "বিনা মেঘে বজ্রপাত" বলে অভিহিত করেছেন।[১৫] পরিকল্পনাটি হার্ডিঞ্জের মনঃপূত হয়েছিল, কাল বিলম্ব না করে তিনি বিষয়টি ভারত-সচিবকে জানালেন। অবশ্য একই সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক বিরোধিতা ও এখনকার সমর্থনের কারণ ও পটভূমি ব্যাখ্যা করতে ভুলেন নি। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গের পর থেকে গোটা বাঙলায় সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়ছিল এই সন্ত্রাসবাদের ফলে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থায় সমস্যা ক্রমে ক্রমে বাড়ছিল। হার্ডিঞ্জ এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গের আশু সমাধান ছাড়া রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনা অসম্ভব। জুলাই মাসের মাঝামাঝি হার্ডিঞ্জ প্রস্তাবিত সমাধানের সংক্ষিপ্ত রূপ রেখা ভারত সচিবকে জানালেন। ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে ক্রু ইণ্ডিয়া অফিসে পূর্ণবহাল হয়েছিলেন। কাজেই পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল ছিল। ক্রু প্রতি-উত্তরে পহেলা অক্টোবরের মধ্যে পরিকল্পনাটির বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত সরকারী স্মারক লিপি ইণ্ডিয়া অফিসে পাঠাতে বললেন। ক্রু কাল বিলম্ব না করে বিষয়টি সম্রাটকেও জানালেন।[১৬] ক্রু প্রথম থেকেই এমন একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মানসিক দিক দিয়ে

---

১৫. হার্ডিঞ্জের রোজনামচা, ১৮ জুন ১৯১১, HP/৯২৭ (কেন্ট কাউন্টি আরকাইভ্‌স অফিস); এবং হার্ডিঞ্জের প্রতি জেন্‌কিন্সের প্রতিবেদন ২৪ জুন ১৯১১, HP/১১০।

১৬. হার্ডিঞ্জের প্রতিবেদন, ২০ জুন ১৯১১ এবং ক্রুর প্রতি হার্ডিঞ্জ, ৬ জুলাই ১৯১১ (অত্যন্ত গোপনীয়)। এই চিঠিটির শেষ বাক্য ছিল, "This letter is a bomshell ; is it not ?" হার্ডিঞ্জের প্রতি ক্রু, ২৮ জুলাই ৭ আগস্ট ; এবং ১১ আগস্ট ১৯১১, HP/১১।

www.pathagar.com

প্রস্তুত ছিলেন ; উপরন্তু এই ভেবে আরো আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন যে, হার্ডিঞ্জের বর্তমান পরিকল্পনা তাঁর প্রথম প্রস্তাবের অনুরূপ।

পরিকল্পনাটির প্রাথমিক রূপরেখা সম্পর্কে ভারত-সরকার, ইণ্ডিয়া অফিস ও বাকিংহাম প্রাসাদের মধ্যে প্রাথমিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার পর বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও কৌশলগত রূপ রেখা প্রণয়নের প্রয়াস নেয়া হলো। এটা সবার জানাছিল যে, বিষয়টি বিতর্কিত এবং এতে কোন পরিবর্তন আনতে গেলে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই সবদিক থেকে সর্তকতার প্রয়োজন ছিল। কালক্রমে দেখা গেল যে, বঙ্গ-ভঙ্গ রদ ও সংশ্লিষ্ট নীতিটি জনসাধারনের অজ্ঞাতে প্রণীত এবং কুট-কৌশলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত একটি সুচতুর পরিকল্পনার ফল-শ্রুতি। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পদ্ধতির দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল: প্রথম থেকে সর্বাত্মক গোপনীয়তা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে (যেমন ইণ্ডিয়া কাউন্সিল, মন্ত্রীসভা, ভাইসরয়ের কাউন্সিল, পার্লামেণ্ট ইত্যাদি) কৌশলের মাধ্যমে রাজী করানো।

প্রশ্ন হলো কেন এই অসাধারণ গোপনীয়তা? বিশ্লেষণ করলে চারটি যুক্তি পাওয়া যেতে পারে। প্রথমত, ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দিক থেকে বঙ্গ-ভঙ্গ একটি বিস্ফোরক সমস্যায় পরিণত হয়েছিল। হিন্দু জনগনের সক্রিয় ভূমিকায় সন্ত্রাসবাদ ক্রমেই একটি ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হচ্ছিল। কিন্তু অপর পক্ষে পূর্ব বাঙলার মুসলমান-গণ বঙ্গ-ভঙ্গকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেছিল। কারণ এতে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ আদায়ের পথ সুগম হয়েছিল। সুতরাং এটা সুনিশ্চিত ছিল যে, বঙ্গ-ভঙ্গের পরিবর্তন করলে ভারতে এবার মুসলিম সন্ত্রাসবাদ শুরু হতো। অপরদিকে বৃটেনে কার্জন ভক্তরাও (যাঁদের সংখ্যা নগন্য ছিল না) চুপ করে বসে থাকবেন না। কাজেই বিষয়টিকে আগাগোড়া গোপন রেখে অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াকে যতদূর সম্ভব বিলম্বিত করা লাভজনক ছিল।

দ্বিতীয়ত, বিষয়টিকে গোপন রেখে আলোচনা-সমালোচনা মুক্ত একটি শান্ত পরিস্থিতি কর্তৃপক্ষের একান্ত কাম্য ছিল। কারণ এতে

www.pathagar.com

এমন একটি জটিল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে। তৃতীয়ত, সম্রাট পরিকল্পনাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। গোপন রাখা না হলে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠতো এবং তার ফলে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন সম্ভব না হলে সম্রাটের সম্মান হানির আশংকা ছিল। চতুর্থত, সম্পূর্ণ বিষয়টি আড়াগোড়া গোপন রেখে দিল্লী দরবারে আকস্মিকভাবে সম্রাটের মাধ্যমে ঘোষণা করে সবাইকে বিস্মিত করে দেবারও অভিলাষ ছিল। ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিষয়টি ইণ্ডিয়া অফিসে থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল; কিন্তু জুন মাসের পর থেকে হার্ডিঞ্জ ও জেনকিন্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রন হাতে পেলেন। হার্ডিঞ্জ ও জেনকিন্স বিষয়টির গোপনীয়তা রক্ষা সম্পর্কে প্রথম থেকেই সতর্ক ছিলেন। হার্ডিঞ্জ ২০ জুন তাঁর কাউন্সিলকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, আমি আমার সম্মানিত সহকর্মীদের বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এর গোপনীয়তা রক্ষা এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র হস্তান্তর না করার গুরুত্ব নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই না। কাউন্সিলের বাইরে এর আলোচনা হোক তা আমার অনভিপ্রেত; মনে রাখবেন দেয়ালেরও কান আছে।" দুঃখের বিষয় হার্ডিঞ্জ এ বিষয়ে কাউন্সিলের সব সদস্যের সমর্থন পেলেন না।

সদস্য কার্লাইল গভীর সন্দেহ প্রকাশ করলেন; তাঁর মতে, প্রস্তাবিত গোপনীয়তা বিধি-বহিভূত। তিনি বক্তব্য রাখলেন যে, পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের পূর্বে জনসাধারনের মতামত যাচাই করা প্রয়োজন। অবশ্য জেনকিন্স এবং আলী ইমাম উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্পর্কে হার্ডিঞ্জ ক্রুকেও বিশেষ অনুরোধ জানালেন। কিন্তু ক্রু গোপনীয়তার শাসনতান্ত্রিক ফলশ্রুতি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তিনি হার্ডিঞ্জকে এই সাথে সতর্ক করলেন, "অতি গোপনীয়তা রক্ষা করতে গিয়ে এর আসল উদ্দেশ্যই ব্যহত হতে পারে। কিভাবে সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছা যায় সে বিষয়ে আমি ভাবছি।" অবশ্য ক্রু সরাসরি গোপনীয়তার প্রস্তাবটি নাকচ করতেও পারেন নি; কারণ তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সম্রাটকে বললেন "যদি গোপনীয়তা

www.pathagar.com

রক্ষা না করা হয় তবে দিল্লী দরবার অনুষ্ঠিত না ও হতে পারে।" এমন কি রাণীকেও বিষয়টি জানাতে নিষেধ তিনি করলেন, শুধু তাই নয় সম্রাট বিষয়টি গোপন রাখবেন বলে অঙ্গীকার করতে বাধ্য হলেন। অবশ্য ক্রু এবং হার্ডিঞ্জ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত সম্রাট এমন একটি উত্তেজনা পূর্ণ বিষয় সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারবেন কিনা।[১৭] হার্ডিঞ্জকে আশ্বস্ত করে সম্রাটের নতুন ব্যক্তিগত সচিব জানালেন, "এখানে গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। সম্রাট বা আমি কোন কথা কারো কাছে ফাঁস করিনি।"[১৮]

সরকারী পর্যায়ে বা অন্য যে কোনভাবে যেন বিষয়টি প্রকাশ না হতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়।[১৯] ভারত সরকার ইণ্ডিয়া অফিস এবং বাকিংহাম প্রসাদের মধ্যে এ বিষয়ে যে চিঠিপত্র আদান প্রদান হতো সেগুলির উপর বিশেষভাবে সীল মোহর করা থাকতো, "ব্যক্তিগত" অথবা "একান্ত ব্যক্তিগত" অথবা "অতি গোপনীয়", ব্যক্তিগত সাংকেতিক (Private cypher code) পদ্ধতির মাধ্যমে বঙ্গ-ভঙ্গ সংক্রান্ত বিষয়ে ইণ্ডিয়া অফিস ও ভারত সরকারের মধ্যে তার বার্তা আদান প্রদান হতো ; এমন কি যখন হার্ডিঞ্জ কলকাতার বাইরে থাকতেন তখন এই তারবার্তাগুলি সরাসরি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হতো।[২০] ভাইসরয়ের নিকট কাউন্সিলের সদস্যদের পাঠানো প্রতিবেদন টাইপ করতে হতো হার্ডিঞ্জ কন্যার গৃহ শিক্ষিকাকে।[২১] এমন কি দিল্লী দরবারের জন্যে প্রয়োজনীয়

---

১৭. কার্লাইলের প্রতিবেদন, ১৯ জুন ১৯১১ ; আলী ইমামের প্রতিবেদন ১ জুলাই ১৯১১ ; ক্রুর প্রতি হার্ডিঞ্জ, ১০ জুলাই ১৯১১; এবং হার্ডিঞ্জের প্রতি ক্রু, ৪ ও ১৫ আগস্ট ১৯১১, HP/১১৩।

১৮. হার্ডিঞ্জের প্রতি লর্ড ষ্ট্যামফোর্ড হ্যাম, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯১১, HP/১১৩।

১৯ হার্ডিঞ্জের প্রতি লর্ড স্যাণ্ডারসন, ১৫ ডিসেম্বর ১৯১১, HP/৯২।

২০. ক্রুর প্রতি হার্ডিঞ্জ ১০ ও ১৩ জুলাই এবং ৩ আগস্ট ১৯১১, HP/১১৩।

২১. হার্ডিঞ্জ, মাই ইণ্ডিয়ান ইয়ারস,, পৃঃ ৩৫।

www.pathagar.com

বিভিন্ন কাগজ পত্র মুদ্রিত হয়েছিল বিশেষভাবে স্থাপিত একটি ছাপাখানায়। ভাইসরয়ের বাস ভবনের চত্বরে ছাপাখানাটি সাময়িকভাবে স্থাপন করা হয়েছিল; এবং বিশেষভাবে মনোনীত কয়েকজন কর্মচারী অনবরত তিন দিন কাজ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মুদ্রণ শেষ করে। ছাপাখানাটির চারদিকে চব্বিশ ঘণ্টা সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন ছিল। গোপনীয়তার এই ব্যাপক প্রস্তুতির দিকে লক্ষ্য রেখেই পরবর্তী-কালে হার্ডিঞ্জ এই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন যে, এই পরিকল্পনাটি "ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোপন অধ্যায়।" [২২]

অবশ্য হার্ডিঞ্জের এই দাবি সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ শেষ পর্যন্ত পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লী দরবার অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ব্যাণার্জী তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদ সংক্রান্ত তথ্যটি প্রায় এক সপ্তাহ আগেই তিনি জানতে পেরেছিলেন।" [২৩] ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহও ৯ই ডিসেম্বর জানতে পেরেছিলেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করা হবে এবং দিল্লীতে রাজধানী সারিয়ে আনা হবে। অবশ্য সলিমুল্লাহ বিষয়টির সত্যতা সম্বন্ধে বেশ সন্দিহান ছিলেন; এবং বেশ কিছু সংখ্যক "উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর" সঙ্গে দেখা করে সত্যতা যাচাই করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সবাই সরাসরি বিষয়টি উড়িয়ে না দিলেও বলেছিলেন, এটা অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার; এবং তাঁরা কোন মন্তব্য করতে পারবেন না। এমনই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে সলিমুল্লাহ দিল্লীতে সমবেত অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গ রদ না করতে অনুরোধ জানিয়ে সম্রাটের নিকট আবেদন করা হবে। কিন্তু কয়েকজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর (সলিমুল্লাহ তাঁদের নাম করেন নি) পরামর্শক্রমে শেষ পর্যন্ত এই আবেদন করা হয় নি। [২৪]

---

২২. ঐ, পৃঃ ৪৫—৫০।

২৩. সুরেন্দ্রনাথ ব্যার্ণাজী, এ নেশন ইন মেকিং, (কলকাতা, ১৯৬৩) পৃঃ ২৬৫।

২৪. ল্যান্সলট হেয়ারের প্রতি সলিমুল্লাহ, ২ জানুয়ারী ১৯১২, CP ১১১/৪৩৪A।

www.pathagar.com

তবে এটা ঠিক এই যে, দরবার ঘোষণার কয়েকদিন আগে থেকেই দিল্লীতে সমবেত মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারীগণ আসন্ন পরিবর্তনের আভাষ পেয়েছিলেন। অবশ্য এই পর্যায়ে বিষয়টি গোপন না থাকলেও সামগ্রিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করার মতো তেমন কিছুই ঘটে নি। এরপর আমরা দেখবো লণ্ডনে কি করে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল। ক্রু এবং হার্ডিঞ্জ এ ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন যে, খুব সাবধানে তাঁদের কাউন্সিলকে রাজী করাতে হবে। ক্রু হার্ডিঞ্জকে লিখেছিলেন, 'আমি এখানে সবরকম সাবধানতা অবলম্বন করবো। সহকর্মীদের ভেতর আমি শুধু এ্যাসকুইথ (প্রধানমন্ত্রী) এবং মর্লে'র মন্ত্রী সভার সদস্যদের কাছেই পরিকল্পনাটি প্রকাশ করবো। তবে আমার ভারত যাবার আগে মন্ত্রী সভাকে এ পরিকল্পনাটি জানানো হবে না। এই অফিসের (ইণ্ডিয়া অফিস) শুধুমাত্র লুকাস [ভারত সচিবের সহকারী] পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে অবগত। অবশ্য রিচি [আণ্ডার সেক্রেটারী] পরিকল্পনাটির সমর্থনকারী হওয়ায় তিনিও এ সম্বন্ধে অবগত আছেন। এখন পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ অনুমোদনের প্রয়োজন। তবে পরিকল্পনাটি সংবাদপত্রে ফাঁস হওয়ার আগেই আমি আমার কাউন্সিলকে সম্ভব হলে অনুষ্ঠানিকভাবে জানাবো। তবে আমি একান্ত ব্যক্তিগত ভাবেও গোপনে আমার কক্ষে বিষয়টি কাউন্সিল সদস্যদের জানাবো।"

সুতরাং ক্রু এ ব্যাপারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। ভারত সরকারকে বিষয়টি অবগত করার জন্য তিনি হার্ডিঞ্জকে জানালেন যে, আর কাল বিলম্ব না করে করে দ্রুত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেয়া উচিত। ক্রু কোন সরকারী ঘোষণা কিংবা সাংবাদিক সম্মেলন ব্যতিরিকে ব্যক্তিগতভাবে কাউন্সিল সদস্য কিংবা ভারত সরকারের সদস্যদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা পোষণ করেন। এই "সুচিন্তিত"

www.pathagar.com

মহা পরিকল্পনা (The Big Scheme) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পদক্ষেপটি ছিল যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত।[২৫]

এদিকে লণ্ডনে ক্রু নীতিটি বাস্তবায়নের জন্য মনোনিবেশ করেন। তিনি কাউন্সিলের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পর্যালোচনা করে দেখেন। প্রথমত তাকে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। আগষ্টের প্রথম দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাউন্সিলে বিষয়টি উত্থাপনের আগে তিনি গভীরভাবে ভেবে দেখলেন, কিভাবে এর সামগ্রিক গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যদি ক্রু কাউন্সিলের সহযোগিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হতেন তবে তিনি বিকল্প পথ অনুসরণে দ্বিধা করতেন না। (অর্থাৎ কাউন্সিলকে বাদ দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা) এখন প্রশ্ন উঠেছে, কাউন্সিলের সম্ভাব্য বিরোধিতার কোন ইঙ্গিত কি ক্রু আগেই পেয়েছিলেন? প্রকৃত প্রস্তাবে কাউন্সিলের নিকট বিষয়টি তখনো অজানা ছিল; কারণ ইণ্ডিয়া অফিসে ক্রু ছাড়া আর মাত্র দুজন ব্যক্তি পরিকল্পনাটির কথা জানতেন। তিনি হলেন রিচমণ্ড রিচি (Permanent Under Secretary) এবং লুকাস (Private Secretary to Secretary to the State)। কাজেই আগে থেকেই বঙ্গ-ভঙ্গ সংক্রান্ত কাউন্সিলের মতামত জানাটা ক্রুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে কাউন্সিল সদস্যদের চিন্তাধারা ও মানসিকতা অনুধাবণ করে ক্রু বুঝতে পেরেছিলেন যে খুব সহজেই তাঁদেরকে সম্মত করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু দুটি কারণে কাউন্সিলকে বাদ দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হলো না। প্রথমত, ক্রু জানতেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এ পদ্ধতি বিধি বহির্ভূত হবে। দ্বিতীয়ত, ক্রু ধারণা করেছিলেন যে, দরবারের ঘোষণার পর অবশ্যই ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। সেই পরিস্থিতিতে যদি সবার কাছে প্রমাণ করা

২৫. হার্ডিঞ্জের প্রতি ক্রু ২৮ জুলাই ও ৪ আগস্ট ১৯১১, HP/১১৩।

www.pathagar.com

সম্ভব হয় যে, কাউন্সিলের সম্মতি ক্রমেই নীতিটি বাস্তবায়িত হয়েছে তবে বিরোধী সমালোচনার গুরুত্ব অনেকটা কমে যাবে।[২৬]

কাউন্সিলের সম্মতি গ্রহণ করা হবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরেও আর একটি ভিন্ন সমস্যা রয়ে গেল; কি ভাবে এ সম্মতি আদায় করা সম্ভব? ইণ্ডিয়া অফিসে প্রচলিত বিধি অনুসারে প্রস্তাবের সূচনা থেকেই কাউন্সিলের সদস্যদেরকে বিষয়টি অবহিত করা উচিৎ ছিল। কিন্তু এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে গোপণীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হতো না। কাজেই ক্রু বিকল্প পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত করে হার্ডিঞ্জকে লিখলেন, "আমি একান্ত গোপনে তিন অথবা চারজন সদস্যের কাছে বিষয়টি প্রকাশ করবো এবং গোপণীয়তা রক্ষা করার সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে কাউন্সিলের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকবো। আমি ভারত সরকারের বক্তব্য উপস্থাপিত করে তাঁদেরকে বলবো খুব তাড়াতাড়ি সম্মতি জানাতে। এবং অনতিবিলম্বে তাঁদের এই সম্মতি ভারত সরকারকে একান্ত গোপণীয় সাংকেতিক শব্দ সম্বলিত তার-বার্তার মাধ্যমে জানানো হবে।"[২৭]

আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে কোন একদিন ক্রু রিচমণ্ড রিচিকে তাঁর কক্ষে ডেকে পাঠান এবং ভারত সরকার কিভাবে ইণ্ডিয়া অফিসের সম্মতির জন্য প্রস্তাব পাঠাবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, টাইপ করা কাগজে ভারত সরকার প্রস্তাবটি ব্যক্তিগত চিঠির মতো করে ভারত সচিবের কাছে পাঠাবেন। প্রস্তাবটি ১ অক্টোবরের মধ্যে ইণ্ডিয়া অফিসে পৌছাতে হবে।[২৮] এর পর এই সিদ্ধান্তটি ক্রু হার্ডিঞ্জকে জানিয়ে দিলেন।

প্রাথমিক প্রস্তুতি শেষ করে ক্রু মনে করলেন যে, এখন বিষয়টি মন্ত্রী পরিষদের গোচরীভূত করা উচিৎ। তিনি আগষ্ট মাসের দ্বিতীয়

---

২৬. হার্ডিঞ্জের প্রতি ক্রু, ৭ আগস্ট ১৯১১, HP/১১৩।

২৭. হার্ডিঞ্জের প্রতি ক্রু, ঐ।

২৮. হার্ডিঞ্জের প্রতি ক্রু, ঐ।

www.pathagar.com

সপ্তাহে এ্যাসকুইথ ও মর্লের সংগে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। এ্যাসকুইথ পরিকল্পনাটির ব্যাপকতা এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফল বিবেচনা করে সম্মতি জানালেন। কিন্তু মর্লে, যিনি প্রথম থেকেই বঙ্গ-ভঙ্গ রদের বিরোধী ছিলেন, আশংকা প্রকাশ করেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গ রদের ফলে ইঙ্গ-ভারতীয় (Anglc-Indian) সম্প্রদায় এবং মুসলমানগণ ক্ষুব্ধ হবে। মর্লে বিশেষ করে বলেন যে, রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে সরিয়ে নেয়ার ফলে ইঙ্গ-ভারতীয়দের বাণিজ্যিক স্বার্থ বিপর্যস্ত হবে। তবে এ্যাসকুইথ এবং ক্রুর মিলিত প্রচেস্টার ফলে মর্লে গররাজী হলেন না।[২৯]

অপর দিকে হার্ডিঞ্জ কিন্তু ক্রুর মতো এতটা সৌভাগ্যবান ছিলেন না। আমরা দেখছি যে, জুন মাসে যখন তিনি ভারত সরকারের প্রাথমিক প্রস্তাব লণ্ডনে পাঠিয়েছিলেন তখন কাউন্সিল তাকে পূর্ণাঙ্গ সম্মতি দেয় নি। কারণ বাটলার এবং কার্লাইল বিরোধীতা করে ছিলেন।[৩০] আগষ্ট মাসে চূড়ান্ত প্রস্তাব তৈরী করতে গিয়েও তাঁকে কাউন্সিলের বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হলো। এবারেও দেখা গেল যে, কার্লাইল এবং বাটলার তাদের পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন।[৩১] বিভিন্ন যুক্তি ও আলোচনার মাধ্যমে হার্ডিঞ্জ এই দুজন বিরোধী সদস্যকে রাজী করাতে সমর্থ হলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন দুজন সদস্য—ফ্লীটউড উইলসন এবং জেমস জেন্‌কিনস।[৩২]

---

২৯. হার্ডিঞ্জের প্রতি ক্রু, ১৫ আগস্ট ১৯১১ HP/১১৩।

৩০. ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত নথি, ৭ জুলাই ১৯১১, HP/১১৩ ; এবং তাঁর রোজনামচা ২৬ জুলাই ১৯১ প্রযুক্ত।

৩১. হার্ডিঞ্জ তাঁর রোজনামচাতে লিখেছেন, শুধুমাত্র কার্লাইল ও বাটলার ছাড়া আর সবার নিকট থেকে সাধারন সম্মতি (general approval) পাওয়া গেল"। ১১ আগস্ট ১৯১১, ঐ।

৩২. হার্ডিঞ্জের রোজনামচা, ১৩ আগস্ট ১৯১১, HP/১১৩।

www.pathagar.com

এর পরে ক্রুর নির্দেশ অনুযায়ী ৩১ আগষ্ট ভারত সরকারের প্রস্তাব ব্যক্তিগত চিঠির মতো ইণ্ডিয়া অফিসে পাঠানো হলো।[৩৩]

প্রচলিত বিধি ও রীতি অনুসারে ভারত সরকারের এই প্রস্তাব ইণ্ডিয়া অফিসে এসে পৌঁছার পর প্রথমত সংশ্লিষ্ট বিভাগে এবং কমিটিতে বিবেচিত হতো এবং শেষ পর্যায়ে কাউন্সিলে পাঠানো হতো। কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ রদের প্রস্তাবটি ভিন্নতর প্রক্রিয়ায় বিবেচিত হলো। ক্রু এই ভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরনের কারণ ব্যাখ্যা করে হার্ডিঞ্জকে লিখলেন—

'বেশ বিলম্ব করেই বিষয়টি কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন করবো। আমার বিশ্বাস তাঁরা বিষয়টির গোপণীয়তা রক্ষায় সমর্থ হবেন। কিন্তু মুশকিল হলো তাঁরা সবাই রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী সংক্রান্ত গোপণীয়তা রক্ষায় সমান ভাবে প্রশিক্ষন পান নি। বিশেষ করে কাউন্সিলের দুজন ভারতীয় সদস্যের বেলায় এ কথা বলা চলে। যাহোক অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি আমি পূর্ব প্রস্তুত একটি সরকারী উত্তর তাঁদের নিকট উপস্থাপন করবো এবং কোন ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা ছাড়াই তাঁদেরকে সম্মত হতে বলবে। এ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যে দিল্লীদরবার আসন্ন ; কাজেই বিস্তারিত এবং দীর্ঘ আলোচনার সময় নেই।[৩৪]

বিষয়টি কাউন্সিলের নিকট উত্থাপনের ব্যাপারে ক্রু দুটি বিষয়ে যত্নবান ছিলেন। প্রথমত, বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ দেয়া হবে না। দ্বিতীয়ত, কাউন্সিলের অধিবেশন শুধ মাত্র বিধি সম্মত আনুষ্ঠানিকতার জন্য ডাকা হবে। অর্থাৎ পূর্বেই গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কাউন্সিলে শুধুমাত্র অবহিত করা হবে এবং সদস্যদের সম্মতি গ্রহণ করা হবে।

---

৩৩. ক্রুর প্রতি হার্ডিঞ্জ, ৩১ আগস্ট ১৯১১, HP/১১৩ এবং CD. ৫৯৭৯, ১৯১১।

৩৪. হার্ডিঞ্জের প্রতি ক্রু, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯১১ (ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় HP/১১৩।

www.pathagar.com

অক্টোবরের শেষের দিকে ক্রু কাউন্সিলের সদস্যদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে অবগত করানোর জন্য মাত্র তিন দিনের একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেন। প্রথম দিনে তিনি লী-ওয়ার্নারের সাথে গোপন আলোচনা করেন। লী-ওয়ার্নার ছিলেন কাউন্সিলের একজন খ্যাতনামা সদস্য। ক্রু দেখলেন যে তিনি দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের ব্যাপারে অতি উৎসাহী। দ্বিতীয় দিন স্যার চার্লস ইগারটন ব্যাতিত কাউন্সিলের সমুদয় সদস্যকে ক্রু তাই কক্ষে আহবান করেন। স্যার চার্লস ইগারটন ছুটিজনিত কারনে উক্ত বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৈঠকে ক্রু পরিকল্পনাটি তাদের নিকট প্রকাশ করেন এবং এ-সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চান। তৃতীয় দিনে ভারত সরকারের প্রস্তাব এবং ইণ্ডিয়া অফিসের উত্তরের ওপর সদস্যদের মন্তব্য প্রকাশ করতে বলা হয়। কাউন্সিলের সদস্য এজারলী, র‍্যালে, থমসন প্রতিবাদ না জানালেও উল্লেখ করেন যে, বিষয়টির গুরুত্বের উপর লক্ষ্য রেখে হঠাৎ করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ নয়। বাঙালী মুসলমানদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেন থিওডর মরিসন। অবশ্য স্যার হিউ বার্নস একমাত্র সদস্য যিনি সরাসরি প্রতিবাদ করে বসলেন। তিনি অবশ্য বঙ্গ-ভঙ্গ রদের প্রতি আপত্তি না জানালেও দিল্লীতে রাজধানী সরিয়ে নেবার পরিকল্পনাটি সমর্থন করতে রাজী ছিলেন না। কাউন্সিলের অন্যতম ভারতীয় সদস্য কে, জি গুপ্তও এ বিষয়ে স্যার হিউ বার্ণসের সঙ্গে একমত হলেন। অপর দিকে লী-ওয়ার্নার, লা-টুশে এবং আলী বেগ (ভারতীয় মুসলিম সদস্য) অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন। মোটামুটি ভাবে কাউন্সিল সদস্যদের প্রতিক্রিয়া ক্রু কে নিরাশ করে নি। উপরন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন যে, সদস্যগন পরিকল্পনাটির গোপনীয়তা সম্পর্কে (যা তিনি ইতিমধ্যে বারবার তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন) যথেষ্ট সজাগ রয়েছেন। [৩৫]

---

৩৫. হার্ডিঞ্জের প্রতি ক্রু, ৩ নভেম্বর ১৯১১, HP/১১৩ ; এবং স্যার হিউ বার্ণসের প্রতিবাদ, কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া মিনিট্স অব ডিসেন্ট C/১৩২ এবং C/১২৯।

www.pathagar.com

১ নভেম্বর কাউন্সিল সমস্ত পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন।[৩৬] কাউন্সিলের নিকট থেকে অনুমোদন লাভ করার দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়াটি ক্রুর জন্য ছিল তাঁর স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টিকারী একটি অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর এই সফলতা তাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিয়েছিল।[৩৭]

পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ রেখাটি মন্ত্রী পরিষদকে অবহিত করার আগেই ক্রু মর্লেকে জানালেন। সম্রাটের দরবার ঘোষণার মাধ্যমে পরিকল্পনাটির বাস্তবায়নের প্রয়াস মর্লের কাছে আপত্তিজনকে মনে হলো। তিনি বক্তব্য রাখলেন যে, এতে ভবিষ্যতে প্রচণ্ড সমালোচনার ঝড় উঠবে। উপরন্তু ভারতের প্রাদেশিক সরকার সমূহের সংজ্ঞা আলোচনা না করেই এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের অশুভ ফলশ্রুতির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষন করেন।[৩৮] মোট কথা, সমস্ত পরিকল্পনাটি সম্রাটকে ছাড়াই বাস্তবায়নের পক্ষে মর্লে মন্তব্য প্রকাশ করেন, কিন্তু ক্রুর বিবেচনায় তা ছিল অসম্ভব।[৩৯] পটভূমি ব্যাখ্যা করে একটি দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে ৮ নভেম্বর ক্রু পরিকল্পনাটি মন্ত্রী পরিষদের নিকট উত্থাপন করেন। এখানেও ক্রু বিনা সমস্যায় উৎরে যেতে পারলেন না; কারন এক দীর্ঘ সমলোচনা পূর্ণ আলোচনা শুরু হয়ে গেল। সমালোচনায় দুটি দিক ছিল; প্রথমত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অগোচরে সিদ্ধান্ত নেয়া এবং স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সম্রাটকে অন্তর্ভূক্ত করা। প্রায় দুদিন ধরে বিষয়টি আলোচিত হলো, কিন্তু সমস্যার সমাধান খুজে পাওয়া গেল না। অবশ্য মন্ত্রী পরিষদকে

---

৩৬. কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া মিনিট্স, C/১০৭ এবং C/১২৭ ; এবং ভারত সরকারের প্রতি ইণ্ডিয়া অফিসের উত্তর, ১ নভেম্বর ১৯১১। বিস্তারিত তথ্যের জন্যে দেখুন পার্লামেণ্টারী পেপার cd ৫৯৭৯।

৩৭. হার্ডিঞ্জের প্রতি ক্রু, ৩ নভেম্বর ১৯১১, HP/১১৩।

৩৮. ক্রুর প্রতি মর্লে, ২১ অক্টোবর ১৯১১, ক্রু পেপারস, "সম্রাটের দরবার ঘোষনাসমূহ।"

৩৯. হার্ডিঞ্জের প্রতি ক্রু, ৩ নভেম্বর ১৯১১, HP/১১৩।

www.pathagar.com

বোঝানো হলো যে ভারতের আভ্যন্তরীণ শাসনতান্ত্রিক রদবদলের প্রশ্নে ভারত সচিব ও ভাইসরয়ের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের প্রতি মন্ত্রী পরিষদের হস্তক্ষেপ করা উচিৎ না। ফলে প্রথম অভিযোগের অবসান হলো। দ্বিতীয় অভিযোগের অবসানের জন্য প্রধানমন্ত্রী এ্যাস কুইথ একটি উপায় বের করলেন ; দিল্লী দরবারের ঘোষণার সংগে সংগেই লর্ড ও কমন্স সভায় একই সাথে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের কথা ঘোষনা করা হবে। এই আশ্বাসের পর মন্ত্রীসভা তাদের সম্মতি জানালো।[৪০] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তি এবং তর্কের কৌশলে মন্ত্রী পরিষদকে সম্মত করানো হলো।

দিল্লী দরবারে ঘোষণার আগে বিষয়টি বিরোধীদলকে যেন না জানানো হয় সে বিষয়ে ক্রু এবং হার্ডিঞ্জ উভয়ে একমত ছিলেন কিন্তু এতে করে প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক বিধি লংঘন করা হতো, এবং এবং সে কারনেই মন্ত্রী পরিষদের সব সদস্যই ক্রুকে বাধ্য করলেন বিষয়টি বিরোধীদলকে জানাতে। ফলে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে দরবারের একদিন আগে বিষয়টি বিরোধীদলের গোচরীভূত করা হবে।[৪১] রক্ষণশীল দলের নেতা ল্যান্সডাউন এবং কার্জনকে এই গোপন সংবাদ জানানোর দায়িত্ব দেয়া হলো মর্লেকে। বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর, বিশেষ করে কার্জনের প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য। যথেষ্ট বিচলিত হয়ে তিনি এই মর্মে জোরালো বক্তব্য রাখলেন যে এই শাসনতান্ত্রিক রদবদল ভারতে প্রতিক্রিয়াশীল জনমতের কাছে নতি স্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। উপরন্তু তিনি বিক্ষুব্ধ ভাবে বললেন যে, বিষয়টি লর্ড সভায় যথাসময় আলোচনা করবেন।[৪২]

---

৪০. সম্রাটের প্রতি প্রধানমন্ত্রী, ৯ নভেম্বর ১৯১১, এ্যাসকুইথ পেপারস, [এরপর AP বলা হবে], খণ্ডঃ ৬ "ক্যাবিনেট লেটারস," ১৯১১-১২।

৪১. ক্রুর প্রতি এ্যাসকুইথ, ৩০ নভেম্বর ১৯১১, AP/৪৬।

৪২. হার্ডিঞ্জের প্রতি মর্লে, ২৬ জুন ১৯১১, HP/৯২।

www.pathagar.com

১২ ডিসেম্বর দিল্লীতে ঘোষনার সংগে সংগে অনুরূপ ঘোষনা লর্ড এবং কমন্স সভায় করা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই প্রথম বারের মত পার্লামেণ্ট বিষয়টি জানলো। [৪৩]

এই ঘোষনার সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ার প্রতি আলোকপাত করে বিরোধী দলের নেতৃস্থানীয় সদস্য এ্যামপটহিল কার্জনকে জানালেন -

"I think it was a right thing done in a wrong way. It was a risky thing to make the king responsible for this 'bolt from the blue'.....It was, of course, entirely contrary to our constitutional principles but I suppose that in these days when coustitution is being recklessly destroyed no body will take much account for that." [৪৪] ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গের পরিকল্পনায় এ্যাম্পটহিলের কিছু অবদান ছিল, কাজেই বিষয়টির উপর মন্তব্য করার অধিকার তাঁর ছিল। কিন্তু সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার অভাষ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে বঙ্গ ভঙ্গ রদের বিধি বহিভূর্ত এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে কেউ মাথা ঘামাবে না, বা কোন সমালোচনা হবে না। বাস্তবে কিন্তু তাঁর এ ধারনা ভ্রান্ত বলে প্রমানিত হয়েছিল। কারণ, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯১২ কমন্সসভায় রক্ষণশীল দলের সদস্য বোনারল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে বঙ্গ-ভঙ্গ রদের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে বিধি-বহির্ভূত। [৪৫]

---

৪৩. ঐদিন লর্ড সভায় ঘোষণা করেন মর্লে Hansard (পার্লামেণ্টারী বিতর্ক), 5 th Series, vol. XI, 1911. এবং কমন্স সভায় ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী এ্যাসকুইথ. Hansard, 5th Series, vol, xxx 11, 1 11.

৪৪. কার্জনের প্রতি এ্যাম্পটহিল, ১৫ জুন ১৯১২. CP/১১১ (৪৩৪)।

৪৫. Hansard, 5th Series, Commons, vol, 3।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রক্রিয়া ঃ শাসনতান্ত্রিক বিশ্লেষণ

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

১৯১২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী বোনার ল' অভিযোগ করেন, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারতে সাম্প্রতিক কালে শাসনতান্ত্রিক রদ-বদল করা হয়েছে তা যে কোন দৃষ্টিকোন থেকে বিধি-বহির্ভূত।[১] বোনার ল'র এই অভিযোগ তিনটি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ; ভারতের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন বাস্তবায়নে সম্রাট পঞ্চম জর্জকে ব্যবহার করা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত পরিপূর্ণভাবে যাচাই না করা, এবং পার্লামেন্টকে বাদ দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। লর্ড সভায় কার্জন বেশ জোরালো অভিযোগ করলেন,

"All these steps were decided upon in secret without consultation with those v hom you ordinarily consult in India without any intimation to representative bodies or persons, without any consultation of public opinion behind the bock of Parliament. Then you give fiinatily to this procedure, you invest it with a sacrosanct character by putting it into the mouth of the Sovereign ... ।"[২]

তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সম্রাটের ঘোষণার মাধ্যমে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতি ভারতের ভাইসরয় হার্ডিঞ্জই প্রথম বিবেচনা করেছিলেন ; পরবর্তী কালে সম্রাট ব্যক্তিগত সম্মানের লোভে এই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে, হার্ডিঞ্জের পরিকল্পনার দুটি দিক ছিল ঃ তিনি চেয়েছিলেন সম্রাট শুধুমাত্র রাজধানী স্থানান্তরের কথা ঘোষণা করবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল

1. Hansard, *5th Series*, Commons, vol. 34.
2. Hansard, *5th Series*, Lords, vol. XI, 21 February 1912.

www.pathagar.com

সম্রাট সামগ্রিক ঘোষণার ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জন্যে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। ক্রু ভেবে দেখলেন, উভয় ঘোষণাই সম্রাট করলে একটা চমকপ্রদ বিস্ময় সৃষ্টি হতে পারে।[৩] কিন্তু দরবার ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ভারতে এবং বৃটেনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো তা থেকে সম্রাট অনুমান করলেন যে, নিজকে এভাবে জড়ানো উচিৎ হয়নি। কাজেই দেশে ফিরে তিনি কার্জন, ল্যান্সডাউন ও মিণ্টোকে বাকিংহাম প্রাসাদে ডেকে পাঠালেন। এক দীর্ঘ বক্তৃতায় তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, সম্রাটের ব্যক্তিগত দিকটা যেন বিবেচনা করে তাঁরা সবরকম বিরূপ সমালোচনা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু সম্রাটের এই শ্রম ব্যর্থ হয়েছিল; কারন ইতি-মধ্যেই রক্ষনশীল দলের সমালোচনা কিভাবে এবং কোন পথে অগ্রসর হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। বাকিংহাম প্রাসাদে যাবার আগের দিন এক জরুরী সভায় অষ্টেন চেম্বারলেইন সমালোচনার সূত্রপাত করে বলেছিলেন, "এমন কি ডিসরেইলীর মত দাম্ভিক রক্ষনশীল প্রধান মন্ত্রীও সম্রাটকে এভাবে ব্যবহার করতে পারতেন না।"[৪] এরপর উপস্থিত রক্ষণশীল অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, বিশেষ করে কার্জন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, দুটি যুক্তির উপর ভিত্তি করে পার্লামেণ্টে বিতর্ক শুরু করা হবে; যেমন, সম্রাটকে জড়ানো এবং পার্লামেণ্টের নিকট বিষয়টি গোপন রাখা। পার্লাণ্টের বিতর্কে বোনার-ল', ল্যান্সডাউন, কার্জন এবং মিণ্টোর যুক্তি এবং তথ্যপূর্ণ বাগ্মিতায় বিরোধীদলের সমালোচনা প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠলো।[৫]

---

৩. ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত নথি ৭ জুলাই ১৯১২; এবং হার্ডিঞ্জের প্রতি ক্রু; ১২ আগষ্ট ১৯১১, হার্ডিঞ্জ পেপারস/113 [এরপর HP উল্লেখ করা হবে।]

৪. স্ত্রীর প্রতি অষ্টেন চেম্বারলেইন (রক্ষনশীল দলের সদস্য) ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯১২, উদ্ধৃত হয়েছে অষ্টেন চেম্বারলেইন, পলিটিক্স ফ্রম ইন সাইড, (লণ্ডন, ১৯৩৬) পৃঃ ৫১০।

৫. কমন্স সভায় বোনারল, Hansard, *5th Series, vol.* 34. ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯১২; লর্ড সভায় কার্জন, ল্যান্সডাউন এবং

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন হলো, সমস্ত ঘটনার সংগে সম্রাটের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, কোন দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিধি বহির্ভূত ছিল? কার্জনের ভাষায় দুটি কারন ছিল; প্রথমত, তিনি যে ভূমিকা পালন করেছেন তা শুধুমাত্র মন্ত্রী-পরিষদের একজন সদস্যের পক্ষেই সম্ভব। দ্বিতীয়ত, ভারত শাসনের ব্যাপারে পার্লামেণ্টই একমাত্র আইন সম্মত কর্তৃপক্ষ, কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ রদের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে এই আইন সম্মত কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। কার্জনের চূড়ান্ত বক্তব্য ছিল, "This is indeed a very dangerous precedent, for the king may be brought into upset the decision of one party; he may equally be brought into reverse the policy of another.[৬] কিন্তু এসব তাত্ত্বিক অভিযোগের কথা বাদ দিলেও সম্রাটের ঘোষণা একটি জটিল বাস্তব সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। যেহেতু ঘোষণাটি সম্রাটের মাধ্যমে করা হয়েছিল সেহেতু তা অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয়। অবশ্য সম্রাটের এই ঘোষণাকে আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে পার্লামেণ্টের অনুমোদন প্রয়োজন কিন্তু এখন অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, পার্লামেণ্টের সদস্যরা এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনকে সমর্থন করুক বা না করুক সম্রাটের ঘোষণাকে অনুমোদন করতেই হবে। অর্থাৎ সম্রাটের ঘোষণাকে পরিবর্তন করার অধিকার পার্লামেণ্টের নেই।

দ্বিতীয় প্রধান অভিযোগ, বিষয়টি কেন আগাগোড়া গোপন রাখা হয়েছিল? লর্ড সভায় মিণ্টো এই অভিযোগটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন

মিণ্টো, Hansard *5th Series vol. XI*, ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯১২ কার্জনের বক্তৃতায় অসন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট হার্ডিঞ্জকে লিখলেন, "লর্ড সভায় কার্জনের বক্তৃতাকে আমি কড়া ভাষায় সমালোচনা করছি। কারন, আমার মনে হয় বক্তৃতাটি দুরভিসন্ধিমূলক; এবং একজন প্রাক্তন ভাইসরয়ের এ ধরনের বক্তব্য ভারতে প্রতিক্রিয়াশীল মন্তব্যের ইন্ধন জোগাবে"। ৮ মার্চ ১৯১২ HP/105।

৬. Hansard, *5th Series*, Lords, vol. XI, 21 February 1912.

www.pathagar.com

করে জোরালো বক্তব্য রাখেন।[৭] ভারতে বা বৃটেনে সংশ্লিষ্ট কোন মহলের সংগে কোন আলোচনা-না করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। বিশেষ করে ভারতের প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় আসন্ন পরিবর্তনের কোন আভাষই পাননি। যেমন ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ বিভিন্নভাবে অভিযোগ করলেন, "বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে আমরা যে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলাম তা আমাদের কাছে বিরাট দুঃখের কারন। কিন্তু আমাদের দুঃখ আরো বেশী তীব্র হয়ে ওঠে যখন দেখি সরকার আমাদের সংগে কোন পরামর্শ না করে বা কোন পূর্বাভাষ না দিয়েই এই পরিবর্তনটি বাস্তবায়ন করলেন।"[৮]

তবে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ ছিল পার্লামেন্টের অজ্ঞাতে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেয়া। সামগ্রিক সমালোচনার প্রকৃতি থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, পার্লামেন্টের মাধ্যমে সনাতন পদ্ধতিতে যদি এই পদক্ষেপ নেয়া হতো তবে হয়তো অন্যান্য অভিযোগ চাপা পড়ে যেতো বা অভিযোগগুলির ভিত্তি দুর্বল হতো। ১৮৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে ভিক্টোরিয়াকে "মহিষী সম্রাজ্ঞী" (Queen Empress) ঘোষণা করা হলো; ১৯০৩ সালে তাঁর উত্তরাধিকারী সপ্তম এডওয়ার্ডকে ভারতের "রাজা-সম্রাট (King Emperor) ঘোষণা করা হলো। উভয় ক্ষেত্রেই পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।[৯] কাজেই কোন বিতর্ক বা অভিযোগের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু এই প্রথম পার্লামেন্টের অনুমোদন না নিয়েই এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরামর্শ ছাড়াই ভারতের আভ্যন্তরীণ

---

৭. ঐ, ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯১২।

৮. কলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের পঞ্চম সম্মেলনে দেয়া সভাপতির ভাষণ, ৪ মার্চ ১৯১২, কার্জন পেপারস্/III/452 [এরপর থেকে CP উল্লেখ করা হবে]।

৯. এইচ. এইচ. ডডওয়েল (সম্পাদিত) দি কেম্ব্রিজ হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়া ১৮৫৮—১৯১৮, খণ্ড ৬, (কেম্ব্রিজ, ১৯৩২), পৃঃ ২০।

www.pathagar.com

শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে সুদূর প্রসারী তাৎপর্যবহ একটি পদক্ষেপ নেয়া হলো।[১০] ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকেই ভারত শাসনের ব্যাপারে পার্লামেণ্টের প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল। ভারত শাসন সংক্রান্ত যে কোন আইনই পার্লামেণ্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতো। কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ রদের সময়ই পার্লামেণ্টের এই কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা হলো।[১১] এই প্রথম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন আলোচনার সুযোগ না দিয়েই উক্ত বিষয়ে পার্লামেণ্টকে সম্মতি জানাতে বলা হলো। চিরন্তন বিধি অনুযায়ী, যে কোন আইনই একটি প্রস্তাব আকারে পার্লামেণ্টে উপস্থাপন করতে হয়; কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষেত্রে এই রীতি লঙ্ঘন করা হলো।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তদানিন্তন সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের একটি মাত্রই বক্তব্য ছিল; তাহলো বঙ্গ-ভঙ্গ রদের আনুপূর্বিক প্রক্রিয়া বিধি বহির্ভূত। কিন্তু সুক্ষ্ম বিশ্লেষণে বিধি লঙ্ঘনের বিষয়টি একটি জটিল সমস্যার রূপ নেয়। এটা অনস্বীকার্য যে, বৃটেনের শাসনতন্ত্রের বিরাট অংশই অলিখিত এবং সেখান থেকেই সমস্যাটির সৃষ্টি। কারণ সুনির্দিষ্ট লিখিত শর্ত সমূহের অভাবে শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ কিছুটা অনিশ্চিত হতে বাধ্য। এমনই একটি বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়ে রক্ষনশীল দলের সদস্য এ্যাম্পটহিল বললেন, "আমি কোন মতেই স্বীকার করি না যে, বিধি বহির্ভূত কোন কাজ করা হয়েছে। শাসনতন্ত্রের কোন আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে? সুনিশ্চিত করে বলা হয়নি যে, কোথায়, এবং কিভাবে বিধি বহির্ভূত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।"[১২] কার্জন নিজে "বিধি বহির্ভূত" অভিযোগের অন্তর্নিহিত দূর্বলতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, তা নয়, তবে বিতর্কের শুরুতেই তিনি উল্লেখ্য করেন যে, "কোন আইনবিদ

---

১০. লর্ড কার্জনের বক্তৃতা, প্রাগুক্ত।

১১. কমন্স সভায় রোনাল্ডশে'র (Earl of Ronaldshay) বক্তৃত, Hansard, *5th Series*, Commons, vol.39, 10 June 1912.

১২. লর্ড সভায় এ্যাম্পটহিলের বক্তৃতা, Hansard, *5th Series*, Lords, vol. XI, 22 February 1912.

www.pathagar.com

যদি আমাকে প্রশ্ন করেন বিধি-বহির্ভূত বলতে আমি কি বোঝাতে চাই, তবে হয় তো আমার উত্তর আইন-শাস্ত্রের ভাষায় গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তা যথার্থ বলে প্রমাণিত হতো। বিধি-বহির্ভূত বলতে আমি প্রতিষ্ঠিত প্রথা এবং আমাদের সংবিধানের প্রচলিত রীতির পরিপন্থী কাজকে বুঝাতে চেয়েছি।"[১৩] দিল্লী-নীতি বৃটিশ সংবিধানের প্রতিষ্ঠিত প্রথা এবং প্রচলিত রীতির পরিপন্থী হলেও এর সমর্থকগণ উল্লেখ করেন যে, কার্জন "প্রতিষ্ঠিত প্রথা" বলতে ভিন্নতর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

অভিযোগগুলির উত্তরে পার্লামেণ্টে সরকারের পক্ষ থেকে তিন ধরণের যুক্তি দেখানো হলো। প্রথমত, যদি সম্রাটের মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের কথাগুলি ঘোষণা না করা হতো তবে দিল্লী-দরবারের চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্যটি অনুপস্থিত থাকতো। অর্থাৎ দিল্লীদরবারের মত একটি অভূত পূর্ব জাঁক-জমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে আপামর জনসাধারনের মধ্যে বিস্ময় সৃষ্টি করার জন্যই এই ঘোষণাটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। সরকার পক্ষীয় সমর্থকদের দৃষ্টিতে এই পরিকল্পনাটি ছিল রাষ্ট্রনায়কোচিত। ভারত সচিব ক্রু বিস্তারিত বক্তব্য রেখে বললেন, যে, দরবারে যদি শুধুমাত্র রাজসিক জাঁক-জমক কুচ কাওয়াজ ও বাণী পাঠ করা হলে সাধারণ ভারতীয়দের মনে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতো।[১৪] দ্বিতীয়ত, ভারত সচিব ক্রু দাবি করলেন যে, ঘোষণাটি সম্রাটের পরিবর্তে ভাইসরয় করলে হয়তো এত বাদানুবাদের অবকাশ থাকতো না। কিন্তু তিনি এত বললেন যে, ফলশ্রুতির বিচারে সম্রাটের ও ভাইসরয়ের ঘোষণার মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্যও হতো না। ইণ্ডিয়া অফিসের পার্লামেণ্টারী আণ্ডার সেক্রেটারী মণ্টেগু কেমব্রিজে এক জনসমাবেশে এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলেন।[১৫] অবশ্য ক্রু স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে,

---

১৩. ঐ, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯১২।

১৪. লর্ড সভায় ম্যাকডোনেল (Macdonnell), হ্যারিস (Harris), এবং ক্রুর (Crewe) বক্তৃতা, ঐ, ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯১২।

১৫. দেখুন এডউইন এস. মণ্টেগু, স্পিচেস্ অন ইণ্ডিয়ান এ্যাফেয়ারস্, (মাদ্রাজ, ১৯১৭), পৃঃ ৩০৪—৫।

www.pathagar.com

সম্রাটের ঘোষণা থেকে এক বিরাট বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে ; কিন্তু ভাইসরয়ের ঘোষণার ফলে পার্লামেন্টে একটি সুনির্দিষ্ট বিতর্ক শুরু হতো। কারণ, ভাইসরয় পার্লামেন্টের মাধ্যমে নিযুক্ত একজন কর্মচারী মাত্র ; এবং সেই কারণে তাঁর কার্যাবলীর উপর পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ আছে। কিন্তু সম্রাট পার্লামেন্টের কর্মচারী নন বা তাঁর উপর পার্লামেন্টের কোন নিয়ন্ত্রণও নেই। মর্লে তৃতীয় যুক্তিটি উপস্থাপন করলেন। বৃটিশ শাসনতন্ত্রে সম্রাটের বিশেষ অধিষ্ঠানের উপর এক দীর্ঘ বক্তৃতা করে উপসংহারে বললেন যে, দিল্লী সংক্রান্ত ভূমিকায় সম্রাট কোন বিধি লঙ্ঘন করেন নি। উপরন্তু বললেন, "It is quite true that the Sovereign can exercise Excutive Powers to an enormous extent within the specified restrictions of law। [১৬]

সরকার পক্ষের এই যুক্তিগুলি কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করতে পারলো না কেন সম্রাটের মাধ্যমে এই ঘোষণাটি করতে হয়েছিল। ক্রুর বক্তব্য থেকে দেখা গেল যে, গণমানসে বিস্ময় সৃষ্টি করার এক প্রবনতা ছিল। কিন্তু এই বিস্ময় সৃষ্টি করার জন্যে সম্রাটের ঘোষণার শুধুমাত্র অরাজনৈতিক এবং বিতর্কের উর্ধ্বে বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্তিই যথেষ্ট ছিল। সে ক্ষেত্রে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ এবং রাজধানী স্থানান্তর সংক্রান্ত বিতর্কিত বিষয় দুটি ভাইসরয়ের মাধ্যমে ঘোষণা করলেই হতো। এতে বিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত বাদানুবাদ সৃষ্টি হতো না। কিন্তু কেন তা করা হলো? ঘটনার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ থেকে মনে হয় যে, সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কারণ বঙ্গ-ভঙ্গের (১৯০৫) জনক ছিলেন কার্জন। ভাইসরয়ের মাধ্যমে বঙ্গ-ভঙ্গ রদের ঘোষণা করা হলে কার্জনের নেতৃত্বে বিরোধীদল যে তুমুল বিতর্কের সূচনা করতো তার ফলে হয়তো গোটা পরিকল্পনাটি পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হতো। কিন্তু সম্রাটের মাধ্যমে এই ঘোষণাটি করার শুধুমাত্র নিষ্ফল বাদানুবাদ ছাড়া বিরোধীদল বা

---

১৬. লর্ড সভায় মর্লের বক্তৃতা, ২২ ফেব্রুয়ারী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

পার্লামেন্টের কিছুই করণীয় রইল না। অর্থাৎ কৌশলের মাধ্যমে পরিকল্পনাটির সফল বাস্তবায়ন আগে থেকেই নিশ্চিত করা হয়েছিল।

বঙ্গ-ভঙ্গ রদের প্রক্রিয়াটি অবশ্য নজিরবিহীন ছিল না (অবশ্য এর ফলে সমর্থন যোগ্য নয়)। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উদারপন্থী দল দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রানসভালকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দিয়েছিলেন।[১৭] স্বায়ত্বশাসন প্রদান সংক্রান্ত ঘোষণাটি করা হয়েছিল একটি রাজকীয় ঘোষণার মাধ্যমে। বলাবাহুল্য যে, পার্লামেন্ট কোনভাবেই এই ঘোষণার সঙ্গে জড়িত ছিল না। ঐ বছরই ১০ ডিসেম্বর কমন্স সভায় ট্রান্সভালের নতুন সংবিধানটি অনুমোদন লাভ করে। রক্ষনশীল দলের নেতা ব্যালফুর উল্লেখ করেছিলেন যে, সম্রাটের মাধ্যমে পদক্ষেপটি নেয়া হয়েছিল বলেই তাঁদের পক্ষে সংবিধানটির বিরোধিতা করা সম্ভব হয় নি। নতুবা পার্লামেন্ট এই সংবিধান নাকচ হয়ে যেতো।[১৮]

মূল অভিযোগগুলি উত্থাপন করতে গিয়ে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ নিয়ে কার্জন বলেছিলেন যে, ভারত সরকারের একটি দপ্তরে, ও প্রায় প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে আলোচিত হবার পরই ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ করা হয়। এবং তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সম্বলিত একটি Blue-Book অনেক আগেই পার্লামেন্টের উপস্থাপন করা হয়েছিল ; উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন পরিবর্তনটির বিভিন্ন দিক পার্লামেন্টের সদস্য ও ইংরেজ জনমতকে অভিহিত করা।[১৯] এই অভিযোগের উত্তরে ক্রু বললেন, "প্রকৃত প্রস্তাবে প্রায় এক বছর আগে থেকে বিষয়টির (বঙ্গ-ভঙ্গ রদের) বিস্তারিত বিবেচনা শুরু হয়েছিল ; তবে এই সময়ের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে আলোচনা ও বিবেচনার

---

১৭. সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্যে দেখুন কলিন ক্রস, দি লিবারেল্‌স ইন পাওয়ার, ১৯০৫—১৯১৪, (লণ্ডন, ১৯৬৩), পৃঃ ৪৬—৪৭।

১৮. দেখুন স্যার হেনরী স্লেসার, এ হিষ্টরী অব দি লিবারেল পার্টি, (লণ্ডন, প্রকাশনার তারিখ নেই), পৃঃ ১৪৯।

১৯. লর্ড সভায় কার্জনের বক্তৃতা, Hansard, *5th Series*, vol. XI, 21 February 1912.

www.pathagar.com

পরিধিকে সীমিত রাখা হয় (Limited area of discussion)। এটা সত্য যে, একটি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আমাদের পরামর্শ গ্রহণ বা আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বলতে বাধ্য যে, আমাদের বিবেচনা ছিল গভীর এবং সুচিন্তিত।" তিনি আরো বললেন যে, বিষয়টি ছিল ভারতের আভ্যন্তরীন শাসন সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন (Excutive decision) এবং এ ব্যাপারে পার্লামেন্টের পূর্ব সম্মতি অপ্রয়োজনীয়।[২০] ক্রুর দ্বিতীয় বক্তব্যটি বিতর্কিত। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ অবশ্যই পার্লামেন্টের অনুমোদনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছিল। কার্জেই পার্লামেন্টের অনুমাদনের অপ্রয়োজনীয়তার যে যুক্তি ক্রু উপস্থাপন করেছিলেন তা প্রচলিত রীতি অনুসারেও সমর্থন যোগ্য নয়। অবশ্য কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা পর্যায়ে কিছুটা কারচুপি হয়েছিল। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গ-ভঙ্গ সংক্রান্ত বিষয়টি পার্লামেন্টের গোচরীভূত করা হয়। কিন্তু সংবাদপত্রে যে গণ বিতর্ক শুরু হলো তাতে কার্জন বুঝতে পারলেন পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন সহজ হবে না ; কিছু পরিবর্তন অবশ্যই করতে হবে। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ববঙ্গ সফর করতে গিয়ে তার এই ধারনা দৃঢ় হলো। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এর পর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত (যখন বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হয়) দীর্ঘ সময়ে পরিকল্পনায় যে পরিবর্তন হয়েছিল জনসাধারনের নিকট তা অজ্ঞাত ছিল। উদ্দেশ্য ছিল বিরোধী জনমতকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া। কারণ কার্জন এবং তার পরামর্শ দাতারা বুঝেছিলেন যে, পরিকল্পিত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনটি হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণ যোগ্য হবে না।[২১]

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কার্জনের দাবী আংশিকভাবে ভিত্তিহীন। এ ছাড়াও কার্জন নির্দিষ্ট করে বলেন নি, ঠিক কখন বিষয়টি পার্লামেন্টের গোচরীভূত করা হয়েছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯০৫ সালের

---

২০. সভায় ক্রুর বক্তৃতা, ঐ।

২১. ইবেট্‌সনের (Ibbetson, Member, Viceroys Executive Council) মন্তব্য, ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ CP/III/247.

www.pathagar.com

৭ আগষ্ট প্রথমবারের মত পার্লামেণ্টকে একটি White Book পাঠানো হয়; এবং ঐ তারিখেই প্রথমবারের মত পার্লামেণ্ট কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ সম্বন্ধে কিছু জানতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারত সরকার ও ইণ্ডিয়া অফিসের মধ্যে দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক সংস্কারটি চূড়ান্তরূপ নিয়েছে।[২২] White Book পাবার পরপরই পার্লামেণ্টের সদস্যগণ আরো বিস্তারিত তথ্যের দাবি জানালেন; কিন্তু ভারত সরকার বিস্তারিত তথ্য সরবরাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।[২৩] একটি কাউন্সিল সভায় মিলিত হয়ে কার্জন মন্তব্য করলেন, "the more we say the greater will be the anger and commotion।[২৪] তৎকালীন ভারত-সচিব ব্রডারিক (Broderick) নিজেও উপলব্ধি করলেন যে, বিস্তারিত তথ্য পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করা উচিৎ। কারণ, পার্লামেণ্টের বিভিন্ন সদস্যদের নিকট থেকে তিনি প্রায়ই অভিযোগ পাচ্ছিলেন। কাজেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্যের জন্যে কার্জনকে অনুরোধ করলেন।[২৫] শেষ পর্যন্ত ১৯০৫ সালের ১২ অক্টোবর পার্লামেণ্টে একটি Blue-Book উপস্থাপন করা হলো।[২৬] কিন্তু ইতিমধ্যে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছিল। এই Blue-Bookটিতে অপেক্ষকৃত কিছু বেশী তথ্য সন্নিবেশিত করা হলেও প্রয়োজনীয় সব তথ্য দেয়া হয় নি।

কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ সংক্রান্ত আলোচনা থেকে দুটি উপসংহার পাওয়া যায়; তাঁর বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনা ব্যাপক আলোচনা ও বিবেচনার ফল-শ্রুতি নয়। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের আগে পার্লামেণ্ট এ বিষয়ে কিছুই

---

২২. Cd 5658, ৭ আগাষ্ট ১৯০৫।

২৩. ইণ্ডিয়া অফিসের প্রতি ভারত সরকারের চিঠি ৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৫, নং ৩৫ CP/III/ 247c.

২৪. ভারত সরকারের Home Department Proceedings, ২৪ জুন ১৯০৫, ঐ।

২৫. কার্জনের প্রতি ব্রডারিক ৭ অক্টোবর, ১৯০৫, ঐ।

২৬. Cd 2746, 12 October 1905.

www.pathagar.com

জানতো না। কার্জনের যুক্তির এই দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ক্রু বলেছিলেন, "I think that we can claim the action of the then government here and in India as a precedent for not consulting Parliament previously upon these proposals of ours।"[২৭] অবশ্য দুই ঘটনার মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিমানগত (Quantative) কিন্তু কোন ভাবেই গুণগত (qualitative) নয়। ১৯১২ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে কার্জন বললেন যে, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে পার্লামেন্টের একটি সক্রিয় অংশ আছে। তাই যুক্তিটি নিঃসন্দেহে ন্যায় সঙ্গত ছিল। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ১৯০৫ সালে কার্জন নিজেই নীতিটি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নি।

প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত বিতর্কের মূল উৎস ছিল ভারত সরকারের সংবিধান। সংবিধানটি লিখিত ছিল ; সেই কারনেই এই সংবিধানের ধারা সমূহ লঙ্ঘন করা হলে তা অনায়াসেই লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু এই বিষয়টির প্রতি বিতর্কে লিপ্ত সদস্যগণ খুব সামান্যই দৃষ্টি দিয়েছেন। শুধুমাত্র অষ্টেন চেম্বারলেন হঠাৎ করে বলেছিলেন, "ভাইসরয় এবং ভারত সচিবের কাউন্সিলের বঙ্গ-ভঙ্গ" রদের প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রচলিত অর্থে কাউন্সিলের সংগে আলোচনা বলতে যা বুঝায় তা হয় নি। চেম্বারলেন এই প্রশ্নটি তুললেন ও অন্যান্য সবাই এই প্রশ্নের ভিত্তিতে বিতর্কটিকে বিস্তারিত করতে ব্যর্থ হন। অবশ্য ২১ ফেব্রুয়ারী কার্জন প্রস্তাবটি লর্ড সভায় তুলেছিলেন ; এবং ১০ জুন অন্য রক্ষণশীল সদস্য জে, ডি, রীজ কমন্সসভায় প্রশ্নটি তুললেন।[২৮] কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে, সম্রাট ও পার্লামেন্ট সংক্রান্ত প্রশ্নে কার্জন যতটুকু যুক্তি প্রয়োগে প্রস্তুত ছিলেন, ভারত সংবিধানের লঙ্ঘন প্রশ্নে ততটুকু প্রস্তুত ছিলেন না। বিতর্কের এই অস্বাভাবিক প্রকৃতির জন্যে তিনটি

২৭. Hansard, *5th Series*, Lords, vol. XI. 21 February 1912.
২৮. Hansard, *5th Series*, Lords, vol. XI and Commons vol. 39.

www.pathagar.com

কারণ দায়ী ছিল। প্রথমত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের সংগে সম্রাটের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিতর্কের সবচেয়ে আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। দ্বিতীয়ত, পার্লামেণ্ট নিজেই সম্মান হানী সংক্রান্ত প্রশ্নে বেশী আগ্রহী ছিলেন; এবং তৃতীয় বিতর্কের গতি প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ করছিলেন কার্জন; তিনি নিজেই ভারত সংবিধান লঙ্ঘনের প্রশ্নে আগ্রহী ছিলেন না। কাজেই এমনই ডামাডোলের মধ্যে মূল প্রশ্নটি চাপা পড়ে গেল।

কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যতদূর সম্ভব আমরা এই প্রশ্নটি আলোচনা করার চেষ্টা করব। ১৯১১ সালের ২৫ আগষ্ট ভারত সরকার ইণ্ডিয়া অফিসে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেটি ছিল মূল পরিকল্পনার প্রাথমিক রূপ। এই পরিকল্পনাটি লণ্ডনে পাঠানোর আগে হার্ডিঞ্জের উচিৎ ছিল তাঁর কাউন্সিল, ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা এবং সেটা না করেই হার্ডিঞ্জ সুনিশ্চিত ভাবে ভারত সংবিধান লঙ্ঘন করেছিলেন।[২৯] সমস্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করতে হলে ব্যাপক অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন ছিল। ভারতের সংবিধান অনুসারে আর্থিক প্রশ্ন জড়িত যে কোন সমস্যাই কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়া (প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ব্যাপক আলোচনার পর অনুমোদন) বাস্তবায়িত করা সম্ভব ছিল না।[৩০] কিন্তু ভারত সচিব ক্রুর জন্য সমস্যাটি এত জটিল ছিল না। ভারত সংবিধানের ২৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়াই তাঁর কাজ করার অধিকার ছিল।[৩১] অবশ্য কাউন্সিলের অনুমোদন না দিয়ে ভারত সরকারকে কোন সিদ্ধান্ত জানাতে হলে কাগজে কলমে তার কারণ লিখে রাখতে হতো।[৩২] সংবিধানের এই ধারা গুলিকে [illegible] ভাবে "গোপনীয় ধারা" বলা হতো। অবশ্য ভারত [illegible] ইচ্ছা করলে গোপনীয় ধারা অন্তর্ভূক্ত যে কোন বিষয়

২৯. কমন্স সভায় জে, ডি, রীজের বক্তৃতা, ঐ।
৩০. ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন, 21 & 22 Vict, C.106, S41.
৩১. ঐ, S.28.
৩২. ঐ S.25.

www.pathagar.com

কাউন্সিলের বিবেচনাধীন করতে পারতেন। আর কাউন্সিলের এ বিবেচনার অর্থই হলো ইণ্ডিয়া অফিসের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কাউন্সিলের বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে বিস্তারিত বিবেচনা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে কাউন্সিলের অনুমোদন, আমরা দেখেছি ক্রু এই দুটো পদ্ধতির কোনটিই অনুসরণ করেন নি; বরং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ একটি নজিরহীন পন্থা উদ্‌ভাবন করেছিলেন। ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে কূট কৌশল প্রয়োগ করে কাউন্সিলের সদস্যদেরকে সম্মত করিয়েছিলেন। এতে একটি সূক্ষ্ম সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। ক্রুর কাজটি সরাসরি বিধি বহির্ভূত ছিল না। কিন্তু আইনের পরিপন্থী ছিল। অপরদিকে ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গের বিষয়টি ইণ্ডিয়া অফিসে তুলনামূলকভাবে ব্যাপক ভাবে বিবেচিত হয়েছিল। ১৯০৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী ভারত সরকার যে চিঠি লণ্ডনে পাঠিয়েছিলেন তা ইণ্ডিয়া অফিসে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত একটি কাউন্সিল কমিটির দ্বারা বিবেচিত হয়েছিল। অবশ্য কাউন্সিল কমিটি ভারত সরকারের প্রস্তাবে সম্মত হননি।[৩৩] কাজেই কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে রেখে তৎকালীন ভারত সচিব ব্রডারিক ভারত সরকারকে তার সম্মতি জানিয়ে দিয়েছিলেন।[৩৪] অবশ্য ইতি মধ্যে ব্রডারিক তৎকালীন আণ্ডার সেক্রেটারী গডলের মাধ্যমে কাউন্সিলের উপর চাপ প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলেন; এবং শেষ পর্যন্ত কাউন্সিলকে রাজী করাতে সমর্থ হয়েছিলেন।[৩৫] কাজেই দেখা যাচ্ছে ১৯০৫ এবং ১৯১১, উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে কাউন্সিলকে রাজী করানো হয়েছিল। এবং উভয় ক্ষেত্রেই সাংবিধানিক

---

৩৩. দেখুন জেড এইচ, যায়েদি, "দি পলিটিক্যাল মোটিভ ইন দি পার্টিশন অব বেঙ্গল", হিষ্টরীক্যাল সোসাইটি অব পাকিস্তান পত্রিকা, এপ্রিল, ১৯৬৪, পৃঃ ১৪৪।

৩৪. কার্জনের প্রতি ব্রডারিক, ২০ মে ১৯০৫।

৩৫. ব্রডারিকের মন্তব্য, দেখুন যায়েদি, প্রাগুক্ত, এবং হার্ডিঞ্জের প্রতি গড্‌লে, ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯১২, HP/৯২।

www.pathagar.com

ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছিল। এবং উভয় ক্ষেত্রেই নীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতা।[৩৬]

মোট কথা বাকিংহাম প্রাসাদ, ইণ্ডিয়া অফিস এবং ভাইসরয়ের সম্মিলিত কূট কৌশলের মাধ্যমে একটি জটিল রাজনৈতিক সমস্যার বিতর্কিত সমাধান খুঁজে বের করা হয়েছিল। পরবর্তী কালে যে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল তা ছিল অর্থহীন ও নিঃস্ফল। কারণ রাজকীয় ঘোষনার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তাকে পরিবর্তন করার আইন সম্মত কোন ক্ষমতা পালামেণ্ট বা কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ছিল না। বিতর্কের এই নেতিবাচক দিকটি এ্যামপটহিলের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি কিছুটা সন্দেহ এবং উষ্মার সংগে উল্লেখ করলেন:

এ আলোচনার উদ্দেশ্য কি? এই আলোচনার মাধ্যমে কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব কি? এটা কি শুধুমাত্র উল্লিখিত বিষয়ে মন্ত্রীদের ভূমিকার দোষারোপ করা? যদি মন্ত্রীদের দোষ প্রকৃত প্রস্তাবে থাকে এবং এই দোষারোপ করে যদি কোন লাভ হয় তবে আমি সামগ্রিক ভাবে তা করতে সদা প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখেছি এ ক্ষেত্রে দোষারোপ করে কোন লাভ দেই। দিল্লী দরবারে মহামান্বিত সম্রাট যে ঘোষনা করেছেন সে ক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা বলার নেই। সম্রাটের ঘোষণার পরিবর্তন সাধন করার এখতিয়ারও আমাদের নেই। যদি আপনারা প্রতিবাদ করতে চান তবে সে ক্ষেত্রে অতীতে ভারত সরকার যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ভবিষ্যতে ও তাই করবে। অনাগত ভবিষ্যতদের জন্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনীতিবিদগণ যে বিচার বিবেচনা বা দায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সে ক্ষেত্রে আমার কোন বক্তব্য নেই; এবং বক্তব্য রেখে কোন লাভ নেই।[৩৭] তবু এটা অনস্বীকার্য যে শাসনতান্ত্রিক বিচারে এই ক্ষেত্রে

---

৩৬. কার্জনের প্রতি এ্যামপ্‌টহিল, ১৫ জানুয়ারী ১৯১২, CP/১১১ (৪৩৪এ)।

৩৭. লর্ড সভায় এ্যামপটহিলের বক্তৃতা, Hansard, *5th Series*, Lords, Vol. XI, 22 February 1912.

www.pathagar.com

সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত হয়েছিল পার্লামেণ্ট। ভারত শাসনের ব্যাপারে তার স্বীকৃত প্রাধান্যকে এই প্রথম সুপরিকল্পিত উপায়ে অবহেলা করা হলো।

এরপর আসে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের কথা, ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল এই প্রতিষ্ঠানটি। তবে শুরু থেকেই ভারত সচিবদের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশীর উপর এ প্রতিষ্ঠানটির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি নির্ভর করতো। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ভারত সচিব সল্‌সবেরী এবং ক্র্যানব্রুক উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে কাউন্সিলকে উপেক্ষা করে ভারত সরকারকে আদেশ নির্দেশ দিতেন (১৮৭৪—১৮৮০)। ১৯০৯ সালে মর্লে-মিণ্টো সংস্কার প্রবর্তনের বেলাতেও মর্লে (যিনি তখন ভারত সচিব ছিলেন) একই ভাবে কাউন্সিলকে উপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ভারত সচিব ক্রু একটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর পদ্ধতিতে কাউন্সিলকে পাশ কাটিয়ে গেলেন। অবশ্য আমরা দেখেছি যে, এখানে ক্রুর ব্যক্তিগত মানসিকতার চেয়ে বিশেষ পরিস্থিতি এর জন্যে দায়ী ছিল।

মোট কথা, উপরের আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে আমরা এই উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে, ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত বিধান ও রীতিকে উদ্দেশ্যমূলক ও সুচিন্তিতভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছিল।

www.pathagar.com